হেতু এই বাক্য দ্বারা সত্য ও অনৃত উভয় ব্যক্ত হইয়া থাকে, যেহেতু এই বাক্য পাপে বিদ্ধ হইয়া আছে। ৩।

অথ হ চক্ষুরুদ্গীথমুপাসাঞ্চক্রিরে, তদ্ধাসুরাঃ পাপ্মনা বিবিধুস্তস্মাত্তেনোভয়ং পশ্যতি দর্শনীয়ঞ্চাদর্শনীয়ঞ্চ পাপ্মনা হ্যেতদ্বিদ্ধং।৪।

অথ হ চক্ষুরিত্যাদি সমানং। ৪।

অনন্তর দেবতারা চক্ষুদৃষ্টিতে উদ্গীথাক্ষর ওঙ্কারের উপাসনা করিয়াছিলেন এবং অসুরেরাও সেই চক্ষুকে পাপ দ্বারা বিদ্ধ করিয়াছিল, সেই হেতু এই চক্ষু দ্বারা দর্শনীয় ও অদর্শনীয় উভয় দৃষ্ট হইয়া থাকে, যেহেতু এই চক্ষু পাপে বিদ্ধ হইয়া আছে। ৪।

অথ হ শ্রোত্রমুদ্গীথমুপাসাঞ্চক্রিরে, তদ্ধাসুরাঃ পাপ্মনা বিবিধুস্তস্মাত্তেনোভয়ং শৃণোতি শ্রবণীয়ঞ্চাশ্রবণীয়ঞ্চ পাপ্মনা হ্যেতদ্বিদ্ধং। ৫।

অথ হ শ্রোত্রমিত্যাদি সমানং। ৫।

অনন্তর দেবতারা শ্রোত্র দৃষ্টিতে উদ্গীথাক্ষর ওঙ্কারের উপাসনা করিয়াছিলেন এবং অসুরেরাও সেই শ্রোত্রকে পাপ দ্বারা বিদ্ধ করিয়াছিল, সেই হেতু এই শ্রোত্র দ্বারা শ্রবণীয় ও অশ্রবণীয় উভয় শ্রুত হইয়া থাকে, যেহেতু এই শ্রোত্র পাপে বিদ্ধ হইয়া আছে। ৫।

অথ হ মন উদ্গীথমুপাসাঞ্চক্রিরে, তদ্ধাসুরাঃ পাপ্মনা বিবিধুস্তস্মাত্তেনোভয়ং সংকল্পতে সঙ্কল্পনীয়ঞ্চাসঙ্কল্পনীয়ঞ্চ পাপ্মনা হ্যেতদ্বিদ্ধং। ৬।

অথহ মন ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ। ৬।

অনন্তর দেবতারা মনোদৃষ্টিতে উদ্গীথাক্ষর ওঙ্কারের উপাসনা করিয়াছিলেন এবং অসুরেরাও সেই মনকে পাপ দ্বারা বিদ্ধ করিয়াছিল, সেই হেতু এই মন দ্বারা সঙ্কল্পনীয় ও অসঙ্কল্পীয় উভয় সঙ্কল্পিত হইয়া থাকে, যেহেতু এই মন পাপে বিদ্ধ হইয়া আছে। ৬।

অথ হ যএবায়ং মুখ্যঃ প্রাণস্তমুদ্গীথমুপাসাঞ্চক্রিরে, তং হাসুরাঃ ঋত্বা বিদধ্বংসুর্যথাশ্মানমাখণমৃত্বা বিধ্বংসেত। ৭।

'অথ' অনন্তরং'হ' এব 'যএবায়ং' প্রসিদ্ধঃ মুখে ভবঃ 'মুখ্যঃ প্রাণঃ' 'তং উদ্গীথং উপাসাঞ্চক্রিরে' 'তং হ অসুরাঃ' পূর্ব্ববৎ 'ঋত্বা' প্রাপ্য 'বিদধ্বংসুঃ' বিনষ্টাঃ 'যথা' লোকে 'আখণং' ন শক্যতে খনিতুং কুদ্দালাদিভিঃ অখণঃ অখণএবাখণস্তং 'অশ্মানং' প্রস্তরং 'ঋত্বা' প্রাপ্য লোষ্টঃ অশ্মনঃ কিঞ্চিদপ্যকৃত্বা স্বয়ং 'বিধ্বংসেত' বিদীর্য্যেত তদ্বৎ। ৭।

অনন্তর যে এই মুখ্য প্রাণ, দেবতারা তদ্দৃষ্টিতে উদ্গীথাক্ষর ওঙ্কারের উপাসনা করিয়াছিলেন, অসুরেরা এই মুখ্য প্রাণকে প্রাপ্ত হইয়া বিনষ্ট হইল, যেমন লোষ্ট খণ্ড অভেদ্য প্রস্তরে পতিত হইলে স্বয়ং নষ্ট হইয়া যায়, তাহার ন্যায়। ৭।

বেদান্ত-দর্শন।

ইতিপূর্ব্বে জগতের মূল-নিয়ম উপলক্ষে বলা হইয়াছে যে তাহা ব্যাপক-ধর্ম্মী, সুতরাং তাহা ব্যাপক বস্তু ভিন্ন পরিচ্ছিন্ন-বস্তু-বিশেষকে আশ্রয় করিয়া বর্ত্তিতে পারে না; অতএব মূল-নিয়ম-সকল মূল-জ্ঞানকে আশ্রয় করিয়াই অবস্থিতি করিতেছে। কিন্তু আধুনিক বৈজ্ঞানিকদিগের মধ্যে এমন সম্প্রদায় বিদ্যমান আছে, যাঁহারা জগ[illegible] উদার-দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিতে অত্যন্ত সঙ্কুচিত হন। তাঁহারদের অভিপ্রায় এই যে কেবল সৌর-জগৎ-টুকুই যদি জগৎ শব্দের বাচ্য হয়, তবে তাহাতে পৃথিবীস্থ কাহারো কোন ক্ষতি হয় না; অতএব অদ্যাবধি সৌর জগৎকেই জগতের স্থলাভিষিক্ত করা হউক। "জগতের নিয়ম" এ কথা শুনিলে তাঁহারা বলিবেন যে, "জগতের নিয়ম" এ কথাটি অতি অস্পষ্ট; কি তোমার অভিপ্রায়, তাহা স্পষ্ট করিয়া বল; "সৌর জগতের নিয়ম" এই যদি তোমার অভিপ্রায় হয়, তবে তোমার সহিত আমার আর কোন বিবাদ নাই, কিন্তু সে অভিপ্রায় মনে মনে রাখা অপেক্ষা স্পষ্ট করিয়া বলা ভাল; সৌর জগতের নিয়ম অতি সুস্পষ্ট—সে নিয়ম কি? না

গুরুত্ব-নিয়ম; অর্থাৎ যে নিয়মে গুরু-বস্তু গুরুতর বস্তুর নিকটবর্ত্তী হয়, পৃথিবী সূর্য্যের নিকটবর্ত্তী হয়, পার্থিব বস্তু পৃথিবীর নিকটবর্ত্তী হয়, সেই নিয়ম। এই প্রকার সঙ্কোচ-প্রিয় বৈজ্ঞানিক ব্যক্তিকে অসংকোচে কোন কথা বলিলে, অভাবনীয় অল্প একটুকু সূত্র হইতে ক্রমে ক্রমে বাদানুবাদের এত বাহুল্য হইয়া পড়ে যে, উভয় পক্ষেরই বৈরক্তি উৎপাদন ভিন্ন তাহাতে আর কিছুই ফল লাভ হয় না। ইঁহাদিগকে বলি যে, "জগতের নিয়ম" যদি এতই শ্রুতি-কটু হয়, এবং "গুরুত্ব নিয়ম" বলিলে যদি তাহাতে কিছু মাত্র আপত্তির সম্ভাবনা না থাকে, তবে তাহাই বলা যাউক্।

গুরুত্ব-নিয়ম বিষয়ে প্রথম বক্তব্য এই যে, সে নিয়ম কোন বস্তু-বিশেষকে অবলম্বন না করিয়া আপনা-আপনি থাকিতে পারে না। দ্বিতীয় বক্তব্য এই যে, উহা পরস্পরা কোন বস্তু-দ্বয়ের এটিকে আশ্রয় করিয়া আছে, বা ওটিকে আশ্রয় করিয়া আছে, বা উভয়কে আশ্রয় করিয়া আছে, বা উভয় ভিন্ন অন্য কোন বস্তুকে আশ্রয় করিয়া আছে, এই চারিটির মধ্যে কোন্‌টি ঠিক্ তাহা বিবেচনা করিয়া দেখা আবশ্যক। গুরুত্ব-নিয়ম এটিকে আশ্রয় করিয়া আছে, ওটিকে আশ্রয় করিয়া নাই, ইহা বলিলে পক্ষপাতিতা দোষ ঘটে; গুরুত্ব-নিয়ম উভয়কেই আশ্রয় করিয়া আছে বলিলে উক্ত নিয়মের কতক অংশ ইহাতে আছে, কতক অংশ উহাতে আছে, ইহাই বুঝায়, তদ্ভিন্ন উহা সমগ্র-রূপে প্রত্যেকেই আছে, ইহা কোন রূপেই প্রতিপন্ন হয় না; উহা প্রত্যেকে আংশিক রূপে আছে বলিলে নিরংশ গুরুত্ব-নিয়মের অংশ কল্পনা-রূপ দোষ ঘটে। এই রূপ দেখা যাইতেছে যে, গুরুত্ব-নিয়ম কোন একটি জড় পিণ্ডকে সমগ্র-রূপে বা আংশিক-রূপে আশ্রয় করিয়া থাকিতে পারে না। এই রূপ যে পারে না তাহার কারণ কেবল নিয়মের ব্যাপকতা। সমুদ্রের জল-বিন্দুকে আশ্রয় করিয়া যেমন সমুদ্র থাকিতে পারে না, সেই রূপ ব্যাপ্য-বস্তুকে আশ্রয় করিয়া ব্যাপক-বস্তু থাকিতে পারে না, নিয়ম্য বস্তুকে আশ্রয় করিয়া নিয়ম থাকিতে পারে না; নিয়ম কেবল নিয়ন্তাকে আশ্রয় করিয়া বর্ত্তমান থাকে, যেহেতু নিয়ম অপেক্ষাও নিয়ন্তা ব্যাপক। যেমন নানা ঘটনার সম্বন্ধে নিয়মের একত্ব দেখা যায়, সেই রূপ নানা নিয়মের সম্বন্ধে নিয়ন্তার একত্ব প্রসিদ্ধই আছে। সুতরাং নিয়মিত ঘটনা, নিয়ম এবং নিয়ন্তা এই তিনের উত্তরোত্তর ব্যাপকতা বিষয়ে যেমন সংশয় হইতে পারে না। নিয়মিত ঘটনা-সকল নিয়মের আশ্রিত এবং নিয়ম নিয়ন্তার আশ্রিত, ইহাতেও সংশয় হইতে পারে না।

নিয়মের সত্তা যদি স্বয়ং-সিদ্ধ হইত অর্থাৎ এমন হইত যে তাহা অন্য কোন সত্তার অবলম্বন ব্যতিরেকে আপনাআপনি থাকিতে পারে, তবে "নিয়ন্তা" এমন একটি শব্দই হইতে পারিত না। কতকগুলি সত্তা এরূপ আছে যে তাহারা স্বকীয় অধিকারের মধ্যে থাকিলেই প্রকৃত-ভাবে প্রকাশ পায়, এবং স্থানান্তরিত হইলেই বিকৃত ভাব ধারণ করে। স্বাধীনতার সহিত সংযুক্ত হইলে সুখ যেমন প্রকৃত ভাবে প্রকাশ পায়; পরাধীনতার সহিত সংযুক্ত হইলে তাহা তেমনি বিকৃত ভাব ধারণ করে। ফলদায়কতার সহিত রমণীয়তা সংযুক্ত থাকিলে তাহা যেমন সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর হয়, বিযুক্ত থাকিলে সেরূপ হয় না; এইরূপ ভূরি ভূরি উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। নিয়ম-সম্বন্ধেও ঐ রূপ। মূল-জ্ঞানের সহিত সংযুক্ত থাকিলে নিয়ম যেমন সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হয়, তাহার অ-

ন্যথা হইলে তাহা কদাপি সেরূপ হইতে পারে না। যাঁহারা কঠোর নিয়ম-সর্ব্বস্ব, তাঁহারদিগকে জিজ্ঞাসা করি যে, নিয়ম-বিশেষ অবগত হইলে তাঁহারা যেমন আপনারদিগকে কৃতকৃত্য মনে করেন, তদীয় মূলবর্ত্তী জ্ঞানকে অবগত হইলে তাঁহারা তাহা হইতে অধিক লাভ-বোধ করেন কি না? মূল-জ্ঞানকে জানিলে তাঁহারা মূল-জ্ঞানের ভক্ত না হইয়া কি ক্ষান্ত থাকিতে পারেন? একটি মাত্র প্রাকৃতিক নিয়ম অবগত হইলে যাঁহারা আনন্দে উৎফুল্ল হন, তাঁহারা সমস্ত নিয়মের একাধার স্বরূপ মূল-জ্ঞানকে অবগত হইলে কত না আনন্দিত হইবেন! যাঁহারা একটি মাত্র মুদ্রা লাভ করিলে আপনাকে পরম সুখী জ্ঞান করেন, তাঁহারা স্বর্ণ-খনি প্রাপ্ত হইলে কত না আনন্দিত হইবেন! নিয়ম-ভক্তেরা বলেন যে মূল-জ্ঞানের অস্তিত্ব অবগত হইবার যদি কোন উপায় থাকিত, তবে ত কোন কথাই ছিল না; তাহার উপায় নাই বলিয়াই,যে-প্রণালীতে আমরা প্রাকৃতিক নিয়ম সকল আবিষ্কার করিয়া আসিতেছি, তাহাতেই সন্তুষ্ট হইয়া থাকা উচিত, তদতিরিক্ত লাভের প্রত্যাশা কেবল দুরাশা মাত্র। অনিশ্চিত স্বর্ণ-খনির প্রত্যাশায় উপস্থিত ধনে অযত্ন করা, কখনই বিধেয় নহে। ইহার প্রতি বক্তব্য এই যে মূল-জ্ঞানকে জানিবার যদি কোন উপায় না থাকিত এবং মূল-জ্ঞানের অস্তিত্ব যদি অনিশ্চিত হইত, তবে উক্ত আশঙ্কা সমূলক বোধ হইত। কিন্তু মূল-জ্ঞান স্বরূপ পরমাত্মতত্ত্ব যখন বৈজ্ঞানিক মূল তত্ত্ব সকলের ন্যায় সুনিশ্চিত এবং তাঁহাতে চিত্ত সমাহিত হইলে যখন আমারদের জ্ঞানের সম্যক্ চরিতার্থতা লাভ হয়, তখন সেই পরম-লাভের প্রতি উপেক্ষা করিয়া কেন আমরা আমারদের মহোচ্চ মনোবৃত্তি সকলকে সঙ্কুচিত করিব? পূর্ব্বে প্রতিপন্ন করা হইয়াছে যে জ্ঞানের অবলম্বন ব্যতীত নিয়ম বর্ত্তিতে পারে না, এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে জ্ঞান-স্বরূপ-পরমাত্মা যে প্রাকৃতিক সমস্ত নিয়মের মূল-স্বরূপে বর্ত্তমান আছেন, ইহা আমারদের পরম মঙ্গলের বিষয়। কোন অবিবেচক ব্যক্তি বলিলেও বলিতে পারেন যে, তোমাদের যাহা পরম প্রার্থনীয়, তাহা তোমাদের নিকট পরম সত্য না হইবে কেন? তাঁহার এ বিবেচনা নাই যে, প্রথমে "ইহা সত্য" এইরূপ সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে, তদুত্তরে "ইহা মঙ্গল বা ইহা প্রার্থনীয়" এইরূপ স্থিরীকৃত হইল; সুতরাং "ইহা প্রার্থনীয় অতএব ইহা সত্য" এরূপ কুযুক্তির আভাস মাত্রও এখানে আশঙ্কনীয় হই[তে] পারে না।

নিয়ম-বাদীরা যেমন মূল জ্ঞানের প্রতি যে[-]মনি আবার মূল শক্তির প্রতিও উপেক্ষা ক[-]রিতে বলেন। কার্য্য কারণময় জগতের মধে[্য] কেবল কার্য্য ও তাহার নিয়ম ভিন্ন জা[তব্য] বিষয় আর কিছুই নাই, ইহাই তাঁহাদে[র] অভিপ্রেত। এমন কি কারণ-শব্দকে এবে[-]বারে ব্যবহার হইতে রহিত করিতেও তাঁহা[-]দের কোন আপত্তি নাই; তবে যদি সুবিধ[া] অনুরোধে অথবা ভ্রম-ক্রমে কখন তাঁহা[রা] কারণ শব্দের উল্লেখ করিয়া থাকেন, তা[হা] ধর্ত্তব্যের মধ্যেই নহে। মনে কর যে, রাজ[-] নিয়ম প্রচুর পরিমাণে আছে কিন্তু রাজ[-] শক্তি লেশ মাত্রও নাই, এরূপ অবস্থা[য়] রাজ-কার্য্য কি রূপ চলে? ধর্ম্ম-নিয়ম আ[ছে] কিন্তু তদনুসারে চলিবার শক্তি নাই, ইহাতে ধর্ম্ম-কার্য্য কি রূপ চলে? অতএব কে[হ] যেন এরূপ কথা না বলেন যে, নিয়ম থা[কি]লেই কার্য্য চলিতে পারে, শক্তি থাকিবা[র] আবশ্যকতা নাই। শক্তি যে-বস্তুকে আশ্রয় করিয়া থাকে তাহাই কারণ-শব্দে উক্ত হয়। নিয়ম-বাদী যদি বলেন যে,শক্তি কি—আ-

মাকে বুঝাইয়া দেও, তবে তাঁহাকে আর এক জন বলিবে যে, নিয়ম কি—আমাকে বুঝাইয়া দেও! যাহা সুবোধ্য তাহাকে দুর্ব্বোধ করিয়া বুঝিতে যাঁহাদের ইচ্ছা হয়, তাঁহারা ঐ রূপ প্রশ্ন লইয়া বাদানুবাদ করেন করুন; কিন্তু কি তত্ত্ববিদ্যা কি অপর বিদ্যা কোন বিদ্যাতেই উক্ত প্রশ্ন-সকল স্থান পাইবার যোগ্য নহে। জ্যামিতি বিদ্যাতে যদি "দৈর্ঘ্য কাহাকে বলে, প্রস্থ কাহাকে বলে," এই সুবোধ্য বিষয় সকলের বাদানুবাদেই অধ্যায়-পরম্পরা যাপিত হইত, তাহা হইলে জ্যামিতি বিদ্যার উপরে কাহার না ধিক্কার জন্মিত? তবে যদি বল যে শক্তি মানি কিন্তু কারণ মানি না, অর্থাৎ যাহার শক্তি তাহা মানি না, তবে ইহাও বলিতে পার যে "চন্দ্রের এ-পিঠ আছে" মানি, "ও পিঠ আছে" মানি না। যদি বল যে, পৃথিবীস্থ সমুদায় বস্তুরই যখন দুই পিঠ দৃষ্ট হয়, তখন চন্দ্রেরও দুই পিঠ আছে, ইহা কেন না মানিব? তবে জিজ্ঞাসা করি যে, পৃথিবীর সমুদায় স্থলে বায়ু আছে অতএব চন্দ্রেরও সমুদায় স্থলে বায়ু আছে, ইহা না-মানার কারণ কি? প্রকৃত কথা এই যে, চন্দ্রের ও-পিঠ আছে কি না, ইহা পরীক্ষা করিবার আবশ্যকতা নাই; কিন্তু চন্দ্রে বায়ু আছে কি না, ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখা আবশ্যক। চন্দ্রের ও-পিঠ আছে ইহা যেমন পরীক্ষা না করিয়াও সুনিশ্চিত রূপে বলা যাইতে পারে; সেই রূপ কার্য্য-বিশেষের কারণ আছে ইহা পরীক্ষা না করিয়াও সুনিশ্চিত রূপে বলা যাইতে পারে, সুতরাং ইহা অতীব নিঃসংশয়। নিয়ম-বাদীকে পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করি যে, যদি কোন রূপে কারণ জানা যায়, তবে তাহাতে কোন ফল আছে কি না? যদি কোন ফল না থাকে তবে তাঁহারদের কথাই যথার্থ; কিন্তু যদি তাহাতে কোন বিশেষ ফল থাকে, তবে আর তাহা কিরূপে উপেক্ষণীয় হইতে পারে। কোন ব্যক্তিকে কোন কার্য্যালয়ে যাতায়াত করিতে দেখিলে, "যাঁহারা কার্য্য করিয়া থাকেন তাঁহারাই কার্য্যালয়ে গমন করেন" এই নিয়মানুসারে আমরা স্থির করি যে তিনি কার্য্যার্থে গমন করেন। কিন্তু যদি কার্য্য করা ভিন্ন তাঁহার অন্য কোন অভিপ্রায় থাকে; তবে আমারদের উক্ত সিদ্ধান্ত অসত্য হইয়া পড়ে। এইরূপ দেখা যাইতেছে যে কার্য্য দেখিয়া কার্য্যের নিয়ম অভ্রান্ত রূপে নির্ণীত হইতে পারে না। কিন্তু উক্ত যাতায়াতকারী ব্যক্তির মনোরূপ কারণ জানিতে পারিলে তাঁহার সমুদায় কার্য্য চেষ্টা নিশ্চিত রূপে অবগত হওয়া যাইতে পারে। এইরূপ দেখা যাইতেছে যে কারণ জানিলে কার্য্য-জ্ঞানের আর কিছু মাত্র অবশিষ্ট থাকে না। অতএব যদি কারণ জানিবার কোন উপায় থাকে, তবে তাহার প্রতি উপেক্ষা করিয়া কেবল মাত্র কার্য্য জানিবার যত্ন করা বিচার-সঙ্গত নহে। কেন না, এক মাত্র কারণকে জানিলে তদন্তর্ভূত সমুদায় কার্য্য এক যোগে জানা যাইতে পারে; কিন্তু একটি কার্য্য জানিলে তদতিরিক্ত অন্য কিছুই জানা যাইতে পারে না।

মূল-জ্ঞানকে আশ্রয় করিয়া যেমন যাবতীয় নিয়ম বর্ত্তমান রহিয়াছে, সেইরূপ মূল-শক্তিকে অবলম্বন করিয়া যাবতীয় কার্য্য চলিতেছে। ইহা নহে যে, মূল-জ্ঞান হইতে মূল-শক্তি স্বতন্ত্র কিংবা বিযুক্ত। ভাব এবং আবির্ভাব যেমন পরস্পর বিশ্লিষ্ট হইতে পারে না, বস্তু এবং বস্তুর শক্তি যেমন পরস্পর বিশ্লিষ্ট হইতে পারে না, মূল-জ্ঞান এবং মূল-শক্তি সেইরূপ। মূল-জ্ঞান এবং মূল-শক্তি ওতপ্রোত ভাবে পরমাত্মাতে অবস্থিতি করিতেছে। যিনি যে পরিমাণে

পরমাত্মাকে জানিতে পারেন, তিনি সেই পরিমাণে জগতের সমুদায় কার্য্য এবং সমুদায় নিয়ম যুগপৎ উপলব্ধি করিতে পারেন। যাঁহারা নিয়ম মানেন কিন্তু সমুদায় নিয়মের একাধার স্বরূপ মূল-জ্ঞানকে মানেন না, যাঁহারা কার্য্য মানেন কিন্তু সমুদায় কার্য্যের প্রস্রবণ-স্বরূপ মূল-শক্তিকে মানেন না, তাঁহারা এক দিন বলিলেও বলিতে পারেন যে, আমরা গ্রহ উপগ্রহ মানি কিন্তু সূর্য্য মানি না, অথবা সৌর জগৎ মানি তদতিরিক্ত জগৎ মানি না, অথবা পরিমিত আকাশ মানি, অপরিমিত আকাশ মানি না, পরিমিত কাল মানি অনাদ্যনন্ত কাল মানি না। এইরূপ, মানা না-মানা যাঁহাদের স্বেচ্ছাধীন তাঁহারদের সহিত বিচার-বাহুল্যে প্রবৃত্ত হওয়া বিড়ম্বনা-মাত্র। নিয়ম-বাদীরা এই কথা বলিতে পারেন যে আমরা যেমন প্রাকৃতিক কার্য্য-পরীক্ষা দ্বারা প্রাকৃতিক নিয়ম আবিষ্কার করি এবং সেই নিয়ম দ্বারা কার্য্যের তথ্য সকল বুঝাইয়া দিতে পারি, কারণ-বিজ্ঞান দ্বারা তোমরা যদি সেইরূপ নিয়ম আবিষ্কার করিতে পারিতে এবং সেই নিয়ম দ্বারা কার্য্য সকলের তথ্য বুঝাইয়া দিতে পারিতে, তবে তোমারদের কথা শিরোধার্য্য করিতাম; তাহা যখন পার না, তখন তোমারদের কথাতে কিরূপে বিশ্বাস করিতে পারি?

এরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা যদিও অপ্রাসঙ্গিক তথাপি ইহার উত্তর না দিলে পাছে কেহ মনে করেন যে, আমারদিগকে অগত্যা নিরুত্তর হইতে হইয়াছে, এজন্য ইহার উত্তর দেওয়া আবশ্যক। কেন অপ্রাসঙ্গিক? না যখন জানা গেল যে, এটি নিশ্চয়ই সত্য, তখন যদি আমরা এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া বসি যে, যে পর্য্যন্ত না আমরা উহা দ্বারা অন্য কোন কিছু বুঝাইতে পারিব সে পর্য্যন্ত আমরা উহাকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিব না, তাহা হইলে সুলভ সত্যও আমারদিগের নিকট দুর্লভ হইয়া উঠে। নিয়ম-বাদীরা বলেন যে, সর্ব্ব প্রথমে গণিত শাস্ত্রের সত্য সকল ধ্রুবত্ব লাভ করিয়াছিল; তাহার শত শত বৎসর পরে অন্যান্য শাস্ত্রের সত্য সকল তদনুরূপ পদবী প্রাপ্ত হইয়াছিল। সেই প্রথম-কালের গণিত-শাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতেরা যদি এইরূপ সংকল্প করিয়া বসিতেন যে, যে পর্য্যন্ত না আমরা সমস্ত গ্রহ-নক্ষত্রাদির গতিবিধি গণিত দ্বারা বুঝাইতে পারিব, সে পর্য্যন্ত আমরা গণিত-শাস্ত্রের সুনিশ্চিত সিদ্ধান্ত সকলকেও সত্য বলিয়া গ্রহণ করিব না, তাহা হইলে তাহাতে কাহার ক্ষতি হইত —সত্যের না তাঁহারদের নিজের? গণিত-শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত বিশেষ সত্য কি না—এইটি যেখানে জিজ্ঞাস্য সেখানে "ইহা দ্বারা অন্য সত্য বুঝাইয়া দিতে পার কি না" এ প্রশ্ন যেমন সংলগ্ন হয় না, সেইরূপ "মূল-[illegible] এবং মূল-শক্তি সত্য কি না" ইহাই যেখা[illegible] জিজ্ঞাস্য সেখানে "তদ্দ্বারা জগতের সমস্ত ব্যাপার বুঝাইয়া দিতে পার কি না" এ কথা অপ্রাসঙ্গিক তাহার আর সন্দেহ কি? কিন্তু তথাপি আমরা উক্ত প্রশ্নের উত্তর প্রদা[illegible] প্রবৃত্ত হইতেছি।

কার্য্য-জ্ঞান হইতে নিয়ম-জ্ঞানে উত্থান করিবার যেমন একটি সোপান আছে, অর্থাৎ মনে করিলেই কার্য্য-জ্ঞান হইতে নিয়ম-জ্ঞানে উত্থান করা যায় না, তজ্জন্য বিশেষ উপায় অবলম্বন করা চাই, শিক্ষা চাই, সামর্থ্য চাই, অনুরাগ চাই, ইত্যাদি নানা প্রকার সম্বল চাই; সেইরূপ কারণ-জ্ঞান হইতে নিয়ম-জ্ঞানে অবতরণ করিবারও একটি সোপান আছে, অর্থাৎ তাহা প্রকরণ, প্রযত্ন এবং শিক্ষা সাপেক্ষ; সুতরাং সকলেই যে তাহা পারিবে, ইহারও কোন অর্থ

নাই এবং কোন ব্যক্তি যে তাহা সম্যক্‌রূপে পারিবে ইহারও কোন অর্থ নাই। যদি কারণ-বিজ্ঞানের দ্বিতীয় নিউটন পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করেন, তবে তাঁহাকে বিদ্যাচলের মহোচ্চ শিখরে আরূঢ় দেখিয়া আমরা যত কেন বিস্মিত হই না, তিনি ইহা বলিতে ক্ষান্ত হইবেন না, যে অসীম বিদ্যা-সমুদ্রের তীরে দাঁড়াইয়া আমি কতকগুলি যৎসামান্য শুক্তিকা আহরণ করিয়াছি—ইহারাই যদি এত অমূল্য, তবে সমুদ্রের গর্ভে যে সকল মহারত্ন নিহিত আছে তাহারা না-জানি কি! কারণ কি? না যেখানে কার্য্য সকল শক্তি-ভাবে বা তন্ময়ী-ভাবে অবস্থান করে, সুতরাং কারণকে জানিতে হইলে কার্য্য সকলকে মূল-বস্তুতে শক্তি-ভূত বা তন্ময়ী-ভূত রূপে উপলব্ধি করা আবশ্যক; এই হেতু, এখন যেমন কার্য্যকে ব্যক্ত এবং কারণকে অব্যক্ত ...খা যাইতেছে, তখন সেইরূপ কারণকে ব্যক্ত এবং কার্য্যকে অব্যক্ত দেখা যাইবে। ...মস্ত পুরাবৃত্তের সার সংগ্রহ পূর্ব্বক তাহার ...। অবগত হইয়া যে ব্যক্তি সুখী হইয়া-...ন, তাঁহার পক্ষে যেমন "কোন্ বিশেষ ...য়ে কোন্ বিশেষ ঘটনা ঘটিয়াছিল" ইহা ...রণ করা আয়াস-সাধ্য, সেইরূপ যাঁহারা ...মস্ত কার্য্যের সার-সঙ্কল্প এবং সার মর্ম্ম ...রণেতে অবলোকন করিয়া সুখানুভব ...রেন, তাঁহাদের পক্ষে "কি বিশেষ কার্য্যের ...ক বিশেষ নিয়ম" ইহার মীমাংসায় প্রবৃত্ত ...ওয়া অতীব আয়াস-সাধ্য। কিন্তু অতীব ...আয়াস-সাধ্য বলিয়া তাহা যে একেবারেই ...অসাধ্য তাহা নহে। কারণ হইতে কার্য্যে ...অবতরণ করিবার একটি প্রণালী আছে; সে ...প্রণালীটি আপাতত দুরূহ বলিয়া প্রায় কে-...হই সে দিকে যান না, অথচ প্রায় সকলেই ...তাহার ফল লাভের প্রত্যাশা করেন; তাঁ-...হারা উপযুক্ত প্রণালী অবলম্বন করিবেন না অথচ তাঁহারা ফল লাভ করিবেন! এক-বারও ব্যাকরণ পড়িবেন না অথচ সাহিত্য-রসাস্বাদন করিবেন! যাঁহারা ফলের প্রত্যাশী তাঁহারা তাহার প্রকৃত উপায় অবলম্বন করুন, তাহা না করিলে তাঁহারা ফল লাভে বঞ্চিত হইবেন; ফল-লাভে পুনঃ পুনঃ বঞ্চিত হইলে তাঁহারা তাহাতে নিরাশ হইবেন; নিরাশ হইলে তাহার প্রতি তাঁহাদের দ্বেষ জন্মিবে; এইরূপে অমৃত-ফলের প্রত্যাশা বিষ-ফলে পরিণত হইবে। অতএব কারণ-জ্ঞান হইতে কার্য্য-জ্ঞানে অ-বতীর্ণ হইবার প্রণালী অবগত হইয়া তাহা অবলম্বন করা ভিন্ন জিজ্ঞাসু ব্যক্তির প্রশ্ন মীমাংসার আর দ্বিতীয় উপায় নাই। সে প্রণালী কি? না প্রথমতঃ মূল-কারণে মনঃ সমাধান করা; ইহাতে কারণ-জ্ঞানের পরি-পক্কতা জন্মে; দ্বিতীয়তঃ মঙ্গল-কার্য্যের অ-নুষ্ঠান করা, ইহাতে করিয়া কারণের সহিত কার্য্যের যেরূপ সম্বন্ধ তাহা জ্ঞান-গোচর হয়। ইহা যদি সত্য হয় যে, সামান্য এক জন বিজ্ঞ ব্যক্তির উদ্দেশ্য মঙ্গল ভিন্ন অমঙ্গল হইতে পারে না, তবে যিনি পরম পরাৎ-পর বিজ্ঞানঘন স্বরূপ, তাঁহার উদ্দেশ্য যে কখনই অমঙ্গল নহে প্রত্যুত পরাকাষ্ঠা মঙ্গলই তাঁহার উদ্দেশ্য, ইহাতে কি আর সংশয় হইতে পারে? প্রকৃষ্ট অভ্যাস দ্বারা আমরা যখন আমারদের মঙ্গল অভিপ্রায়কে কার্য্যে পরিণত করিয়া তাহাতে সমুচিত পরি-পক্কতা লাভ করিব, তখনই আমরা মঙ্গল অভিপ্রায়-রূপ শ্রেষ্ঠ কারণের সহিত তদীয় কার্য্য সকলের কিরূপ সম্বন্ধ তাহা স্পষ্টতর রূপে বুঝিতে পারিব। মঙ্গল-অভিপ্রায় এবং মঙ্গল কার্য্য দুয়ের মধ্যে যে একটি শৃঙ্খলা বর্ত্তমান আছে, ঈশ্বর এবং জগতের মধ্যে সেই শৃঙ্খলা প্রকৃষ্ট ভাবে আনুপূর্ব্বিক বর্ত্ত-মান আছে সুতরাং মঙ্গল-কার্য্য দ্বারা সেই

শৃঙ্খলাটিকে আপনার অভ্যন্তরে পরিস্ফুট ভাব ধারণ করাইতে পারিলে, আপনা হইতেই তাহা আমাদের জ্ঞানে প্রকাশ পাইয়া উঠিবে। যে পরিমাণে অসভ্য-সমাজ সভ্য-সমাজে পরিণত হইতেছে * সেই পরিমাণে প্রাকৃতিক নিয়ম সকল আবিষ্কৃত হইবার পথ সুগম হইয়া আসিতেছে; ইহা দেখিয়া দৃঢ় প্রতীতি হইতেছে যে, এই সভ্য-সমাজ যখন আবার সাধু সমাজে পরিণত হইবে তখন কার্য্য কারণ শৃঙ্খলার সহিত প্রাকৃতিক নিয়ম-সমূহের কি রূপ সম্বন্ধ এবং কার্য্য-কারণ শৃঙ্খলার সহিত মূল কারণের কিরূপ সম্বন্ধ ইহা সুস্পষ্ট রূপে আবিষ্কৃত হইবে। কম্‌টির মতের প্রলোভন বাক্য অধুনাতন কৃতবিদ্য-দলের অনেকের মনকে আকর্ষণ করিতেছে; এ জন্য সত্যের সহিত তাঁহার মতের কোথায় বা ঐক্য কোথায় বা অনৈক্য তাহা সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ প্রদর্শিত হইতেছে; দেখা যাইবে যে, তাঁহার নিজেরই মতকে যদি সমুচিত বিস্তার করিয়া দেখা যায় তবে তাঁহার সিদ্ধান্তের মধ্যে যে ত্রুটি ভ্রম প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে তাহা দেদীপ্যমান হইয়া উঠিবে।

ব্রাহ্মধর্ম্মের মুক্তভাব ও মহত্ত্ব।

ব্রাহ্মধর্ম্ম চির কাল পৃথিবীতে বিদ্যমান আছে। সকল দেশে ও সকল কালে এমন সকল মহাত্মা উদিত হয়েন যাঁহারা স্বদেশের প্রচলিত উপধর্ম্মকে অতিক্রম করিয়া ঈশ্বরের নিরাকার অনন্ত স্বরূপে বিশ্বাস করেন ও তাঁহার সহিত আত্মার নিগূঢ় যোগ সংস্থাপন করিতে যত্নবান হয়েন। কিন্তু সেই সকল মহাত্মা ভ্রমপ্রমাদ শূন্য এমন বলা যাইতে পারে না। কোন মনুষ্য অভ্রান্ত নহেন; সুতরাং তাঁহারা যে ভ্রমপ্রমাদ শূন্য তাহা কি প্রকারে বলা যাইতে পারে? আমরা মনে করি যে ব্রাহ্মধর্ম্ম বর্ত্তমান কালে অত্যন্ত উন্নত আকার ধারণ করিয়াছে কিন্তু আমাদিগেরও ভ্রম থাকিতে পারে। কোন মনুষ্য আপনার ভ্রম অনুভব করিতে সক্ষম হয় না। আমাদিগের নিজের ভ্রম আমরা এক্ষণে অনুভব করিতে পারিতেছি না; ভবিষ্যৎবংশীয়েরা তাহা অনুভব করিতে সমর্থ হইবে। ব্রাহ্মধর্ম্ম এক্ষণে যে উন্নত অবস্থায় উত্তীর্ণ হইয়াছে তাহা অপেক্ষা যে তাহা আর উন্নত হইবে না ইহা কে বলিতে পারে? এমন কোন মনুষ্য পৃথিবীতে প্রাদুর্ভূত হয়েন নাই এবং হইবেনও না যিনি বলিতে পারিয়াছেন অথবা বলিতে পারিবেন যে আমি ব্রাহ্মধর্ম্ম সম্যক রূপে অধিকার করিয়াছি। ব্রাহ্মধর্ম্ম কোন বিশেষ সম্প্রদায়ে বদ্ধ থাকিতে পারে না। ব্রাহ্মধর্ম্ম বায়ুর ন্যায় মুক্ত ও আকাশের ন্যায় উচ্চ। কেহ যেমন বলিতে পারে না যে বায়ু কেবল আমার নিজের [illegible] তেমনি কোন ব্রাহ্মসম্প্রদায় বলিতে পারে না যে ব্রাহ্মধর্ম্ম কেবল তাঁহাদেরই বস্তু [illegible] আকাশ মণ্ডল যেমন সকল অপেক্ষা উচ্চ [illegible] সকলকে নিম্নে ধারণ করে তেমনি ব্রাহ্মধ[illegible] সকল ব্রাহ্ম অপেক্ষা উচ্চ ও সকল ব্রাহ্মকে তাঁহার নিম্নে ধারণ করেন। লক্ষ্মণ যেমন সীতার চতুর্দ্দিকে গণ্ডি অঙ্কিত করিয়া দিয়া তাহার বাহিরে আসিতে তাঁহাকে বারণ করিয়াছিলেন, তেমনি কেহ ব্রাহ্মধর্ম্মের সত্য নির্দ্ধারণ করিয়া বলিতে পারেন না যে এই কয়েকটী সত্য ব্যতীত ব্রাহ্মধর্ম্মের আর সত্য নাই, তেমনি কেহ ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় ভ্রম নির্দ্ধারণ করিয়া বলিতে পারেন না যে ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় ভ্রম এই মাত্র, আর ভ্রম থাকিতে পারে না। ব্রাহ্মধর্ম্ম কোন বিশেষ ব্যক্তির নির্দ্দিষ্ট মত নহে। আমরা কিছু অবতারে বিশ্বাস করি

* প্রকৃত সভ্যতার লক্ষণ এখানকার সমাজে অতি বিরল।

না যে এক ব্যক্তি যাহা কহিবেন তাহাই সত্য বলিয়া মানিতে হইবে। আমরা কিছু দেবানুগৃহীত ব্যক্তি দ্বারা প্রেরিত ঈশ্বরাদেশে বিশ্বাস করি না যে এক জন্ যাহা ঈশ্বরাদেশ বলিয়া ব্যক্ত করিবেন তাহাই সত্য বলিয়া মানিতে হইবে। যাঁহারা আপনাদিগকে প্রধান ব্যক্তি মনে করিয়া অপর মনুষ্যদিগকে যন্ত্রবৎ পরিচালনা করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা কখন ব্রাহ্মদিগের নেতা হইতে পারেন না। যিনি ব্রাহ্মদিগের নেতা হইতে বাসনা করেন, তাঁহার কর্ত্তব্য যে তিনি অন্য সকলকে আপনা অপেক্ষা প্রধান মনে করেন। তাঁহার শরীর মৃত্তিকাতে পরিণত হইবার পূর্ব্বে মৃত্তিকার ন্যায় তাঁহার নম্র হওয়া কর্ত্তব্য। কোন ব্যক্তি এক জন ধার্ম্মিককে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে "আপনার ন্যায় শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি এ প্রদেশে কয় জন আছে?" তিনি উত্তর করিলেন যে "আর সকলেই শ্রেষ্ঠ, আমি কেবল অধম"। যি[illegible] ব্রাহ্মদিগের নেতা হইবেন তাঁহার [illegible]্য যে অত্যন্ত উদারচিত্ত হয়েন। তাঁ[illegible] কর্ত্তব্য যে ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল সত্যে ঐক্য [illegible]কলে অন্যকে মত বিষয়ে স্বাধীনতা প্র[illegible]ন করেন। যতই তিনি ব্রাহ্মদিগকে শত [illegible]ন্ধনে বদ্ধ করিতে চেষ্টা করিবেন, ততই তিনি [illegible]চ্ছেদের বীজ বপন করিবেন। ধনুকের জ্যা [illegible]ধিক টানিতে গেলে তাহা ছিন্ন হইয়া যায়। [illegible]মি যেটী বিশ্বাস করিতেছি, অন্যে যদি সেটী [illegible]শ্বাস না করে, তবে তাহাকে অবিশ্বাসী [illegible]লিয়া আমার ভর্ৎসনা করা কর্ত্তব্য হয় না। [illegible]হ্মধর্ম্মের মূল সত্যে ঐক্য থাকিলে সামান্য [illegible]ত-প্রভেদ জন্য অন্য ব্রাহ্মকে অব্রাহ্ম বলা [illegible]খনই কর্ত্তব্য হয় না। আপনার মুখ-শ্রীতে [illegible]ন্য সকলের মুখশ্রী পরিণত করা যেমত [illegible]ষ্কর, মত বিষয়ে সম্পূর্ণ রূপে ঐক্য সম্পা[illegible]ন করা সেই রূপ দুষ্কর। ধর্ম্ম রূপ উদ্যানে নানা প্রকার পুষ্প প্রস্ফুটিত হইবেই হইবে; যে উদ্যান-রক্ষক দুই একটী বিশেষ পুষ্পের প্রতি পক্ষপাতী হইয়া অন্যান্য পুষ্পবৃক্ষ উচ্ছেদ করিতে যত্নবান হয়েন, তিনি উদ্যান রক্ষকের পদের উপযুক্ত নহেন। ব্রাহ্ম নেতাদিগের যদি ঔদার্য্য না থাকে, ব্রাহ্মদিগের মধ্যে আত্ম-বিচ্ছেদ হইয়া ব্রাহ্মসমাজের প্রভূত অনিষ্ট হইবে। মুক্ত স্বাধীনতা বিহীনে ব্রাহ্মসমাজে অধর্ম্ম প্রবেশ করিবার সম্ভাবনা। যদি ব্রাহ্মসমাজে বদ্ধ ভাব থাকে তাহা হইলে তাহাতে কপটতা আসিয়া প্রবেশ করিবে। ধর্ম্ম বিষয়ে অল্প মত-প্রভেদ হইলে কেহ তাহা প্রকাশ করিতে সাহস করিবে না, সুতরাং কপটাচরণে প্রবৃত্ত হইবে। অন্যান্য ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের মধ্যে এই রূপে কপট ব্যবহার প্রবেশ করিয়াছে, ব্রাহ্মদিগের মধ্যেও সেই রূপ কপট ব্যবহার প্রবেশ করিবে। ব্রাহ্মধর্ম্মের মহত্ত্ব এই বিষয়ের প্রতি অধিকাংশে নির্ভর করে যে ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল সত্যে ঐক্য থাকিলে অন্য সকল বিষয়ে তিনি স্বাধীনতা প্রদান করেন। যে ব্রাহ্ম-নেতা মনুষ্যের বিশেষত্ব নষ্ট করিয়া রাজত্ব করিতে চান, তাঁহার শীঘ্রই সিংহাসনচ্যুতি ঘটিয়া থাকে। ব্রাহ্মধর্ম্মে কোন দল অথবা সম্প্রদায় হইতে পারে না। যিনি খৃষ্ট অথবা মহম্মদের ন্যায় ব্রাহ্মধর্ম্ম সম্বন্ধীয় একটি বিষয়ে মত অবধারণ পূর্ব্বক তাহা ঈশ্বরের আদেশ বলিয়া সমস্ত জগৎকে তাহাতে আনয়ন করিতে চেষ্টা করিবেন, তিনি যে নিষ্ফলপ্রযত্ন হইবেন, তাহার আর সন্দেহ নাই। এ বিষয়ে ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রকৃতি অন্য ধর্ম্ম হইতে ভিন্ন; এই প্রকৃতি বিবেচনা করিয়া যতই আমরা চলিব, ততই ধর্ম্ম রাজ্যের মঙ্গল সাধিত হইবে।

অত্রি সংহিতা।

৩৭০ সংখ্যক পত্রিকার ৪৯ পৃষ্ঠার পর।

যে ব্যক্তি অসমর্থ না হয়েন, তিনি অকৃত্রিম নদ্যাদির অলাভে হ্রদে বা সরোবরে অবগাহন কালে তাহা হইতে চারিটি মৃৎপিণ্ড উঠাইয়া ফেলিয়া স্নানাদি করিবেন।

বসা*, শুক্র, রক্ত, মজ্জা†, মূত্র, বিষ্ঠা এবং কর্ণমল, নখ, শ্লেষ্মা, অস্থি, নেত্রমল, ঘর্ম্ম এই দ্বাদশ প্রকার দৈহিক মল; পণ্ডিতেরা ক্রমে ইহার ছয়টি ছয়টির শুদ্ধি কহিয়াছেন। মৃত্তিকা ও জল দ্বারা পূর্ব্ব ছয়টির শুদ্ধি এবং কেবল জল দ্বারা শেষ ছয়টির শুদ্ধি হয়।

অনসূয়া, শৌচ, মঙ্গল, অনায়াস, অস্পৃহা, দম, দান ও দয়া এই আটটি ব্রাহ্মণের লক্ষণ। গুণি ব্যক্তির গুণে দোষারোপ না করা ও অন্যের গুণকে স্তব করা এবং অন্য লোকের দোষে উপহাস না করার নাম অনসূয়া। অভক্ষ্য পরিত্যাগ ও সাধু সঙ্গ এবং সদাচার এই সকলকে শৌচ বলে। প্রশস্ত কর্ম্ম আচরণ ও অপ্রশস্ত পরিত্যাগকে মঙ্গল কহে। শুভকর্ম্ম হউক বা অশুভ কর্ম্মই হউক যাহার দ্বারা শরীরের অত্যন্ত পীড়া জন্মে এমত কর্ম্ম না করার নাম অনায়াস। যথালাভে সন্তোষ এবং পরদ্রব্য ও পরদারে স্পৃহা না করাকে অস্পৃহা বলে। অপর দ্বারা বাহ্য কি আন্তরিক দুঃখ উৎপন্ন হইলে কোপ বা প্রতিহিংসা না করারই নাম দম। প্রতিদিন অকাতরে যত্নের সহিত যৎকিঞ্চিৎ দান করাই দান পদের বাচ্য। অপর বা বন্ধু কি মিত্র বা দ্বেষ্য বা শত্রু এই সকলেতে আত্মবৎ ব্যবহার করাই দয়া। যে ব্রাহ্মণ এই সকল লক্ষণে লক্ষিত হয়েন, তিনি গৃহস্থ হইলেও ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হয়েন, তাঁহার আর সংসারে পুনরাবৃত্তি হয় না।

অগ্নিহোত্র, তপস্যা, সত্য ব্যবহার, বেদরক্ষা, অতিথি সেবা ও বৈশ্বদেব হোম এই সকলের নাম ইষ্ট কর্ম্ম। বাপী, কূপ, তড়াগ, দেবতায়তন, অন্ন দান এবং উপবন এই সকলকে পূর্ত্ত কর্ম্ম বলে। ব্রাহ্মণেরা ইষ্ট ও পূর্ত্ত উভয় কর্ম্মই করিবেন, ইষ্ট কর্ম্মে স্বর্গ প্রাপ্তি এবং পূর্ত্ত কর্ম্মে মোক্ষ লাভ হয়। ব্রাহ্মণদিগের ইষ্ট ও পূর্ত্ত উভয়ই ধর্ম্ম সাধন. শূদ্রেরা কেবল পূর্ত্ত কর্ম্মে অধিকারী; বৈদিক ইষ্ট কর্ম্মে অধিকারী নহে।

যম ও নিয়মের মধ্যে নিত্য যম সাধন করিবেক, কিন্তু নিত্য নিয়ম সাধন করিবেক না, যেহেতু যম সাধন না করিয়া কেবল নিয়ম সাধন করিলে পতিত হয়। অদ্রোহ, ক্ষমা, সত্য, অহিংসা, দান, সরলতা, প্রীতি, প্রসন্নতা, মধুরতা ও মৃদুতা এই দশ প্রকারের নাম যম। শৌচ, যজ্ঞ, তপস্যা, দান, স্বশাখাধ্যয়ন, ইন্দ্রিয় নিগ্রহ, ব্রত, [illegible], উপবাস ও স্নান এই দশ প্রকারকে [illegible] কহে।

কুশময়ী প্রতিকৃতি নির্ম্মাণ করিয়া তী[illegible] জলে নিমগ্ন করিবেক, যাহাকে উদ্দেশ ক[illegible]রিয়া নিমগ্ন করিবেক, সে ব্যক্তি সেই তীর্থ স্নান জন্য পুণ্যের অষ্টমাংশ লাভ করিবেক আর মাতা, পিতা, ভ্রাতা, সুহৃৎ বা গুরু প্রভৃতি যাঁহাকে উদ্দেশ করিয়া নিমগ্ন করিবেক, তিনি তাহার দ্বাদশাংশ পুণ্য প্রাপ্ত হইবেন।

অপুত্রক ব্যক্তি পিণ্ডোদক ক্রিয়া নিমিত্তে যত্নের সহিত পুত্র প্রতিনিধি করিবেক। পিতা জাত মাত্র জীবিত পুত্রের মুখ দর্শন করিলে পিতৃ ঋণ হইতে মুক্ত হয়েন এবং মুক্তির অধিকারী হয়েন। পুত্র জন্মিবামাত্র পিতা পিতৃগণের নিকট অঋণী

* মাংসস্থিত ধাতু বিশেষ, অর্থাৎ চর্ব্বি।

† অস্থি মধ্যস্থ ধাতুবিশেষ।

হয়েন, এবং তৎক্ষণাৎ তিনি শুদ্ধ হয়েন, যেহেতু পুত্র পিতাকে নরক হইতে পরিত্রাণ করে। বহু পুত্র জন্মিলে তাহার মধ্যে এক জন না একজন গয়ায় গমন করিতে পারে বা অশ্বমেধ যজ্ঞ করিতে পারে অথবা নীল বৃষ উৎসর্গ করিতে পারে। নরকান্তর প্রাপ্তি ভয়ে পিতৃগণ এই অভিলাষ করেন, যে যে পুত্র গয়ায় গমন করিবেন, তিনিই আমারদিগকে নরক হইতে পরিত্রাণ করিবেন। কল্কু নদীতে স্নান করিলে ও গদাধর দর্শন করিলে এবং গয়া শীর্ষে গমন করিলে ব্রহ্মহত্যার পাপ হইতে মুক্ত হয়। মহানদী স্পর্শ পূর্ব্বক দেব পিতৃগণের তর্পণ করিলে অক্ষয় লোক প্রাপ্তি হয় এবং স্বীয় কুলকে উদ্ধার করা হয়।

ভক্ষ্য ভোগ বর্জিত অথচ কোন প্রকার শঙ্কা সঙ্কুল স্থানে অভক্ষ্য ভক্ষণ করিলে তাহার শুদ্ধি কহিতেছি, অবহিত হইয়া শ্রবণ কর; তিন দিন অক্ষার লবণ * [illegible] তেজ বিশিষ্ট ব্রাহ্মী বৃক্ষ নির্জাস [illegible]ঙ্খ পুষ্পী তৃণ রস দুগ্ধের সহিত পান [illegible]ক। যদি কোন ব্রাহ্মণ অনবধানতা [illegible] মদ্য ভাণ্ডস্থিত জল অজ্ঞাতসারে পান [illegible]ন, তাঁহার প্রায়শ্চিত্তই বা কি প্রকার [illegible] কি কর্ম্ম করিলে তিনি পাপ হইতে মুক্ত [illegible]ন? তিনি পলাশ পত্র, বিল্ব পত্র, কুশ [illegible], পদ্ম পত্র, ও যজ্ঞ ডম্বুর পত্রের ক্বাথ [illegible]ত করিয়া তিন দিন পান করিলে শুদ্ধ [illegible]ন। যিনি অনবধানতা বশত সায়ং [illegible]তরাদি সন্ধ্যা বন্দনাদির কাল অতিক্রম [illegible]রেন, তিনি স্নানানন্তর সমাহিত হইয়া সহস্র [illegible]র গায়ত্রী জপ করি[illegible]ন। শোকেতে [illegible]াক্রান্ত কিম্বা পথ শ্রান্ত হইয়া যদি কেহ [illegible]ান বা গায়ত্রী জপ না করেন, তবে তিনি ব্রহ্ম কূর্চ্চ ব্রতাচরণ করিবেন এবং যথা শক্তি দান করিয়া শুদ্ধ হইবেন। হিংস্র জন্তু দংশন করিলে মহানদী সঙ্গমে গোশৃঙ্গ জলে স্নান ও সমুদ্র দর্শন দ্বারা শুদ্ধি হয়। ব্রাহ্মণ বৃক, কুক্কুর বা শৃগাল কর্ত্তৃক দষ্ট হইলে হিরণ্য জল মিশ্রিত ঘৃত পানে শুদ্ধ হয়েন। ব্রাহ্মণী যদি ঐ সকল জন্তু দ্বারা দষ্টা হয়েন, তবে তিনি উদিত গ্রহ নক্ষত্র দর্শনে সদ্য শুচি হয়েন। ব্রতাচরণ কালে যদি কুক্কুরে দংশন করে, তবে ত্রিরাত্র উপবাসের পর সঘৃত যবমণ্ড ভোজনে শুদ্ধ হইয়া ব্রত শেষ সমাপন করিবেক। লোভেতে বা মোহেতে কিম্বা অনবধানতাতে যদি আচরিত ব্রত ভঙ্গ হয়, তবে ত্রিরাত্র উপবাসে শুদ্ধ হইয়া পুনরায় ব্রতী হইবেক। ব্রাহ্মণ যদি উচ্ছিষ্ট ব্রাহ্মণান্ন অজ্ঞানত ভোজন করেন, তবে দুই দিন গায়ত্রী জপ করিলে শুদ্ধ হয়েন, যদি ক্ষত্রিয় বা বৈশ্যের উচ্ছিষ্ট অন্ন অজ্ঞানত ভোজন করেন, তবে ত্রিরাত্র উপবাস করিয়া শুচি হয়েন। অভোজ্য অন্ন বা স্ত্রী শূদ্রোচ্ছিষ্ট অন্ন অথবা অভক্ষ্য মাংস ভোজন করিলে সাত দিন যবমণ্ড ভক্ষণ করিয়া শুদ্ধ হইবেন। কুক্কুর বা অন্য কোন প্রকার অস্পৃশ্য জন্তু স্পর্শ হইলে স্নান করিবেক ও কুক্কুরাদি অস্পৃশ্য জন্তুর উচ্ছিষ্ট ভোজন করিলে ছয় মাস কৃচ্ছ্র ব্রতাচরণ করিবেক। যদি অজ্ঞানত মদ্যের সহিত বিষ্ঠা ভোজন বা মূত্র পান করে, তাহা হইলে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য তিন বর্ণের পুনঃ সংস্কার করিতে হয়। পুনঃ সংস্কার কর্ম্মে মুণ্ডন, মেখলা, দণ্ড, ভিক্ষাচরণ ও ব্রতাচরণ করিতে হয় না।

যদি গৃহের মধ্যে মনুষ্যের মৃত্যু হয়, তাহা হইলে তাহা অশুদ্ধ ও ব্যবহারের অযোগ্য হয়, সেই শব-দূষিত গৃহের শুদ্ধি কহিতেছি। গৃহ মধ্যস্থ ব্যবহার্য্য মৃৎপাত্র

* অক্ষার-লবণ শব্দের পারিভাষিক অর্থ—গোক্ষীরং [illegible]াঘৃতঞ্চৈব ধান্যমুদ্গাস্তিলা যবাঃ।

সকল ও সিদ্ধ অন্নাদি বহির্নিক্ষেপ পূর্ব্বক গৃহের অভ্যন্তরে গোময় দ্বারা উপলেপ দিয়া তন্মধ্যে ছাগ পশু বন্ধন করিবেক, ছাগ দ্বারা আঘ্রাত হইলে গায়ত্রী মন্ত্র দ্বারা হিরণ্য মিশ্রিত কুশ জল প্রক্ষেপে পবিত্র হইয়া শুদ্ধ হইবেক। রাজাজ্ঞায় ম্লেচ্ছ জাতি কর্ত্তৃক বলে বিচালিত হইলে ব্রাহ্মণ পুনঃ সংস্কারানন্তর তিন কৃচ্ছ্র ব্রতাচরণে শুদ্ধ হয়েন। ব্রাহ্মণ কুকুর সংস্পৃষ্ট হইলে স্নান করিবেন এবং তদুচ্ছিষ্ট ভোজন করিলে যত্ন পূর্ব্বক কৃচ্ছ্র ব্রতাচরণ করিবেন।

আর্য্য ঋষিদিগের যোগসাধন পদ্ধতি।

৩৬৯ সংখ্যক পত্রিকার ৩০ পৃষ্ঠার পর।

যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান, ও সমাধি রূপ অষ্ট বিধ যোগাঙ্গ সাধন করিবার নিমিত্ত যে সকল উপায় নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহার আরাংশ পূর্ব্ব পূর্ব্ব সংখ্যক পত্রিকায় যথাক্রমে বিবৃত হইয়াছে। এক্ষণে, উক্ত সাধনাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিগণের আচার ব্যবহার কি রূপ, তৎ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বলা যাইতেছে। যাঁহারা সাংসারিক লোকদিগের ন্যায় আচার ব্যবহার করেন, তাঁহারা কোন মতেই যোগের সমুদায় অঙ্গ সাধন করিতে পারেন না। এই কারণ বশতঃ পূর্ব্ব পূর্ব্ব যোগ পারদর্শী আচার্য্যগণ সাধকদিগের হিতার্থে বিশেষ বিশেষ রূপ আচার ব্যবহারের নিয়ম সকল প্রকটিত করিয়া গিয়াছেন। সেই সকল ব্যবহার নিয়ম অতীব কঠোর বটে, কিন্তু যোগ সাধনের পক্ষে পরম হিত জনক বলিয়া সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ আছে। সেই নিয়ম গুলি সাধারণের গোচরার্থে আমরা যথাক্রমে বিবৃত করিবার মানস করিয়াছি।

যোগ সাধকদিগের শরীর অনাহারাদিতেও সতত সুস্থ থাকা ও দীর্ঘায়ু হওয়া নিতান্ত আবশ্যক; কারণ শরীরে কোন প্রকার বৈকল্য জন্মিলে মনের প্রশান্ত ভাব ও একাগ্রতার ব্যাঘাত সঙ্ঘটিত না হইয়া থাকিতে পারে না। এই উদ্দেশ্য সাধনার্থে যোগাচার্য্যগণ সাধকদিগের নিমিত্ত কতিপয় অসাধারণ ব্যবস্থা প্রকটন করিয়া গিয়াছেন। যোগসাধকদিগের আহারাদি বিষয়ক নিয়মের সহিত সাংসারিক লোকদিগের আহারাদির নিয়মের এত দূর বৈলক্ষণ্য যে তৎ সমুদায় শ্রবণ করিলে সাংসারিক ব্যক্তি মাত্রই বিস্মিত না হইয়া থাকিতে পারেন না।

১ আহার।—যোগাচার্য্যগণ সাধকদিগের জীবন ধারণার্থে প্রধানতঃ তণ্ডুল, গোধূম, যব, মুগ, দুগ্ধ, ঘৃত, নবনীত, মধু ও শর্করা আহারের বিধান করিয়াছেন। উদ্ভিদ্ পদার্থের মধ্যে পুনর্ণবা, হেলঞ্চ বাস্তূক, কালকাসুন্দা, কাঁটানটিয়া, এবং পটোল আহার করিবার পক্ষেও [illegible] কোন নিষেধ নাই। তীক্ষ্ণাস্বাদ [illegible] পদার্থাদির মধ্যে তাঁহারা কেবল অ[illegible] মাণে আদ্রক সেবন করিতে পারেন। [illegible] রক্ত, লবণ বা সৈন্ধব, অম্ল পদার্থ, [illegible] মাংস, সুরা, তৈল, সর্ষপ, পলাণ্ডু, [illegible] ও এতদ্রূপ পদার্থ সকল তাঁহাদিগের [illegible] সম্পূর্ণ রূপে নিষিদ্ধ। শুদ্ধ যে নি[illegible] এমত নহে, এই রূপ পদার্থ সকল তাঁ[illegible] যাবজ্জীবন স্পর্শও করিতে পারিবেন [illegible]

আহার সম্বন্ধীয় উপর্য্যুক্ত বিধি ও নি[illegible] সকল যে যোগ সাধনের পক্ষে কত দূর উ[illegible] যোগী তাহা কেহই সহজে হৃদয়ঙ্গম করি[illegible] পারেন না। কিন্তু যদি বিজ্ঞানের সাহ[illegible] গ্রহণ পূর্ব্বক জগৎ পর্য্যবেক্ষণ করা [illegible] তাহা হইলে সকলেই উক্ত বিধি নি[illegible] গুলিকে বিশেষ কার্য্যকারী বলিয়া স্বী[illegible]

করিবেন। শারীর-বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণ বহু পরীক্ষা দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে, যে সকল জীবের শোণিত শীতল, তাহারাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কাল জীবিত থাকে এবং তাহারাই অধিকতর প্রশান্ত ভাবে কার্য্য করিতে পারে। তাঁহারা আবার বহুল পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা ইহাও স্থির করিয়াছেন যে, যে সকল জীব মাংস-ভোজী তাহাদিগের অপেক্ষা উদ্ভিদ্-ভোজীদিগের শোণিত অপেক্ষাকৃত শীতল। এই রূপ সিদ্ধান্ত যদি প্রামাণিক হয়, তাহা হইলে যোগ-সাধনাকাঙ্ক্ষীদিগের আহার সম্বন্ধে যে সকল বিধি নিষেধ উল্লিখিত হইল, তৎসমুদায় যে দীর্ঘায়ু ও মনের স্থৈর্য্য সাধন পক্ষে বিশেষ অনুকূল, তাহা সহজেই অবধারণ করা যাইতে পারে। যে সকল সামগ্রী শরীর সম্বন্ধে উত্তেজক ও প্রবল জীর্ণ কারক, তাহাই শরীরের ক্ষয় সাধক [illegible] এই নিমিত্তই বোধ হয় সুরা, প- [illegible]শুন ও লবণ প্রভৃতি পদার্থ আমিষ [illegible]াও নিষিদ্ধ মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। [illegible]াহার সম্বন্ধীয় উপর্য্যুক্ত বিধি নিষেধ [illegible] যে প্রণায়াম সাধনের পক্ষে বিশেষ [illegible]কূল, তাহা আধুনিক দৃষ্টান্তাদি দ্বারাও [illegible]ীয়মান হইতে পারে। মহারাজ রণজিৎ [illegible]ংহের রাজ্য শাসন কালে যে যোগী তাঁ- [illegible]র কৌতুহল পরিতৃপ্ত্যর্থে চল্লিশ দিবস [illegible]র্য্যন্ত ভূমিতলে প্রোথিত থাকিয়াও জীবিত [illegible]হেলেন, তিনি প্রোথিত হইবার পূর্ব্বে কিছু [illegible]ন পর্য্যন্ত শুদ্ধ মাত্র দুগ্ধ পান করিয়াই [illegible]ীবন ধারণ করেন। আবার, যে যোগী [illegible]াণায়াম সাধন প্রভাবে অনশনাবস্থায় [illegible]াকিয়া জশলমির প্রদেশীয় রাজা ও কতি- [illegible]য় ইংরেজ দর্শকের কৌতুহল পরিতৃপ্ত [illegible]রিয়াছিলেন, তিনিও উক্ত অবস্থা গ্রহণের [illegible]ূর্ব্বে কিছু দিন পর্য্যন্ত শুদ্ধ মাত্র দুগ্ধ পান [illegible]রিয়াই জীবন ধারণ করেন।

ইউরোপাদি দেশেও এরূপ দৃষ্টান্ত নিতান্ত বিরল নহে। করনেল টাউন্‌সেণ্ড নামক জনৈক বিখ্যাত গুণ সম্পন্ন ইংরেজ-সৈন্যাধ্যক্ষ স্বীয় শরীরকে এরূপ বশীভূত করিয়াছিলেন, যে অস্মদ্দেশীয় প্রাণায়াম সাধকদিগের ন্যায় তিনি ইচ্ছাক্রমে মৃতবৎ হইয়াও পড়িয়া থাকিতে পারিতেন এবং ইচ্ছাক্রমে চৈতন্য লাভ করিয়াও জীবিতবৎ হইতে পারিতেন। তিনি যেরূপ আহার নিয়ম সকল পালন করিয়া প্রাণায়াম সাধ্যের ন্যায় অবস্থা লাভ করিতেন, তাহা ইউরোপীয় সৈনিক আহার-নিয়মের সম্পূর্ণ বিপরীত। তিনি কোমল ও লঘুপাক উদ্ভিজ্জ দ্রব্য, গর্দ্দভ দুগ্ধ এবং সামান্য আমিষ মাত্র ভোজন করিয়াই জীবন ধারণ করিতেন। সুরার পরিবর্ত্তে তিনি সামান্য জল মাত্র পান করিয়াই তৃপ্তি লাভ করিতেন।

যোগীদিগের পক্ষে যে সকল আহারীয় পদার্থ বিহিত হইয়াছে, তাহা যে শুদ্ধ প্রাণায়াম সাধনের পক্ষেই অনুকূল এরূপ নহে। পরম্পরা সম্বন্ধে তদ্দ্বারা আত্মার সত্ত্ব গুণেরও বিলক্ষণ স্ফূর্ত্তি হইতে পারে। কারণ, বুদ্ধিমান ব্যক্তি মাত্রই ইহা অবাধে স্বীকার করিবেন যে যত দিন মানবাত্মা শরীর সমন্বিত হইয়া অবস্থিতি করে, তত দিন যাহা দ্বারা শরীরের স্থৈর্য্য ও নিরাময়তা সাধিত হয়, তাহা দ্বারাই আত্মার স্বাভাবিক সুস্থাবস্থা প্রকাশিত না হইয়া থাকিতে পারে না। যদি সর্ব্ব-কলা-সমন্বিত চন্দ্রের ন্যায় অক্ষুন্ন ও নিরাময় আত্মা দেহ মধ্যে বিরাজিত হয়েন, তাহা হইলে তাঁহার সত্ত্ব গুণবৎ যে মনোহর দীপ্তি, তাহা কখনই অপ্রকাশিত থাকিতে পারে না।

২ উপবাস।—যোগ সাধকদিগের যে সকল সা[illegible] [illegible]ন আহার করিবার বিধান [illegible]রা প্রতিদিনই নিয়-

মিত রূপে পান ও ভোজন করেন এমত নহে, মধ্যে মধ্যে অনশনে কাল যাপন করাও তাঁহাদিগের নিয়ম বিরুদ্ধ নহে। সাংসারিক লোকদিগের ন্যায় তাঁহারা কোন দ্রব্যই এককালে অধিক পরিমাণে সেবন করেন না। আবার যে পরিমাণ সেবন করেন তাহাও প্রত্যহ নহে। তাঁহারা যে মধ্যে মধ্যে উপবাস করেন, তদ্দ্বারা তাঁহাদিগের অভীষ্ট যোগ সাধনের পক্ষে যথেষ্ট আনুকূল্য হইয়া থাকে। মধ্যে মধ্যে উপবাস করিলে শরীর নির্ম্মল ও চাঞ্চল্য শূন্য হয়। শরীর নিরাময় ও স্থৈর্য্য সম্পন্ন হইলে আত্মা প্রশান্তভাবে ব্রহ্মধ্যানে অগ্রসর হইতে পারে। অস্মদ্দেশীয় যোগারাই যে কেবল উপবাসের কার্য্যকারিতা বুঝিতে পারিয়া তাহার অনুষ্ঠানে আয়াস স্বীকার করিয়া থাকেন এমত নহে, অপরাপর দেশীয় ধর্ম্মাচার্য্যেরাও উহার প্রতি সাতিশয় অনুরাগ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। মহম্মদ যে উপবাসের কত দুর অনুরাগী ছিলেন, তাহা তৎপ্রচারিত রোজা পদ্ধতির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই প্রতীয়মান হইতে পারে। যিশু খৃষ্ট উহার এত দুর অনুরাগী ছিলেন যে তিনি একাদিক্রমে চল্লিশ দিবস পর্য্যন্ত অনশনে থাকিয়া ঈশ্বরের ধ্যান ও মহিমা প্রচার করিতে ক্রটি করেন নাই। তাঁহার উপদেশ অনুসারে তাঁহার ভক্ত বৃন্দের মধ্যে কোন কোন ব্যক্তি এখনও সময়ে সময়ে উপবাস করিয়া থাকেন। গ্রীসদেশীয় অসামান্য পণ্ডিত পিথাগোরসও এক সময়ে একাদিক্রমে চল্লিশ দিবস পর্য্যন্ত উপবাস করিয়া তাহার মাহাত্ম্য প্রচার করিয়া গিয়াছেন।

৩ বাসস্থান।—সাংসারিক লোকদিগের ন্যায় যোগ-সাধকগণ তৃণ বা ইষ্টক নির্ম্মিত গৃহাদিতে বাস করে[illegible] তাঁহারা
উচ্চ ভূমি বা পর্ব্বতাদি[illegible]

[illegible]র্ম্মাণ করিয়া তাহাতেই কাল যাপন করেন। আপাততঃ মনে হয় যে তাঁহারা স্বাভীষ্ট সাধনার্থে সতত নির্জ্জন স্থানের অনুসন্ধান করেন বলিয়াই ঐ রূপ গর্ত্তাদিতে বাস করেন, কিন্তু তাঁহাদের অভিপ্রায় কেবল তাহাই নহে। শরীরকে সর্ব্বদা সম শীতোষ্ণ ভাবে রাখাই তাঁহাদিগের প্রধান লক্ষ্য এবং সেই লক্ষ্য সাধনার্থেই তাঁহারা গৃহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভূগর্ভে বাস করেন। তাঁহারা যে গর্ত্তে বাস করেন, তাহার নাম গুকা। ঐ গুকা রূপ গৃহের সজ্জা অতি সামান্য। ধাতু সামগ্রী সর্ব্বদা স্পর্শ করিলে শরীরের তাপাংশ শীঘ্রই বাহির হইয়া যায়, এই জন্য তাঁহারা গুকা মধ্যে কোন প্রকার ধাতু পাত্র রাখেন না। শুষ্ক কুশ, তৃণ, পত্র ও লোম নির্ম্মিত সামগ্রী সমুদায় দ্বারাই তাঁহাদিগের যাবতীয় কার্য্য সম্পাদিত হয়। শুষ্ক তৃণাদি
তাপের অপরিচালক, এই নিমিত্ত
তাঁহারা ঐ সমুদায় দ্বারা আসন,
শয়নাদির কার্য্য সম্পাদন করেন।

৪ শরীর পরিচালন।—যোগ-শ[illegible]
বিধানানুসারে সাধকদিগের পক্ষে অ[illegible]
শরীর পরিচালন করা কর্ত্তব্য নহে। উ[illegible]
পরায়ণ সাংসারিক জনগণ যেরূপ শ[illegible]
পরিচালন ব্যতিরেকে স্বাস্থ্য সুখ সংভো[illegible]
করিতে পারেন না, সেইরূপ অনশন-পরা[illegible]
যোগ-সাধকগণ অধিক পরিমাণে শরী[illegible]
চালনা করিলে অভীষ্ট সাধনে কৃতকা[illegible]
হইতে পারেন না। আহারীয় দ্রব্যের পরি[illegible]
মাণ ও শ্বাস প্রশ্বাস সংখ্যা ক্রমশঃ অল্প[illegible]
হইতে অল্পতর করাই তাঁহাদিগের যোগ[illegible]
সাধন প্রণালীর প্রধান সোপান। এ[illegible]
সোপানে উত্তীর্ণ হইবার নিমিত্ত তাঁহার[illegible]
প্রায় সততই আপন আপন গুকা মধ্যে[illegible]
উপবিষ্ট থাকেন। শরীর নিশ্চল রাখিলে[illegible]
[illegible] প্রশ্বাস ক্রিয়া মন্দগতি হয় এবং শ্বা[illegible]

ক্রিয়ার মন্দতা জন্মিলে রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়ার মন্দতা জন্মে। ঐ সমুদায়ের মন্দতা নিমিত্ত সুতরাং ক্ষুধা তৃষ্ণা অধিক হইতে পারে না। তাঁহারা অধিক পরিমাণে পান আহার করেন না বলিয়া যে তাঁহাদিগের আয়ু ক্ষয় হয় এমত নহে, তাঁহাদিগের শ্বাস ও রক্ত সঞ্চলন ক্রিয়া জনিত ক্ষয়ের সহিত আহার ও পান জনিত পুষ্টির অনুপাত সততই সমান থাকে, এই নিমিত্ত তাঁহাদিগের শরীরের কিছুই অনিষ্ট হয় না। যাহার আয় ব্যয় উভয়ই সমান তাহার মুল ধনের ক্ষয় কোথায়। যদি তাঁহারা নিশ্চল ভাবে অবস্থিত থাকিয়া আমাদিগের ন্যায় সর্ব্বদাই গুরু ও ভূরি ভোজন করিতেন, তাহা হইলে শ্বাস ও রক্ত সঞ্চলন ক্রিয়ার মন্দতা বশতঃ ভুক্ত অন্নের অধিকাংশ রীতি মত জীর্ণ হইতে না পারিয়া বিবিধ পীড়া [illegible]-পাদন পূর্ব্বক আয়ু ক্ষয় করিত। [illegible] তাঁহাদিগের এক স্থানে স্থির ভাবে ব[illegible] থাকা, আমাদিগের ন্যায় অনিষ্ট [illegible] নহে।

যোগ-সাধকগণ আহার পরিমাণ লাঘব [illegible]র্থে শ্বাস ক্রিয়ার সম্বন্ধে আর একটি [illegible]য়ের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। তাঁহারা আমাদিগের ন্যায় নিরন্তর মুক্ত বায়ুতে নিশ্বাস প্রশ্বাস না করিয়া প্রায় সর্ব্বক্ষণই স্বম্ব গুকাস্থিত বদ্ধ বায়ুতেই তাহা সম্পাদন করেন। তাঁহাদিগের গুকার একটি মাত্র সঙ্কীর্ণ প্রবেশ দ্বার থাকে; সুতরাং বাহ্য বায়ু যে সহজে গুকার মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক সঞ্চরণ করিতে পারে না, তাহা বলা বাহুল্য। ঐ রূপ গুকাভ্যন্তরে যে পরিমাণ বায়ু থাকে, তাহাতে কয়েক বার মাত্র শ্বাস ত্যাগ করিলেই তাহা দুষিত হইয়া যায়, কিন্তু তাহা হইলে কি হয়, তাঁহারা তাহা হইতেই ক্রমাগত শ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগ করিতে থা[illegible]।

এই রূপ বদ্ধ ও দুষিত বায়ুতে শ্বাসক্রিয়া সম্পাদিত হইতে থাকে বলিয়া তদ্দারা শরীরস্থ রক্ত সুচারুরূপে পরিষ্কৃত হইতে পারে না; কারণ যে বায়ু পুনঃ পুনঃ শ্বাস রূপে গৃহীত ও পরিত্যক্ত হয়, তাহার অম্লজান অংশ ক্রমশই নিঃশেষ হইতে থাকে বলিয়া তাহার যোগে রক্তের অঙ্গার ভাগ অঙ্গারাম্ল রূপে পরিণত হইয়া বহির্গত হইতে পারে না। এই রূপে রক্তের অঙ্গার ভাগের সহিত বহির্বায়ুস্থিত অম্লজান পদার্থ সংযোগের অনেক ব্যাঘাত জন্মে, এই হেতু শারীরিক তাপ উৎপত্তি, প্রশ্বাস দ্বারা শারীরিক পদার্থের ক্ষয় এবং রক্ত সঞ্চালক যন্ত্রের ক্রিয়ার লাঘব সংঘটিত হয়। ঐ সমুদায়ের লাঘব ঘটিলে ক্ষুধা তৃষ্ণা প্রভৃতি শরীর পূরক ক্রিয়া গুলিও যে হীন বল হইয়া পড়ে, তাহা বলা বাহুল্য। এই ক্ষুৎ পিপাসা নিবারক উপায়টি আয়ত্ত করা নিতান্ত কঠিন।

৬ সাধকগণ যে সকল বাহ্য উপায় দ্বারা শরীর সুস্থ রাখিয়া ক্ষুৎপিপাসার লঘুতা সাধন করেন, তাহা এক প্রকার সংক্ষেপে উল্লিখিত হইল। উক্ত উদ্দেশ্য সাধনার্থে ঐ সকল উপায় ভিন্ন তাঁহাদিগের আর একটি মানসিক উপায় আছে। একাগ্র চিন্তা শীলতাই সেই উপায়। তাঁহারা নিরন্তর ব্রহ্ম চিন্তায় নিমগ্ন থাকেন বলিয়া তাঁহাদিগের ক্ষুধা তৃষ্ণা আপনা হইতেই অল্প হইয়া যায়। শরীরের সহিত মনের এমনই আশ্চর্য্য সম্বন্ধ, যে শ্বাস রোধ পূর্ব্বক কোন চিন্তা করিতে গেলে মন সহজেই একাগ্রতা সম্পন্ন হইয়া উঠে এবং মন একাগ্রতা সহকারে কোন বিষয় চিন্তা করিতে প্রবৃত্ত হইলেই শ্বাস প্রবাহ অনেক পরিমাণে মন্দগতি হইয়া আইসে। এই নৈসর্গিক নিয়ম[illegible] চিন্তা-পরায়ণ যোগীদিগের শ্বা[illegible] শ্বাস গতি সর্ব্বক্ষণ

মৃদু থাকিলে রক্ত সঞ্চলন ও পাকাশয়ের ক্রিয়াও যে মৃদু ভাবে হইতে থাকে তাহা বুদ্ধিমান ব্যক্তি মাত্রই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন। অতএব একাগ্র চিন্তা শীলতাও যোগীদিগের ক্ষুৎপিপাসা নিবারণের পক্ষে বিলক্ষণ অনুকূল। আমাদিগের মধ্যে যাঁহারা প্রায় শাস্ত্র চিন্তা ও অধ্যয়নাদিতেই কাল যাপন করেন, তাঁহারা যে প্রায়ই মন্দাগ্নি জনিত ব্যাধি পীড়িত হয়েন তাহার কারণ উক্ত নৈসর্গিক নিয়মেই নিহিত রহিয়াছে। তাঁহারা যোগীদিগের ন্যায় কঠোর মানসিক চিন্তা দ্বারা ক্ষুৎপিপাসার অল্পতা সাধন করিয়া যদি সাংসারিক লোকদিগের ন্যায় পান ভোজনাসক্ত না হয়েন, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে অজীর্ণতা জনিত পীড়াগ্রস্ত হইতে হয় না। অনুকরণ সর্ব্বাঙ্গীন হইলে তাহাতে কিছু মাত্র দোষ থাকে না; উহা আংশিক হইলেই বিপদ জনক হয়।

৭ রেতঃ সংযমন।—এবিষয়ে যোগসাধকদিগের ব্যবহার যে কিরূপ তাহা না বলিলেও বুদ্ধিমান ব্যক্তি মাত্রে সহজেই অনুমান করিতে পারেন। যাঁহারা শারীরিক ক্ষয় নিবারণার্থে সর্ব্ব প্রকার ত্যাগ স্বীকার করেন এবং সকল দ্বার রুদ্ধ করেন, তাঁহারা যে উক্ত সংযমনে কত দূর যত্নশীল, তাহা বলিয়া বুঝাইবার প্রয়োজনাভাব। যদি বলিতে হয় তবে এই মাত্র বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে যে তাঁহারা স্মৃতি শাস্ত্রের বিধানানুসারে পূর্ণিমা, অমাবস্যা, চতুর্দ্দশী, অষ্টমী ও রজঃস্বলা প্রভৃতির প্রতিও দৃক্‌পাত করেন না এবং চিকিৎসা শাস্ত্রের বিধানানুসারে সুস্থাসুস্থ অবস্থার প্রতিও দৃক্‌পাত করেন না কিন্তু যাহাতে শরীর হইতে কোন সময়ে এক বিন্দুও রেতঃপাত না হয় তাহার প্রতিই তাঁ[illegible] বিশেষ দৃষ্টি থাকে।

যোগ সাধনের পদ্ধতি কিরূপ এবং সাধকদিগের প্রধান প্রধান বাহ্য আচার ব্যবহারই বা কিরূপ তাহা সংক্ষেপে বিবৃত হইল, এক্ষণে ব্রাহ্মদিগের যোগ-সাধন পদ্ধতি এবং তদর্থে তাঁহাদিগের আচার ব্যবহার কিরূপ হওয়া উচিত, তদ্বিষয় সাধ্য মতে আগামীতে পর্য্যালোচনা করিবার বাসনা রহিল।

ভবানীপুর দ্বাবিংশ সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা।

১৭০৬ শক, ৯ আষাঢ় সোমবার।

করুণাময় পরমেশ্বর যেমন জ্ঞানের আকর, প্রেমের সাগর, মঙ্গলের অনন্ত উৎস; তেমনি তিনি পবিত্রতার উচ্চতম আদর্শ। অসীম চরাচর অহর্নিশি যেমন তাঁহার জ্ঞান, প্রেম, মঙ্গল-স্বরূপের পরিচয় প্রদান করিতেছে, তেমনি দিবারাত্রি, দ্যুলোক-ভূলোক প্রভৃতি একতানে তাঁহার পবিত্রভাব ঘোষণা করিতেছে। তাঁহার বিশুদ্ধ-সত্য-স্বরূপ যেমন প্রত্যেক আত্ম-পটে জলদক্ষরে লিখিত রহিয়াছে, তেমনি তাঁহার পবিত্র [illegible]র্শ প্রতি আত্মাতেই জাজ্বল্যতর-রূপে প্রকাশ পাই[illegible] আ-[illegible]রা প্রাকৃতিক-তত্ত্ব পর্য্যালোচনা করিয়া তাঁ[illegible] শক্তি-মহিমার পরিচয় প্রাপ্ত হইতে পারি, [illegible]তত্ত্ব অনুসন্ধান করিয়া, তাঁহার সত্য-স্বরূপের অমে[illegible]দর্শন সকল প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিতে পারি বি[illegible]ক মাত্র তাঁহার পবিত্র-স্বরূপের অনুকরণ করিয়াই [illegible]রা তাঁহার পবিত্র-সন্নিকর্ষ-লাভে সমর্থ হই। আমরা [illegible]ত্ত্ব, প্রাণিতত্ত্ব, চিকিৎসা-তত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব এবং জ্যোতি[illegible]দ্যা প্রভৃতি বিবিধ তত্ত্ব অধ্যয়ন করিয়া লোক-সমাজে [illegible]-দর্শী পণ্ডিত বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে পারি কি[illegible]ই পবিত্র স্বরূপের অনুকরণ ও পবিত্রতার অনুষ্ঠান ভিন্ন কোন ক্রমেই তাঁহার সহবাস লাভ করিতে পারি না।

পবিত্রতা এমনই হৃদয়গ্রাহী, পবিত্র বস্তু সকল এমনই নয়ন মনের পরিতৃপ্তিকর যে, পবিত্র চিন্তায় প্রবৃত্ত হইলে হৃদয় উৎফুল্ল হইতে থাকে, পবিত্র বস্তু সন্দর্শন করিলে মনে অনির্ব্বচনীয় আনন্দের আবির্ভাব হয়, নয়ন-যুগল অনুপম তৃপ্তি লাভ করে। সেই জন্য সেই পবিত্র-স্বরূপ পরমেশ্বর পবিত্রতার ভূষণে তাঁহার বিশ্ব-সংসারকে বিভূষিত করিয়া আপনি পবিত্রতার পূর্ণ মহিমায় পবিত্রতম আত্ম-কোষ মধ্যে বিরাজ করিতেছেন। আমারদের বুদ্ধি নেত্র বহির্ম্মুখ হইয়া চর্ম্ম-চক্ষু-যোগে যখন বাহ্য-জগতের প্রতি দৃষ্টিপাত করে, তখন গগন-চন্দ্রাতপে, বিশাল-শ্যামল-উদ্ভিদ-রাজ্যে, সুনীল সমুদ্রে, জলদ-প্রাচীর-সদৃশ পর্ব্বতমালায় তাঁহারই পবিত্র-জ্যোতি বিকীরিত দেখিয়া, অপার আনন্দ অনুভব করিতে করিতে সকল পবিত্রতার অনন্ত উৎসকে [illegible] জন্য সমুৎসুক হইয়া থাকে। যখন

সেই দুর্নিবার্য্য ঔৎসুক্য-সহকারে মানব আত্মা শুদ্ধসত্ব পবিত্র হইয়া অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা সকল পবিত্রতার অদ্বিতীয় আকর, পবিত্র স্বরূপ পরমেশ্বরকে হৃদয়-রাজ্যে অন্বেষণ করিতে যায়, তখনই সে তাঁহাকে তথায় প্রাপ্ত হইয়া কৃতার্থ হয়, তখন তাঁহা হইতে বিচ্যুতি ভয়ে তাঁহাকে দৃঢ় প্রেমের আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিতে যত্নবান্ হয়।

সুন্দর পবিত্র বস্তু, বালক যুবা বৃদ্ধ, কৃষি শিল্পী পণ্ডিত সকলেরই হৃদয়গ্রাহী। সেই জন্য দুগ্ধপোষ্য শিশু মাতৃ-ক্রোড়ে থাকিয়া আকাশের চন্দ্র ধারণ করিবার জন্য হস্ত প্রসারণ করে, কুমার পবিত্র কুসুম গুচ্ছ লাভের জন্য, আপনার স্বর্ণ-বলয় উন্মোচন করিয়া দিতেও উদ্যত হয়, লক্ষপতি প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য, প্রাকৃতিক পবিত্রতা সন্দর্শন জন্য সম্পদ পরিবারের প্রতিও বিমুখ হইতে কাতর হয় না, কৃষী দুঃসহ রৌদ্র জল সহ্য করিয়াও শস্য-ক্ষেত্রের পবিত্র ছবি দেখিবার জন্য ধাবিত হয়, শিল্পী প্রাণোৎসর্গ করিয়া হৃদ্গত পবিত্র-ভাব চিত্রপটে অঙ্কিত করিবার জন্য ব্যাকুল হয়, পণ্ডিত সমুদায় পবিত্রতার আকর—পবিত্র-স্বরূপ পরমেশ্বরের নিরুপম সৌন্দর্য্য নিরীক্ষণ করিবার জন্য কি দুঃসহ কষ্টই না সহ্য করিয়া থাকেন!

পৃথিবীতে পবিত্রতাই স্পৃহণীয় ও লভনীয়। অপবিত্রতাই যার পর নাই নিন্দনীয় এবং পরিত্যাজ্য। পবিত্রতার তারতম্য অনুসারেই মনুষ্য, লোক-সমাজে নিন্দিত, ঘৃণিত; সমাদৃত ও পূজিত হইয়া থাকে। মনুষ্য যদি অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি, বিবিধ বিদ্যা-বিশারদ পণ্ডিত হয়, অথচ যদি তাহার চরিত্র অপবিত্র হয় এবং মনঃ-বাক্ কর্ম্ম যদি বিশুদ্ধ না থাকে, অন্যের কথা দূর থাকুক নিরন্ন-নিরক্ষর-কৃষকের সন্নিধানেও [illegible]স্থান সমাদর লাভ করিতে পারেন না; সামান্য [illegible] ও তিনি প্রত্যয় ও বিশ্বাস আকর্ষণ করিতে সমর্থ হন [illegible] অবিদ্বান্ ব্যক্তিও যদি পবিত্র চরিত্র হয়, তি[illegible] সকলের নিকটে সমাদৃত ও পূজিত হইয়া থা[illegible]। এক সূর্য্যালোকে পালিত হইয়া, এক ধরা পৃষ্ঠে অ[illegible]স্থান করিয়া মনুষ্য আপনাপেক্ষা কাহাকে শ্রেষ্ঠ ব[illegible]য়া বিশেষ সম্মান করে? যিনি চিন্তাতে, বাক্যেতে [illegible]ং কার্য্যেতে পবিত্র। লেখকগণ হর্ষোৎফুল্ল মনে [illegible]র্ জীবন-বৃত্তান্ত লিখিবার সময় অসঙ্কোচ ভাবে লেখনী সঞ্চালন করেন? যিনি পৃথিবীতে পবিত্র-কীর্ত্তি স্থাপন করিয়াছেন। কবিকুল কোন্ বিষয় সকলকে কবিতা-শৃঙ্খলে চিরবদ্ধ করিয়া রাখিবার জন্য চেষ্টা করেন? পবিত্র-কীর্ত্তি, পবিত্র চরিত্র, পবিত্র ঘটনা সকলকেই চির-স্মরণীয় করিয়া রাখিবার নিমিত্ত অসামান্য কবিত্ব-শক্তি প্রদর্শন করিতে যত্নবান্ হইয়া থাকেন। ভাস্কর ও শিল্পীগণ কোন্ বিষয়ে সবিশেষ পরিশ্রম করিয়া আপনাদিগকে কৃতার্থম্মন্য জ্ঞান করেন? যখন তাঁহারা কোন দেশ-হিতৈষী, জ্ঞানী-প্রধান, ধর্ম্মপরায়ণ, পবিত্র চরিত্র মহাপুরুষের পবিত্র মূর্ত্তি খোদিত বা অঙ্কিত করণে কৃতকার্য্য হন। নতুবা ভুবন বিজয়ী সম্রাট্ যদি ধর্ম্ম শাসন উল্লঙ্ঘন করেন, সুদক্ষ শাসন কর্ত্তাও যদি মনোবাক্ কর্ম্মে পবিত্রতা প্রদর্শন করিতে সমর্থ না হন, অসামান্য বিদ্যা বুদ্ধি সম্পন্ন মহাপণ্ডিতও যদি পবিত্র জীবন বহন না করেন, তাঁহাদিগকে দস্যু দানব নরাধম বলিতেও লোকে সঙ্কুচিত হয় না।

পবিত্র বস্তু পৃথিবীর অলঙ্কার, পবিত্রতা অবিনশ্বর আত্মার উজ্জ্বল-ভূষণ। পবিত্র চরিত্র ব্যক্তির সহবাস লাভের জন্য সকলেই আকাঙ্ক্ষী হয়, পবিত্র আত্মাকে ত্রিভুবন পতি পরমেশ্বর সর্ব্বদাই আপনার প্রতি আকর্ষণ করেন। পবিত্র স্বভাব মনুষ্যের নিকটে লোকে নিঃসংশয়ে গূঢ় বিষয় সকল ব্যক্ত করে, পবিত্র আত্মার সন্নিধানে করুণাময় পরমেশ্বর আত্ম-স্বরূপ প্রকাশ করেন, এই জন্য সেই পবিত্রতা রূপ অমূল্য রত্ন লাভের আশা প্রতি আত্মাতেই উদ্দীপ্ত রহিয়াছে। সাধু চরিত পুণ্যাত্মাগণ পবিত্রতা লাভের জন্য—পবিত্রতা রক্ষার জন্যই অহর্নিশি সংসারের সঙ্গে, দুর্দ্দান্ত রিপুগণের সঙ্গে তুমুল যুদ্ধে নিযুক্ত রহিয়াছেন। ইহারই নিমিত্ত এই অশেষ রত্ন-ভাণ্ডার পৃথ্বিতলে অবস্থান করিয়াও, মানব-আত্মা দীন-ভাবে ঈশ্বর সন্নিধানে কেবলই পবিত্রতা যাচঞা করিতেছে! পবিত্রতা দ্বারাই মনুষ্য ইহলোকে অতুল কীর্ত্তি, বিপুল মান, অসামান্য খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভ করে, পবিত্রতা দ্বারাই মনুষ্য অনন্ত কালের সম্বল, পবিত্র-স্বরূপ পরমেশ্বরকে লাভ করিয়া দেবলোকেও সমাদৃত হইয়া থাকেন। এই জন্যই করুণা-নিধান পরমেশ্বর মানব-আত্মাতে পবিত্রতা লাভের দুর্নিবার্য্য আশা প্রদান করিয়াছেন, [illegible] সেই দেব-দত্ত আশা প্রভাবেই উত্তেজিত ও চালিত হইয়া সৃষ্টিকাল হইতেই পবিত্র স্বরূপ পরমেশ্বর লাভে নিযুক্ত রহিয়াছে। ইহারই জন্য মনুষ্য, হৃদয় মন আত্মার নির্ম্মলতা সাধনে সর্ব্বদাই যত্নশীল হইয়া থাকে। পবিত্র স্বরূপ পরমেশ্বরের উপরে মনুষ্যের এমনই স্বাভাবিক প্রাণগত অনুরাগ যে, অন্যান্য বিষয়ে তাহার প্রকৃতি যতই কেন মলিন ও অপবিত্র থাকুক না, একবার সেই পবিত্র স্বরূপের পবিত্র জ্যোতি হৃদয়ে প্রতিভাত হইলে অমনি সে অপবিত্র বাক্যালাপ, অপবিত্র কার্য্য-কলাপ, মনের অপরিশুদ্ধ মলিন চিন্তা পর্য্যন্তও পরিত্যাগ করিয়া পবিত্র স্বরূপের ধ্যানধারণার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠে। যে ঘোর বিষয়ী কর্ম্ম ক্ষেত্রে বিষয়-জঞ্জালের মধ্যে অবস্থান করেন, শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত স্বরূপের ধ্যানধারণা পূজার্চ্চনার সময়ে তিনিও পরিস্নাত শরীরে শুদ্ধ সত্ব হইয়া সুনির্ম্মল উপাসনা মণ্ডপে প্রবেশ করিয়া থাকেন। রাজ্য শাসন কালে যে নরপতি হিরণ্য খচিত সিংহাসনে উন্নত মস্তকে উপবেশন করিয়া সম্পদ গৌরব প্রদর্শন জন্য মণিমাণিক্য বিভূষিত বহু মূল্য বেশ ভূষা পরিধান করিয়া থাকেন, মুহূর্ত্তের জন্য ধর্ম্ম, ঈশ্বর ও পরলোক বিষয়ক পবিত্র চিন্তা মনে উদয় হইলে, তাঁহাকেও সমুদায় গর্ব্ব অভিমান পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিনীত বেশে বিনম্র-হৃদয়ে পবিত্র সাধন ক্ষেত্রে অবনত-মস্তকে উপবেশন করিতে দেখা যায়। যে অপরিমিত বীর্য্যশালী অসম সাহসী সেনাপতি রণ-ক্ষেত্রে নর রুধির প্রবাহে আপনার বস্ত্রকে অনুরঞ্জিত করিতে পারিলে লোক-সমাজে অসামান্য খ্যাতি প্রতিপত্তি প্রাপ্ত হন, সেই অপবিত্র বেশে দেব মন্দির দ্বারে উপস্থিত হইতেও তাঁহার সাহস হয় না! সেই পবিত্র স্বরূপের প্রতি অন্তশ্চক্ষু নিপতিত হইলে তাঁহারও শরীর মন কম্পিত হইতে থাকে!

সকল মনুষ্যেরই আত্মাতে ঈশ্বরের পবিত্র ভাবের উচ্চ আদর্শ [illegible] থাকাতে সকল দেশে সর্ব্ব জাতি

মধ্যেই আবহমান কাল সংসার-ধর্ম্মের, বিষয় বাণিজ্যের ও ধর্ম্ম কার্য্যের পার্থক্য রক্ষিত হইয়া আসিতেছে, বিষয় প্রণালী ও সাধন পদ্ধতিও পৃথকরূপে অনুষ্ঠিত হইতেছে। পৃথিবীস্থ সমুদায় জাতির প্রাচীনতম ইতিবৃত্ত সকল উদঘাটন করিয়া দেখ, এই সত্যকেই সপ্রমাণিত দেখিতে পাইবে। বর্ত্তমানের সকল প্রকার দেবমন্দিরে, উপাসনা-ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া পরীক্ষা কর, পবিত্রতার উপকরণেই সকল স্থান অলঙ্কৃত দেখিবে।

অপরাপর জনপদের কথা দূরে থাকুক, যখন ভারতেও গৃহ অট্টালিকা নির্ম্মাণের প্রকৃষ্ট পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত হয় নাই, তখন ঈশ্বর প্রাণ ভারত সন্তান সকল প্রাকৃতিক পবিত্র স্থান সকলকেই উপাসনার উপযোগী সাধন অবস্থানের জন্য নির্ব্বাচন করিয়া লইয়াছিলেন। সুপবিত্র স্বরস্বতী-কুল, স্বভাব পরিষ্কৃত নির্জ্জন-কানন, প্রকৃতি-ধৌত-পরিচ্ছন্ন গিরি গুহাই তাঁহাদের আরাধনার স্থান ছিল। অর্থ সামর্থ্য সঙ্গতির সঙ্গে সঙ্গেই কালক্রমে সেই সকল স্থানেই প্রাকৃতিক পবিত্র-উপাদানে মঠ-মন্দির ও আবাস গৃহ নির্ম্মিত হইয়া আসিতেছে। ভারতের নদ নদী সকল ধর্ম্ম কীর্ত্তি রূপ দিব্য অলঙ্কারে দিন দিন অলঙ্কৃত হইতেছে। ভারত সন্তানগণের আবাস গৃহ যতই কেন অপরিষ্কৃত অপরিচ্ছন্ন হউক না, কিন্তু তাঁহারদের নির্ম্মিত দেব-মন্দির ও সাধন স্থান সকলে পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্নতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইয়া আসিতেছে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে পৃথিবীস্থ জাতি সাধারণ অপেক্ষা ভারতবর্ষ বাসীগণ ধর্ম্মানুষ্ঠানে, পবিত্রতা সাধনে, দেব মন্দির ও সাধন ভূমির পরিশুদ্ধতা সম্পাদনে অধিকতর যত্নশীল থাকিয়াও আবার সংসার-ধর্ম্মের এবং বিষয় বাণিজ্যের ও ধর্ম্ম কার্য্যের পরস্পর বিরুদ্ধ সম্বন্ধের সমন্বয় করিয়া সর্ব্বত্র ধর্ম্মেরই একাধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন।

ভারত সন্তানগণের যেমন দূর দূরান্তরে স্বতন্ত্র সাধন ভূমি ও পুণ্য ক্ষেত্র সকল বিদ্যমান রহিয়াছে, তেমনি আবার প্রতি গৃহে দেব-মন্দির, প্রতি আবাস নিকেতনেই ধ্যান-ধারণা, পূজার্চ্চনার স্থান সকল বর্ত্তমান রহিয়াছে। পর্ণ কুটীরবাসী প্রত্যেক গৃহস্থ ভবনে গমন কর, ধর্ম্মানুরাগিতার নিদর্শন স্বরূপ—গৃহের ভূষণ স্বরূপ, পরিষ্কৃত পরিচ্ছন্ন দেব-মণ্ডপ দেখিতে পাইবে। ধন ঐশ্বর্য্যশালী ভারতবাসীদিগের সুরম্য আলয়ে প্রবেশ কর, সেই শোভনতম অট্টালিকার অলঙ্কার স্বরূপ প্রাসাদ নিন্দিত বহু মূল্য মনোহর দেব-মন্দির সন্দর্শনে চমৎকৃত হইবে। পণ্য গৃহ ও বাণিজ্য শালায় উপনীত হও, তাহার কোন না কোন স্থানে দেব মূর্ত্তি বা দেব চিত্র সংস্থাপিত রহিয়াছে দেখিতে পাইবে। বিষয়-বাণিজ্যের বিষমতর কোলাহলের মধ্যেও প্রাতঃসন্ধ্যা উভয় কালেই ঈশ্বরের পবিত্র নাম উচ্চারিত হইতেছে শ্রুতি গোচর হইবে। ধর্ম্মরাজ পরমেশ্বরকে স্মরণে রাখিয়া প্রলোভন পূর্ণ কর্ম্ম-ক্ষেত্রের পরিশুদ্ধতা রক্ষার জন্য ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল ব্যবসায়িরাই প্রথমে ঈশ্বরের নাম না লিখিয়া—তাঁহার পূজা বা প্রিয় কার্য্য সাধন নিমিত্ত যৎকিঞ্চিৎ দান না করিয়া বিষয়-ব্যাপারে প্রবৃত্ত হয় না। কি গৃহ কর্ম্ম, কি ধর্ম্ম কার্য্য সকল বিষয়ে ঈশ্বরই ভারত-সন্তানগণের এক[illegible] একমাত্র বরেণ্য। তিনিই ইহারদিগের সকল কর্ম্মের একমাত্র সাক্ষী স্বরূপ। সেই পবিত্র-স্বরূপের পূজার্চ্চনা, তাঁহার সেই পবিত্র নাম জল্পনাই ভারতবর্ষ-বাসীদিগের কি গৃহ শুদ্ধি কি চিত্ত শুদ্ধির অদ্বিতীয় সাধন। ভারত সন্তানগণের রন্ধন-ভোজন, শয়ন উপবেশন জন্যও যে স্থান প্রক্ষালিত করা আবশ্যক হয় না, উপাসনার জন্য সে স্থান মার্জ্জনা না করিলেই নয়। পবিত্র স্বরূপ পরমেশ্বরের ধ্যান-ধারণা জন্য ভারতবাসীদিগের ভৌতিক, শারীরিক ও মানসিক পবিত্রতা সাধনের যেরূপ বিশুদ্ধ পদ্ধতি দৃষ্ট হইয়া থাকে, বোধ হয় এরূপ পরিশুদ্ধ প্রণালী পৃথিবীর অন্য কোন জাতি মধ্যেই দেখা যায় না। অনেকেই বাহ্যিক পবিত্রতা সাধনকেই কুসংস্কার-মূলক বলিয়া থাকেন কিন্তু শরীর মনে যেরূপ ঘনিষ্ট সম্বন্ধ, বাহ্য বস্তুর সহিত জ্ঞানেন্দ্রিয় সকলের যে প্রকার অচ্ছেদ্য-যোগ, তাহাতে বাহ্যিক পবিত্রতা সাধন কোন রূপেই নিষ্প্রয়োজন বা অনাবশ্যক নহে। যখন শরীর রুগ্ন ভগ্ন হইলে মনও নিস্তেজ-নির্বীর্য্য হয়, যখন শরীরে ঘর্ম্ম-ক্লেদাদি থাকিলে মনও গ্লানিযুক্ত হইয়া থাকে এবং মনে গ্লানি বা দুশ্চিন্তার উদ্রেক হইলে শরীরের স্বাভাবিক শ্রী-সৌন্দর্য্য মলিন হইয়া পড়ে, তখন যে পবিত্র স্থানে গমন করিলে, পবিত্র বস্তু দর্শন করিলে, শুদ্ধ-সত্ত্ব পবিত্র হইয়া পবিত্র উপাদানের মধ্যে উপবেশন করিলে যে মনেরও পবিত্র ও প্রসন্ন ভাব আরও উদ্দীপ্ত ও বর্দ্ধিত হয়, ইহা প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিয়া কে এই পরীক্ষা-সিদ্ধ বিজ্ঞান অনুমোদিত অভ্রান্ত সত্যের মূলোচ্ছেদ করিবে? ভৌতিক বা বাহ্যিক পবিত্রতা যদি কোন কার্য্যকারক না হয়, তবে স্রোতস্বতী নদী, সুনীল-সমুদ্র, বন-নিবিড় অরণ্য, শুভ্র তুষার-মণ্ডিত-গিরি-চূড়া, পঙ্কজ-শোভিত [illegible]ষ্কৃত সরোবর, শরতের সুনির্ম্মল জ্যোৎস্না, বর্ষা[illegible] ধৌত বৃক্ষ-লতা, হেমন্তের শিশির সিক্ত দ[illegible]ল, বসন্তের নবীন-পল্লব-মুকুল, শিশুর নিষ্কলঙ্ক [illegible]শ্রী সন্দর্শন করিলে কেন হৃদয়ে অননুভূত আন[illegible]র সঞ্চার হয়? কেন সেই সকল শুভ্র সুন্দর সুপ[illegible] বস্তুর স্রষ্টা ও বিধাতা পরমেশ্বরের প্রতি শ্রদ্ধা-প্র[illegible] আপনা হইতেই উচ্ছ্বসিত হয়? অন্তরে পবিত্রতা[illegible] ভাব রহিয়াছে বলিয়াই বাহিরে পবিত্র বস্তু দেখিলে[illegible] অপূর্ব্ব আনন্দের সঞ্চার হয়। পবিত্রতার প্রতি আত্মা[illegible] প্রাণগত নিষ্ঠা আছে বলিয়াই, পবিত্র চরিত্র সাধ্বী সতী, পবিত্র-স্বভাব ঈশ্বর-প্রাণ সরল সাধুকে দেখিলেই তাঁহারদের প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তি অনুরাগ স্বতঃই উদ্দীপ্ত হইয়া থাকে। ঈশ্বর পবিত্রতার অনন্ত-উৎস বলিয়াই হৃদয় মন সহজেই তাঁহার প্রতি অনুরক্ত হয়, তিনি পবিত্রতার অনুপম উচ্চ আদর্শ বলিয়াই মানব-আত্মা তাঁহার প্রতি নিঃশঙ্ক চিত্তে সমুদায় আশা ভরসা স্থাপন করে—তাঁহার নিকটে আন্তরিক গূঢ়-ভাব সকল ব্যক্ত করে। ঈশ্বর অদ্বিতীয় পবিত্র-স্বরূপ বলিয়াই মনুষ্য পাপ তাপ হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য তাঁহার একান্ত শরণাপন্ন হয়। আমরাও সেই জন্য এই পবিত্র উপাসনা-ক্ষেত্রে সেই পবিত্র-স্বরূপের শরণাগত হইয়াছি। ঈশ্বরের সেই পবিত্র মঙ্গল-জ্যোতিতে হৃদয় অন্ধকার বিদূরিত করিবার জন্য তাঁহার সম্মুখে মনোদ্বার উদ্‌ঘাটিত করিয়া দিতেছি, তাঁহাকে লাভ

করিয়া কৃতপুণ্য হইব, এই প্রত্যাশায় অন্তস্ফূর্ত্ত-বাক্যে তাঁহাকে প্রার্থনা করিতেছি।

হে শুদ্ধসত্ব পবিত্র-স্বরূপ সর্ব্বদর্শী সর্ব্বান্তর্যামী পরমেশ্বর! তোমার নিকটে আর কি যাচ্ঞা করিব, তুমি আমারদের প্রত্যেকের হৃদয়-কন্দরে বিরাজিত থাকিয়া, অন্তরের গূঢ়-কামনা, গভীর-অভাব সকল প্রত্যক্ষ সন্দর্শন করিতেছ, তুমি আমারদিগের অন্তরতম-কামনা সংসিদ্ধ কর—তুমি আমারদিগকে তোমার পবিত্র-সহবাসের উপযুক্ত করিয়া কৃতার্থ কর, আশা-পূর্ণ-হৃদয়ে তোমার সন্নিধানে এই প্রার্থনা করি।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

শিখ সম্প্রদায়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

১৫৭৪ খৃষ্টাব্দে ও ১৬৩১ সম্বতে, লাহোরের অন্তঃপাতি গওবালি গ্রামে অমর দাস মানবলীলা সম্বরণ করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর, তাঁহার জামাতা রামদাস গুরুপদে অধিরূঢ় হইলেন। অমরদাসের জীবদ্দশাতেই রামদাস শিখ ধর্ম্মের নিগূঢ় তত্ব সকলে দীক্ষিত ও ধর্ম্ম নিষ্ঠার জন্য প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। বিশেষত তিনি অমৃতসরের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়া এতাদৃশ খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন যে, অমৃতসর রামদাসের নামানুসারে, রামপুর অথবা রামদাসপুর বলিয়া কিয়ৎকাল অভিহিত হইয়াছিল। কোন কোন শিখ গ্রন্থকার বলেন যে উপরোক্ত নগরটী রামদাস কর্ত্তৃকই স্থাপিত হয়, কিন্তু ইহা সত্য নহে, এই নগরটী বহু পুরাতন—পূর্ব্ব কালে ইহা চকু নামে প্রসিদ্ধ ছিল। রামদাস যদিও [illegible]ন করেন নাই, তথাপি ইহা স্বী[illegible]ব, তাঁহারই যত্নে ইহার লোক স[illegible]দ্ধি ও অমৃতসর নামক তত্রস্থ প্রসিদ্ধ সরোবর নির্মি[illegible]ত হয়। শিখগণ এই সরোবরকে এরূপ পবিত্র জ্ঞা[illegible] করে, যে রামদাসপুর নগর এক্ষণে অমৃতসর নামে আখ্যাত হইয়াছে। রামদাস, শিখধর্ম্ম প্রচারে সমস্ত জীবন নিষ্কণ্টকে অতিবাহিত করিয়া, ঐ ধর্ম্মের ব্যাখ্যান স্বরূপ কতিপয় গ্রন্থ রচনা করত অবশেষে অর্জ্জুনমল ও ভরতমল নামক দুই পুত্রকে পশ্চাতে রাখিয়া, ১৫৮১ খৃষ্টাব্দে ও ১৬৩৭ সম্বতে, অমৃতসরে মানবলীলা সম্বরণ করেন। রামদাসের মৃত্যুর পর, তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র অর্জ্জুনমল, গুরু পদে অভিষিক্ত হয়েন। ইনিই আদি গ্রন্থ নামক শিখদিগের প্রথম ধর্ম্ম পুস্তকের সংগ্রহ-কর্ত্তা। আদিগ্রন্থ বিংশতি ভাগে বিভক্ত; ইহার কিয়দংশ নানক ও তৎপরবর্ত্তী আচার্য্যগণ কর্ত্তৃক বিরচিত হয়। অর্জ্জুনমলই তাঁহাদিগের উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট রচনাগুলির সহিত তাঁহার স্বকীয় রচনা সংযোজিত করিয়া গ্রন্থটীকে বর্ত্তমান আকারে পরিণত করিয়াছিলেন। অতএব দেখা যাইতেছে যে অর্জ্জুনই শিখ ধর্ম্মকে গ্রন্থাকারে বদ্ধ করিয়া, তাহার স্থিরতা সম্পাদন করিয়াছেন। এই কার্য্যটী দ্বারা, শিখ জাতির মধ্যে ঐক্য বন্ধন দৃঢ়তর হইয়া ও তাহাদিগের দলসংখ্যা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া, তাঁহার মনোগত অভিপ্রায় সুসিদ্ধ হইল বটে কিন্তু ইহাই আবার তাঁহার মৃত্যুর কারণ হইয়া উঠিল। মুসলমান রাজ সরকার তাঁহার প্রতি কুপিত হইয়া ঘোর নির্যাতন পূর্ব্বক তাঁহার প্রাণ বধ করিলেন। ১৬০৬ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়, এই ঘটনাটীর বিবরণ সম্বন্ধে, শিখ গ্রন্থকারদিগের মধ্যে মহা অনৈক্য দৃষ্ট হয়। তাহাদের মধ্যে অনেকেই বলেন, যে তৎকালে ক্ষত্রিয় বংশোদ্ভব ধনিচাঁদ নামক একজন ধর্ম্মান্ধ প্রচারক তাঁহার প্রতিদ্বন্দি ছিলেন। ঈশ্বর এক ও সর্ব্বশক্তিমান, এই বিশুদ্ধ মতের সহিত ধনিচাঁদের লিখিত রচনা সকলের সামঞ্জস্য না হওয়ায়, অর্জ্জুনমল, ঐ সকল রচনা আদিগ্রন্থ মধ্যে সন্নিবিষ্ট করেন নাই। ইহাতেই অর্জ্জুনের প্রতি ধনিচাঁদের জাত ক্রোধ উপস্থিত হয়। তৎপ্রদেশের মুসলমান শাসনকর্ত্তরের সহিত ধনিচাঁদের বিশেষ আলাপ পরিচয় ছিল। তাঁহাকে অনুরোধ করিয়া, তিনি অর্জ্জুনকে কারাগারে প্রেরণ করিলেন। কোন কোন গ্রন্থকার বলেন, যে এই কারাবাসের কঠোর ক্লেশেই তাঁহার প্রাণ বহির্গত হয়। আবার কেহ কেহ বলেন, যে মুসলমানেরা নির্যাতন পূর্ব্বক, অতি নিষ্ঠুরতা সহকারে তাঁহার প্রাণ বধ করিয়াছিল। যাহাই হউক মুসলমান রাজ সরকার কর্ত্তৃকই যে এই নিদারুণ হত্যাকাণ্ড উপস্থিত হয়, তাহা অর্জ্জুনমলের শিষ্যগণের বিলক্ষণ প্রত্যয় জন্মিয়াছিল। এত দিন শিখগণ অতি নিরীহ ও শান্তি প্রিয় জাতি ছিল কিন্তু এই ঘটনাটীর অব্যবহিত পরেই, অর্জ্জুনমলের হত্যায় যাহাদিগের কিছু মাত্রও সংস্রব ছিল, তাহাদিগের সমুচিত প্রতিফল দিবার জন্য, অর্জ্জুনমলের পুত্র হরগোবিন্দের কর্ত্তৃত্বাধীনে, সমস্ত শিখ জাতিই অস্ত্র ধারণ করিল।

নূতন পুস্তকের সমালোচন।

১। মহানির্ব্বাণ তন্ত্র, পূর্ব্বকাণ্ড। শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ ও শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক সম্পাদিত। রামায়ণ যন্ত্র। ১৭৯৬ শক।

এই গ্রন্থ খানি গুণী ও গুণজ্ঞ শ্রীযুক্ত রায় কালীকিঙ্কর রায় বাহাদুরের অভিমতানুসারে উক্ত ভট্টাচার্য্যদ্বয় দ্বারা সম্পাদিত হইয়াছে। এই গ্রন্থ ব্রাহ্মসমাজের পূর্ব্ব আচার্য্য পূজনীয় শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের সংসার ত্যাগী জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত হরিহরানন্দ নাথ তীর্থ স্বামী কর্ত্তৃক বিরচিত, টীকা সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। ছাপা অতি উত্তম হইয়াছে। মহানির্ব্বাণ তন্ত্র সকল তন্ত্র অপেক্ষা প্রধান। ইহাতে ধর্ম্ম বিষয়ে যেমন মহদুপদেশ আছে, এমন অন্য কোন তন্ত্রে নাই। লোকে তন্ত্রের যে সকল দোষ কীর্ত্তন করিয়া থাকে, তাহা ইহাতে অল্প দৃষ্ট হয়। ইহাতে বীর সাধনের বিধি আছে বটে কিন্তু অন্যান্য তন্ত্রে যেমন মদ্যপানকে বিলক্ষণ উৎসাহ দেওয়া হইয়াছে, ইহাতে সেরূপ দৃষ্ট হয় না, বরং স্থানে স্থানে অপরিমিত মদ্যপানের বিলক্ষণ নিন্দা করা হইয়াছে। ধর্ম্মের দৃষ্টি স্বতন্ত্র রাখিয়া কেবল পুরাতত্ব কৌতূহল চরিতার্থ করিবার অভিপ্রায়েও তন্ত্র সকল পুনঃ মুদ্রিত করা আবশ্যক। আগমকারেরা বঙ্গদেশে ধর্ম্মের আকার একেবারে পরিবর্ত্তিত করিয়া ফেলিয়া ছিলেন। তাঁহারা এতদ্দেশে বৈদিক হোম, দীক্ষা, ও অন্যান্য ক্রিয়ায় পরিচিত তান্ত্রিক হোম, দীক্ষাদি ক্রিয়া সংস্থাপন করিয়াছিলেন। এক্ষণে বঙ্গদেশে যে ধর্ম্ম প্রচলিত আছে, তাহার অল্পাংশ বৈদিক ও অধি[illegible] বঙ্গ[illegible] পরাবৃত্ত

অনুসন্ধান করিয়া স্থির করিতে গেলে তন্ত্র শাস্ত্র সকল অধ্যয়ন না করিলে কৃতকার্য্য হওয়া-যাইতে পারে না।

২। মহাভাগবত পুরাণ প্রথম খণ্ড। শ্রীযুক্ত শ্যামাপদ ন্যায়ভূষণ কর্ত্তৃক অনুবাদিত ও শ্রীরামতারণ রায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। বিডন যন্ত্রে মুদ্রিত। ১২৮০।

এই অনুবাদটি দেশ হিতৈষীনী শ্রীশ্রীমতী মহারাণী স্বর্ণময়ীকে উৎসর্গিত হইয়াছে। উক্ত মহাশয়াকে পুস্তক উৎসর্গ করিয়া পুস্তক প্রকাশক উচিত কার্য্যই করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতে যেমন শ্রীকৃষ্ণের মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে, এই পুরাণে তেমনি ভগবতীর মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে। এই পুরাণ ভাগবত পুরাণের ন্যায় অষ্টাদশ পুরাণের অন্তর্গত নহে কিন্তু তাহা না হইয়াও ইহা হিন্দু বর্গের অতি শ্রদ্ধেয় পুস্তক সন্দেহ নাই। অনুবাদ উত্তম হইয়াছে।

৩। বান্ধব। মাসিক প্রবন্ধ ও সমালোচন। প্রথম খণ্ড প্রথম সংখ্যা। শ্রীকালীপ্রসন্ন ঘোষ কর্ত্তৃক সম্পাদিত। ঢাকা ইষ্টবেঙ্গাল প্রেস।

শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন ঘোষজ মহাশয় পূর্ব্ব বাঙ্গলার এক জন প্রধান সদ্বক্তা ও সুলেখক। তিনি ওপ্রদেশে বঙ্গদর্শনের ন্যায় এক খানি মাসিক সন্দর্ভ প্রকাশ করিতে সংকল্পারূঢ় হইয়াছেন, ইহাতে আমরা অতিশয় আনন্দিত হইলাম। তিনিই এই কার্য্য সম্পাদন করিবার উপযুক্ত পাত্র। যে সকল প্রস্তাব এই সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে, তন্মধ্যে "শক্তি" ও "জীবন চরিত" এই শিরোযুক্ত প্রস্তাবদ্বয় অতীব সারবান হইয়াছে। কিন্তু আজ কাল এরূপ সারবান প্রস্তাবের তত মর্য্যাদা নাই। লোকে গম্ভীর উপদেশ অপেক্ষা আমোদ অধিক চায়। এপ্রকার রুচি এ সময়ের লোকের সম্বন্ধে গৌরবের বিষয় কি না সে বিষয়ে আমরা এস্থলে কোন অভিপ্রায় প্রকাশ করিতে চাহি না। এই মাসিক প্রবন্ধে এক একটি বিশুদ্ধ আমোদ জনক প্রস্তাব থাকিলে ভাল হয়। "কুলবধূ" এতদাখ্যাত প্রস্তাবটি এই প্রকারের প্রস্তাব বটে কিন্তু তাহাতে তত ক্ষমতার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া গেল না।

৪। Sixteenth Anniversary Report of the Family Literary Club, Burrabazar. Calcutta, 1873.

এই পুস্তকটি কলিকাতার বড় বাজারে সংস্থাপিত, গার্হস্থ্য সাহিত্য সভার ষোড়শ সাম্বৎসরিক বিবরণ। আমরা দেখিতেছি এই সভার উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে। আমাদিগের দেশে সকল সভার শ্রীবৃদ্ধি সাহেব-সমাগম দ্বারা আমরা পরিমাণ করিয়া থাকি। যদি সাহেব-সমাগম কোন সভার শ্রীবৃদ্ধির যথার্থ নিদান হয়, তবে বড় বাজারের গার্হস্থ্য সভা অত্যন্ত উন্নতি শালীনী হইয়াছে বলিতে হইবে। ইহার অধিবেশনে অনেক বড় বড় সাহেব উপস্থিত থাকিয়া উৎসাহ প্রদান ও বক্তৃতা করিয়া থাকেন। বর্ত্তমান পুস্তকে গ্রীসদেশীয় মহাজ্ঞানী সক্রেটিসের বিষয়ে উড় সাহেবের প্রগাঢ় ভাবগত বক্তৃতার সারমর্ম্ম পাঠ করিয়া আমরা অতীব সন্তুষ্ট হইলাম। শ্রীযুক্ত বাবু গোষ্ঠবিহারী মল্লিকের বক্তৃতাটিও উৎকৃষ্ট হইয়াছে কিন্তু তাহা পাঠ করিয়া আমাদিগের ক্ষোভ জন্মিল। গোষ্ঠবিহারী বাবু ইংরাজীতে ভাল বক্তৃতা [illegible] প্রত্যাশা করিতে পারেন না যে ইংলণ্ডের বিখ্যাত বাগ্মীদিগের মধ্যে পরিগণিত হইবেন। তিনি ইংরাজীতে বাকপটুতা লাভ করিবার জন্য যেরূপ পরিশ্রম করিয়া থাকেন, দেশীয় ভাষায় বাকপটুতা লাভ করিবার জন্য যদি সেইরূপ পরিশ্রম স্বীকার করেন, তাহা হইলে তিনি স্বদেশের বিস্তর উপকার সাধন করিতে পারেন।

সংবাদ।

গত ১৬ বৈশাখ দিবসে আদি ব্রাহ্মসমাজের পদ্ধতি অনুসারে শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বসুর তৃতীয়া কন্যা শ্রীমতী স্বকুমারীর সহিত জগাছা নিবাসী শ্রীমান্ ত্রৈলোক্যনাথ ঘোষের শুভবিবাহ কার্য্য সম্পাদিত হইয়া গিয়াছে। কন্যার বয়ঃক্রম চতুর্দ্দশ বৎসরের কিঞ্চিৎ অধিক আর বরের বয়ঃক্রম বিংশতি বৎসর হইবে। বিবাহ সভায় কলিকাতার অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

আয় ব্যয়।

জ্যৈষ্ঠ ১৭৯৬ শক, আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	৩৪১॥৶০
পূর্ব্বকার স্থিত ...	২৪২ ⁄০
সমষ্টি	৫৮৩।৶০
ব্যয়	৩১১৵১০
স্থিত	২৭১।১০

আয়

ব্রাহ্মসমাজ	[illegible]১৫
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ...	[illegible]
পুস্তকালয়	[illegible]১৫
যন্ত্রালয়	[illegible]
গচ্ছিত	২৬৸০
সমষ্টি	৩৪১॥৶৹

ব্যয়

ব্রাহ্মসমাজ	১২৩॥৶০
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ...	৮২।১
পুস্তকালয়	১৮৸৶১
যন্ত্রালয়	৪৬॥⁄
গচ্ছিত	৪০⁄৫
সমষ্টি	৩১১৸১০

দান প্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ...	৪০
" শিবচন্দ্র নন্দী ...	৫
" বৈকুণ্ঠনাথ সেন ...	১
" যদুনাথ দে ...	১
দানাধারে প্রাপ্ত	৫৶১৫
	৫২৶১৫

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।
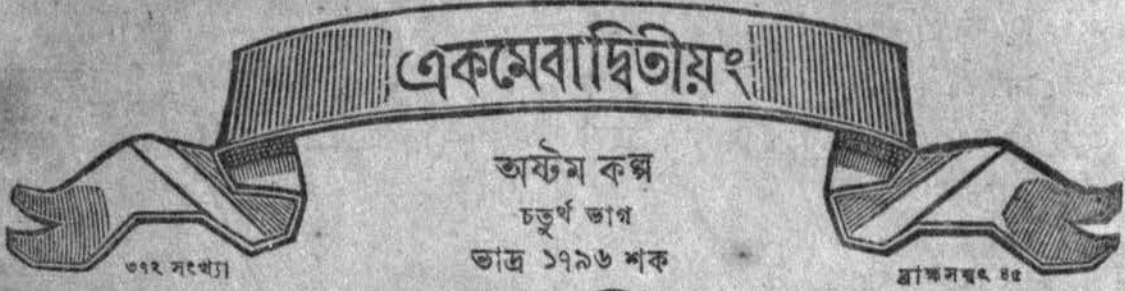
Registered No 58.

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবাএকমিদমগ্রআসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেক-মেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

ছান্দোগ্যউপনিষৎ।

প্রথম প্রপাঠক।

দ্বিতীয় খণ্ড।

এবং যথাশ্মানমাখণমৃত্বা বিধ্বংসতএবং হৈ সবিধ্বংসতে যএবং বিদি পাপং কাম-য়তে যশ্চৈনমভিদাসতি সএষোঽশ্মাখণঃ।৮।

'এবং' বিশুদ্ধঃ প্রাণইতি যথেত্যাদি দৃষ্টান্তঃ। 'এবং হএব সঃ' 'বিধ্বংসতে' বিনশ্যতি, কোসাবিত্যাহ 'য়ঃ' 'এবং বিদি' যথোক্তপ্রাণবিদি 'পাপং' তদর্হং কর্ত্তুং 'কাময়তে' ইচ্ছতি 'যঃ চ' 'এনং' প্রাণবিদং 'অভিদাসতি' হিনস্তি, যস্মাৎ 'সঃ এষঃ' প্রাণবিৎ 'অশ্মাখণঃ' অশ্মাখণ ইব।৮।

যেমন লোষ্ট খণ্ড অভেদ্য প্রস্তরে পতিত হইয়া চূর্ণ হয়, সেইরূপ তিনিও নষ্ট হয়েন, যিনি প্রাণোপাসকের প্রতি পাপ কামনা করেন,বা প্রা-ণোপাসককে হিংসা করেন, যেহেতু প্রাণোপাসক অভেদ্য প্রস্তর স্বরূপ।৮।

নৈবৈতেন সুরভি ন দুর্গন্ধি বিজানাত্যপ-হতপাপ্মা হ্যেষ তেন যদশ্নাতি যৎ পিবতি তেনেতরান্ প্রাণানবতি। এতমু এবান্ততোঽ-বিত্বোৎক্রামতি ব্যাদদাত্যেবান্তত ইতি।৯।

যস্মান্ন বিদ্ধোঽসুরৈর্ম্মুখ্যঃ প্রাণস্তস্মাৎ 'ন এব' 'এতেন' মুখ্যপ্রাণেন 'সুরভি দুর্গন্ধি' বা উভয়ং 'বিজা-নাতি' লোকঃ অতশ্চ 'অপহতপাপ্মা' অপহতো বিনা-শিতো পাপ্মা যস্মাৎ সোঽয়মপহতপাপ্মা 'হি এষঃ' বি-শুদ্ধ ইত্যর্থঃ। 'তেন' মুখ্যেন প্রাণেন 'যৎ অশ্নাতি যৎ পিবতি' লোকঃ 'তেন' অশিতেন পীতেন চ 'ইতরান্' 'প্রাণান্' ঘ্রাণাদীন্ 'অবতি' পালয়তি। 'এতং' মুখ্যং প্রাণং 'উ এব' খলু 'অন্ততঃ' অন্তে মরণকালে 'অ[illegible] অলব্ধা 'উৎক্রামতি' ঘ্রাণাদিপ্রাণসমুদায়ঃ অতঃ [illegible] দাতি' আস্যবিদারণং করোতি 'অন্ততঃ' অন্তে' [illegible]

মুখ্য প্রাণ দ্বারা সুরভি বা দুর্গন্ধি উপ[illegible] না, যেহেতু মুখ্য প্রাণ পাপে বিদ্ধ নহে [illegible] প্রাণ দ্বারা যাহা আহার করে বা যাহা প[illegible] তাহাতেই ঘ্রাণাদি প্রতিপালিত হয়,এ[illegible] ণকে প্রাপ্ত করিতে না পারিয়াই অ[illegible] তমু-ণাদি উৎক্রান্ত হয়, এই জন্যই প্রা[illegible] কালে মুখ ব্যাদান করে।৯।

[illegible] ।১০।

তং হাঙ্গিরা উদ্গীথমুপা[illegible] ক্রতবান্ এবাঙ্গিরসং মন্যন্তে অঙ্গানা[illegible]তঃ 'এতং' [illegible]ত্যবগুণং

'তং' মুখ্যং প্রাণং 'হ' 'অঙ্গি[illegible]তি 'মন্যন্তে' 'উদ্গীথং' ভক্তিং 'উপাসাঞ্চ[illegible]ণঃ সন্ 'রসঃ' বকোদাল্ভ্য ইতি বক্ষ্যমা[illegible] মুখ্যং প্রাণং 'উ এব' খল[illegible] 'যৎ' যস্মাৎ মুখ্যঃ প্রাণঃ[illegible] তেনাসাবাঙ্গিরসঃ।১০।

[illegible]এই মুখ্য প্রাণকে [illegible]গীথ রূপে উপা-[illegible] এই মুখ্য প্রাণকে

দল্‌ভ্যের পুত্র বক [illegible]

অঙ্গিরা গুণ বিশি[illegible]

সনা [illegible]

অঙ্গিরা করিয়া মানে, যেহেতু এই মুখ্য প্রাণ অঙ্গের রস স্বরূপ। ১০।

তেন তং হ বৃহস্পতিরুদ্‌গীথমুপাসাঞ্চক্র এতমু এব বৃহস্পতিং মন্যন্তে বাগ্‌ঘি বৃহতী তস্যা এষ পতিঃ। ১১।

'তেন' ঋষিণা 'তং' মুখ্যং প্রাণং 'হ' 'বৃহস্পতিঃ' বৃহস্পতিরিত্যেব গুণং অন্যৎ পূর্ব্ববৎ 'বৃহস্পতিং' ইতি 'মন্যন্তে' 'হি' যস্মাৎ 'বাক্ বৃহতী' 'তস্যাঃ' বাচোবৃহত্যাঃ 'এষঃ' মুখ্যপ্রাণঃ 'পতিঃ' পালয়িতা। ১১।

বক নামক ঋষি এই মুখ্য প্রাণকে বৃহস্পতি গুণ বিশিষ্ট করিয়া উদ্‌গীথ রূপে উপাসনা করিয়াছিলেন, অতএব এই মুখ্য প্রাণকে বৃহস্পতি করিয়া মানে, যেহেতু বাক্যই বৃহতী এবং এই মুখ্য প্রাণই তাহার পতি। ১১।

তেন তং হাযাস্যমুদ্‌গীথমুপাসাঞ্চক্র এতমু এবাযাস্যং মন্যন্ত আস্যাদ্‌যদযতে। ১২।

'আযাস্যং' আযাস্যমিত্যেব গুণং। 'যৎ' যস্মাৎ 'আস্যাৎ' মুখাৎ 'অযতে' নির্গচ্ছতি। ১২।

বক ঋষি এই মুখ্য প্রাণকে আয়াস্য গুণ বিশিষ্ট উদ্‌গীথ রূপে উপাসনা করিয়াছিলেন, এই মুখ্য প্রাণকে আয়াস্য করিয়া মানে, এই মুখ্য প্রাণ আস্য অর্থাৎ মুখ হইতে য। ১২।

তং হ বকোদাল্‌ভ্যো বিদাঞ্চকার, ... যানামুদ্‌গাতা বভুব সহ স্মৈভ্যঃ ... তবান্‌তি। ১৩।

ঋষীণাং। 'তং' মুখ্যপ্রাণং 'হ' এব দল্‌ভস্যা- 'এত্যঃ' 'বকঃ' নাম ঋষিঃ 'বিদাঞ্চকার' বিদি- 'স্ম'। ১৩। 'সঃ হ' 'নৈমিষীযানাং' সত্রিণাং দল্‌ভ্যেভুব' 'সঃ হ' প্রাণবিজ্ঞানসামর্থ্যাৎ ... উক্ত রূ ঋষিভ্যঃ 'কামান্' 'আগাযতি' নিষারণ্য বাসী ...

ছিলেন। ১৩ নামক ঋষি সেই মুখ্য প্রা- আগাতা হই... লেন এবং তিনি নৈ- বিদ্বানক্ষরমুদ্‌গী...স্তে উদ্‌গাতা হইয়া-

... ভবতি যএতদেবং ... । ১৪।

'যঃ' 'এতৎ' এতং মুখ্যং প্রাণং 'বিদ্বান্' জানন্ 'অক্ষরং উদ্‌গীথং উপাস্তে' সঃ 'কামানাং' 'আগাতা' 'ভবতি' ইতি অধ্যাত্মং আত্মবিষয়মুদ্‌গীথোপাসনং। ১৪।

যে ব্যক্তি এই মুখ্য প্রাণকে উক্ত রূপে জানিয়া উদ্‌গীথাক্ষরের উপাসনা করেন, তিনিও কামনা সকলের উদ্‌গাতা হয়েন, ইহাই আত্ম বিষয়ক উদ্‌গীথ উপাসনা। ১৪।

সাংখ্য দর্শন।

প্রত্যক্ষ ও ইন্দ্রিয় পরীক্ষা।

চক্ষুরিন্দ্রিয়।

চক্ষুরিন্দ্রিয় কি?—কি প্রকারেই বা চক্ষু দ্বারা বস্তু-গ্রহ হয়?—এ বিষয়েও নানা মত। কোন কোন বৌদ্ধেরা বলেন, চক্ষুর কেন্দ্র স্থানে যে, স্বচ্ছ-কৃষ্ণবর্ণ-গোল লাঞ্ছিত অংশ দৃষ্ট হয়, লোকে যাহাকে "তারা" বা "চোকের মণি" বলে, উহার আর একটি নাম কৃষ্ণসার। চাক্ষুষ জ্ঞানের প্রতি ঐ কৃষ্ণসার যন্ত্রটিই কারণ; কেন না, কৃষ্ণসার যন্ত্র অবিকৃত থাকিলেই বস্তু গ্রহ হয়, নচেৎ হয় না। সুতরাং ঐ কৃষ্ণসার যন্ত্রটিই ইন্দ্রিয়, তদ্ভিন্ন চক্ষুরিন্দ্রিয় নামে অপর কোন বস্তু নাই।

সাংখ্য বলেন, আছে। কেন না, কৃষ্ণসারটিকে ইন্দ্রিয় বলা সম্পূর্ণ যুক্তি বিরুদ্ধ। "অতীন্দ্রিয়মিন্দ্রিয়ং ভ্রান্তানামধিষ্ঠানং" যেটি বাস্তবিক ইন্দ্রিয়, সেটি অতীন্দ্রিয়, কো... কালেই তাহা প্রত্যক্ষ হয় না। দৃশ্যমা... কৃষ্ণসারটি তাহার অধিষ্ঠান স্থান মাত্র। সুতরাং অধিষ্ঠানকে (আশ্রয়কে) ইন্দ্রিয় বলা সম্পূর্ণ ভ্রম।

মনে কর, বিষয় এবং ইন্দ্রিয়, এতদুভয়ের সংযোগ না হইলে, কোন ক্রমেই বস্তু-গ্রহ হইতে পারে না। সন্নিকর্ষ ব্যতীত বস্তুদ্বয়ের সংযোগ ঘটনা হইতে পারে না, বিষয় এক প্রদেশে থাকে, ইন্দ্রিয় অন্য প্রদেশে থাকে, সন্নিকর্ষের সম্ভাবনা কি?—অতএব বিষয়

ইন্দ্রিয় এতদুভয়ের অত্যন্ত অসন্নিকৃষ্টতা নিবন্ধন সংযোগ হয় না, সংযোগ না হইলে উপলব্ধি হইতেও পারে না, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। যদ্যপি, সংযোগ ব্যতিরেকে কেবল মাত্র কৃষ্ণসার থাকাতে বস্তু-জ্ঞান জন্মিত,তাহা হইলে জগতের কোন বস্তুই অপ্রকাশ থাকিত না। কৃষ্ণসার সকল সময়েই বর্তমান আছে, বস্তু রাশিও সর্বত্র পতিত রহিয়াছে, জ্ঞান না হয় কেন?—ব্যবহিত বস্তুই বা অপ্রকাশ থাকে কেন?—অপিচ, জগতে যত প্রকার প্রকাশক পদার্থ দেখা যায়, সকল পদার্থই প্রকাশ্য বস্তুর সহিত সংযুক্ত হইয়াই তাহাকে প্রকাশ করে। দীপালোক একটি প্রকাশক বস্তু উহা যে বস্তুর সহিত সংযুক্ত হয়, সেই বস্তু-কেই প্রকাশ করে। যে বস্তুর সহিত সংযুক্ত হইতে পায় না, তাহাকে প্রকাশ করিতেও পারে না। যদি পারিত, তবে গৃহান্তরীয় দীপ গৃহান্তরের বস্তুকেও প্রকাশ করিতে পারিত। অতএব দূরস্থিত বস্তুর সহিত চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সংযোগ সিদ্ধির নিমিত্ত এমন কোন পদার্থকে ইন্দ্রিয় বলা উচিত যে, যে পদার্থ চক্ষু গোলকে অধিষ্ঠিত থাকিয়াও গোলক হইতে অবিচ্ছিন্ন রূপে প্রসর্পিত হইয়া দূরস্থ বস্তুর সহিত সংগত হইতে পারে (১)।

সে পদার্থ কি?—এই প্রশ্নের উত্তরে নৈয়ায়িক বলেন, সে পদার্থ ভৌতিক অর্থাৎ তেজ বিশেষ। সাংখ্য বলেন, সে বস্তু আহঙ্কারিক (অহং তত্ত্বের পরিণাম বিশেষ)। এ সম্বন্ধে নৈয়ায়িকদিগের মত এইরূপ—

"কৃষ্ণসার যন্ত্রে এক প্রকার রশ্মি আছে, তাহাই চক্ষুরিন্দ্রিয় বলিয়া অভিহিত হয়। ঐ রশ্মি, সম-সূত্র-পাত ক্রমে ধারাকারে অ-বিচ্ছিন্নভাবে কৃষ্ণসার হইতে বিনিঃসৃত হইয়া বস্তুর সহিত সংযুক্ত হয়। সংযোগ হইবা মাত্র সেই বস্তু "ইহা অমুক বস্তু" ইত্যাকারে আত্মার নিকট প্রকাশ পায়। দীপালোক যেমন চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তির সম্বন্ধে বস্তু প্রকাশ করে, ঐ রশ্মিময় চক্ষুরিন্দ্রিয়ও তেমনি মনঃ সংযুক্ত ব্যক্তির সম্বন্ধে বস্তু প্রকাশ করে। মনঃ সংযোগ ব্যতীত কোন ইন্দ্রিয় দ্বারা জ্ঞানোৎপত্তি হইতে পারে না (২)।

এই মত নৈয়ায়িকদিগের। সাংখ্য মত ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। সাংখ্য বলেন, চক্ষুরিন্দ্রিয় কোন ক্রমেই ভৌতিক নহে। কেন না, চক্ষু আপন অপেক্ষা ন্যূন পরিমাণ বস্তুকে গ্রহণ করে, বৃহৎ পরিমাণ বস্তুকেও গ্রহণ করে। চক্ষুরিন্দ্রিয় যদি ভৌতিক হইত, তাহা হইলে কদাচ বৃহৎ পরিমাণ বস্তুকে গ্রহণ করিতে পারিত না। কেন না, কোন অল্প পরিমিত ভৌতিক বস্তু যে, কস্মিন্ কালে কোন বৃহৎ বস্তুকে ব্যাপিতে পারিয়াছে, এরূপ সম্ভব হয় না। বিশেষতঃ ভূত পদার্থের এমন কোন শক্তি নাই যে, সে তদ্দ্বারা বিনা বিভাগে দূরস্থিত বস্তুর সহিত মিলিত হইতে পারে। যদ্যপি তে-জের ঐরূপ শক্তি আছে বলা যায়, কেন না দেখা যাইতেছে যে ক্ষুদ্র দীপালোক প্রভা রূপে দূর প্রদেশে গমন করে,আপন অপেক্ষা অধিক পরিমাণযুক্ত বস্তুকেও গ্রহণ করে। তথাপি তন্মধ্যে একটু সূক্ষ্ম দৃষ্টি করা আব-শ্যক। প্রভা বস্তুটি কি?—নিপুণ হইয়া বিবেচনা করিলে স্পষ্টই প্রতীতি হয় যে, প্রভা বস্তুটি আর কিছুই নহে, কেবল বিরল-

(১) "নাপ্রাপ্তপ্রাপকমিন্দ্রিয়ং ... সর্বত্র প্রাপ্যেত" "দূরস্থমতঃ সকলাং গোলকাতিরিক্তমি-ন্দ্রিয়ং বাচ্যং" "তচ্চ ভৌতিকং"—[illegible]—বাচস্পতি—বিজ্ঞানভিক্ষু প্রভৃতি)

(২) "রশ্ম্যর্থসন্নিকর্ষাত্ গ্রহণং" "রশ্মির্গোলকাব-চ্ছিন্নং তেজঃ" "রশ্ম্যাশ্চ সংহতাকারিত্বং" "সংহননাং বিষয়দেশে" "জ্ঞানাবচ্ছিন্নং প্রতি স্বমনঃসংযোগএব হেতুঃ" (গৌ[illegible] বিশ্বনাথ প্রভৃতি)

অবয়ব তেজ। সূক্ষ্ম-তৈজস পরমাণুর ঘনতম সংযোগ হইলে অগ্নি বলা যায়, আর বিরল ভাব হইলে প্রভা বলিয়া ব্যবহৃত হয়। এখন বিবেচনা কর, যে সকল আগ্নেয় পরমাণু দীপ শিখা (পুঞ্জীভূত আগ্নেয় পরমাণু) হইতে বিশ্লিষ্ট হইয়াছে, পরস্পর বিরলভাবে দূর প্রদেশে চলিয়া গিয়াছে, তাহাদিগের সহিত দীপের বা তাহাদের পরস্পরের সংযোগ নাই অবশ্য বলিতে হইবে, না বলিলে, "দাহ জন্মায় না কেন?"—ইত্যাদি অনেকবিধ আপত্তি উত্থিত হয়। তেমনি, কৃষ্ণসার হইতে যে সকল রশ্মি চলিয়া গিয়াছে, তাহাদিগেরও পরস্পরের সহিত পরস্পরের এবং কৃষ্ণসারের সহিত সংযোগ নাই বলিতে হয়। যদ্যপি না বল, ধারার ন্যায় সম্প্রসারণ শক্তি স্বীকার কর, তথাপি কেবল মাত্র তেজের অপসর্পণ শক্তি দেখিয়া চক্ষুকে তৈজস কল্পনা করা যায় না, কেন না, ওরূপ অপসর্পণ শক্তি অন্য পদার্থেরও দৃষ্ট হয়। প্রাণ বায়ু যে দেহ ত্যাগ না করিয়াও প্রসর্পিত হয়, তাই বলিয়া চক্ষুকে কি বায়বীয় কল্পনা করা যায়। অতএব চক্ষুরিন্দ্রিয়ের ভৌতিকত্ব পক্ষ অতি দুর্ব্বল, আহঙ্কারিক পক্ষই প্রবল (৩)।

ইন্দ্রিয়ের ভৌতিকত্ব পক্ষ যেরূপ সহজ বোধ্য, আহঙ্কারিক পক্ষ সেরূপ নহে, এপক্ষে কিঞ্চিৎ সূক্ষ্ম দৃষ্টি আবশ্যক। বিবেচনা কর, যাবৎবুদ্ধির পরিণাম অহং ভাব। কেন না জগতে যত প্রকার বিশেষ বিশেষ জ্ঞান উপস্থিত হইতে দেখা যায়, তত্তাবতের সঙ্গে 'আমি' বা 'আমার' ইত্যাদি প্রকার অহংভাব অনুস্যূত আছে। যদ্যপি স্থল বিশেষে উক্ত শব্দের 'আমি' বা 'আমার' স্পষ্টত উল্লেখ হয় না বটে তথাপি তাহার অভ্যন্তরে উহা নিহিত আছে সংশয় নাই। যথা 'অ' এই বর্ণটিকে সকল বর্ণের বীজ বলিয়া গণ্য করা হয়, কেন না ঐ 'অ' সমুদায় শব্দের অভ্যন্তরে নিহিত আছে। যেমন কোন বংশীতে ফুৎকার প্রদান করিবা মাত্র তন্মধ্য হইতে একটি অবিকৃত সরল শব্দ সমুত্থিত হয়, অনন্তর অঙ্গুলি দ্বারা বিকৃত হইয়া নানা আকারে প্রকাশ পায়, সেই রূপ প্রাণিদিগেরও প্রথমত জাঠরাগ্নি ও প্রাণ বায়ু সহযোগে উদর কন্দর হইতে একটি অবিকৃত সরল শব্দ উৎপন্ন হয়। এই বিশুদ্ধ সরল শব্দটিকে নাদ বলিয়া ব্যবহার করা হয় এবং ইহার আকার ঐ 'অ' পশ্চাৎ ঐ 'অ' প্রযত্ন অনুসারে কণ্ঠতালু প্রভৃতির আঘাতে বিকৃত হইয়া 'আ' 'ই' 'ক' 'খ' প্রভৃতি বর্ণের উৎপত্তি করে, সুতরাং ঐ 'অ'ই বর্ণ মাত্রের বীজ। এই রূপ অহংতত্ত্বও যাবৎ বিশেষ বিশেষ জ্ঞানের প্রধান বীজ। সুতরাং যাবৎ বিশেষ বিশেষ জ্ঞানের করণ যে ইন্দ্রিয়, তাহাও আহঙ্কারিক অর্থাৎ অহং ভাবের পরিণাম বিশেষ মাত্র। ইন্দ্রিয় যদি আহঙ্কারিক নিশ্চয় হইল, তবে তাহকে অনুভব করিতে হইলে, বুদ্ধি-স্থলাভিষিক্ত করিয়া অনুভব করিতে হইবে। বুদ্ধির অব্যাপ্য পদার্থ জগতে নাই।

একণে, সাংখ্য মতের আহঙ্কারিক ইন্দ্রিয় কি প্রণালীতে বস্তু গ্রহণ করে, তাহা বলা আবশ্যক হইতেছে।

এস্থলে কপিলের অভিপ্রায় যেরূপ হউক, আচার্য্যদিগের বিভিন্ন অভিপ্রায় দৃষ্ট হয়। তন্মধ্যে কেহ কেবল, শক্তিবাদী,—কেবল শক্তি সহকৃত বৃত্তিবাদী। শক্তিবাদী সাংখ্য বলেন, কৃষ্ণসারের এক প্রকার বিষয়গ্রাহিণী শক্তি আছে, তাহাই চক্ষুরিন্দ্রিয় শব্দের বাচ্য। আমরা যাহা দেখি, উহা দৃশ্যমান বস্তুর প্রতিবিম্ব মাত্র। কৃষ্ণসার স্বীয় শক্তিতে

(৩) "ন তেজোঽপসর্পণাত্তৈজসং চক্ষুর্ব্বৃত্তিতস্তৎসিদ্ধেঃ।" (কপিল সূত্র)

আপনার স্বচ্ছাংশে উহা গ্রহণ করে, অনন্তর জ্ঞান জন্মে "ইহা অমুক বস্তু" (৪)।

বৃত্তিবাদী সম্প্রদায় বলেন, যদি কৃষ্ণসার ইন্দ্রিয় না হয়, তবে তাহার শক্তিও ইন্দ্রিয় হইতে পারে না। কারণ,শক্তি পদার্থ কি?—স্বতন্ত্র কি কাহারও অনুগত?—বিবেচনা করিতে গেলে স্পষ্টই প্রতীতি হয় শক্তি, রূপ প্রভৃতির ন্যায় কোন বস্তুর অধীন গুণ-পদার্থ। গুণ কোন ক্রমেই আপনার আশ্রয় ত্যাগ করিয়া অন্যত্র সংগত হইতে পারে না। বিশেষতঃ দ্রব্য ভিন্ন অন্য কোন পদার্থে ক্রিয়া জন্মে না, ক্রিয়া না জন্মিলেও বস্তুর চলন হয় না। যদি শক্তিক্ষেত্রে ক্রিয়া বা চলন না হয়, তবে সে দুরস্থ পদার্থের সহিত কিরূপে সংযুক্ত হইবে?—মনে কর, অগ্নির দাহিকা শক্তি আছে, জলের শৈত্য গুণ আছে, [illegible] সৌরভ আছে,—দাহিক[illegible] শৈত্য গুণ, সৌরভ, ইহারা কি অগ্নি[illegible] পুষ্প পরিত্যাগ করিয়া যা[illegible] কখনই না। তবে যে দুর হইতে তা[illegible] বা স্ফুলিঙ্গ, শৈত্য বা সৌরভ আসিতে দে[illegible] যায়, তাহা কেবল গুণ বা শক্তি নহে—স[illegible] ই আপন আপন আশ্রয় দ্রব্যের পরম[illegible] সহযোগেই আইসে। যদি অগ্নি পিণ্ড হইতে স্ফুলিঙ্গের ন্যায়,কৃষ্ণসার হইতে শক্তিও বি[illegible]ভক্ত হইয়া বিষয় দেশে যায়, এরূপ বল, তাহা হইলে আর মনের সহিত ইন্দ্রিয়ের বা বিষয়ের সম্পর্ক থাকে না। মনের সহিত সম্বন্ধ ব্যতিরেকে জ্ঞানোৎপত্তিও হইতে পারে না। অতএব গোলক বা শক্তি, উভয়ের কেহই ইন্দ্রিয় নহে (৫)।

বৃত্তিবাদী সাংখ্যাচার্য্য শক্তি বাদীকে এই প্রকার দোষ প্রদান করেন বটে, কিন্তু সেই শক্তি যে বিষয় দেশে যাইবে, শক্তি বাদীর অভিপ্রায় যে এরূপ তাহা বোধ হয় না। শক্তি বাদীর অভিপ্রায় এই যে, সে শক্তি চুম্বকের আকর্ষণ শক্তির ন্যায় স্বস্থানে অবস্থিত থাকিয়াই বস্তুর প্রতিবিম্ব গ্রহণ করে(৬)। তন্মতে বস্তু গ্রহণ পদ্ধতি এই রূপ—একটি বৃক্ষ ও কৃষ্ণসার যন্ত্র পরস্পর সম্মুখীন হইয়াছে,মধ্যে শক্তি প্রতিবন্ধক ব্যবধান নাই, এমন হইলে চুম্বক ও লৌহ পরস্পর সম্মুখীন হইবা মাত্র লৌহ শরীরে যেমন এক প্রকার বিষ্টম্ভ অর্থাৎ বিমর্দ্দ উপস্থিত হয়, অনন্তর চুম্বকের আকর্ষণ শক্তি প্রবল বা কার্য্যোন্মুখী হইয়া লৌহকে স্বাভিমুখে আকর্ষণ করে, তৎপ্রভাবে লৌহখণ্ড আকৃষ্ট হইয়া চুম্বকের সহিত সংগত হয়, সেই রূপ, চক্ষু ও বৃক্ষ উভয়ের সাম্মুখ্য প্রভাবে স্বভাব বশতঃ কৃষ্ণসার বিষ্টম্ভিত হইয়া স্বীয় প্রতিবিম্ব গ্রাহিণী শক্তিকে কার্য্যোন্মুখী করিবা মাত্র, তৎপ্রভাবে বৃক্ষটির প্রতিবিম্ব আকৃষ্ট হইয়া, কৃষ্ণসারের স্বচ্ছাংশে গর্ভস্থ ভৌতিক পদার্থ বিশেষের বলে ধৃত হয়, সঙ্গে সঙ্গে তদনুগত বুদ্ধি বৃত্তিও বৃক্ষাকারে পরিণত হয়, নিকটে আত্মা আছেন, ঐ বৃক্ষাকারা বুদ্ধি বৃত্তি আত্মচৈতন্যে উজ্জ্বল হইবা মাত্র জ্ঞান হয় "এই বৃক্ষ"—বৃক্ষটির প্রতিবিম্ব যেরূপ হইয়াছে, জ্ঞানের আকারও ঠিক্ সেই রূপই হইয়াছে। পরিমাণ, রূপ, শাখা, কাণ্ড, পত্র প্রভৃতি সমুদায় বিশেষণ (ভঙ্গী) গুলি যুগপৎ ভান হইয়াছে। এই রূপে অন্তঃকরণ একবার যে আকারে পরি-

(৪) এই ম[illegible]তটি কপিল সূত্র হইতে স্পষ্টত উদ্ধার করা যায় না। তবে[illegible] যে [illegible] কোন আচার্য্য ঐরূপ বলিয়াছেন, বোধ হয় [illegible] বীজ "শক্তিভেদেপি ভেদসিদ্ধৌ"—এই সূত্র। [illegible]ক, এ মত সাধারণ প্রচলিত নহে।

(৫) "ভাগগুণাভ্যাং তত্ত্বান্তরং" (সূত্র) "বিভাগে হি সতি তদ্দ্বারা চক্ষুষঃ সূর্য্যাদিসম্বন্ধো ন ঘটতে, গুণত্বেচ সর্পণাখ্যক্রিয়ানুপপত্তেশ্চ" (ভাষ্য)

(৬) "অথবার্থপ্রতিবিম্বোদ্গ্রহণমেবার্থপ্রকাশকত্বমিন্দ্রিয়াণাং" (ভাষ্য) "প্রতিবিম্বোদ্গ্রাহিণী শক্তিরেব" "অয়স্কান্তবৎ সান্নিধ্যমাত্রেণ তথাত্বং" (বাচস্পতি—তত্ত্বটীকা)

ণত হইবে, অন্তঃকরণের তদবধি সেই আকারে পরিণত হইবার শক্তি জন্মিবে। অন্তঃকরণের এই প্রকার সামর্থ্য জন্মানকে সংস্কার বলে। এই সংস্কার চিরস্থায়ী। যখন যখন ঐ সংস্কারের উদ্বোধক উপস্থিত হইবে, তখন তখনই বুদ্ধি তদাকার প্রাপ্ত হইবে। এই কারণে, বৃক্ষের অভাব হইলেও—চক্ষু নিমীলিত করিলেও—প্রতিবিম্বের ধ্বংস হইলেও—কালান্তরে বা দেশান্তরে সেই বৃক্ষের রূপটি সংস্কার বলে অন্তঃকরণে পুনরুদিত হইয়া থাকে। তাহাতে এই মাত্র প্রভেদ যে, যাহা সংস্কার বলে দৃষ্ট হয়, তাহা অস্পষ্ট, যেমন স্বপ্ন দর্শন(৭)।

বৃত্তিবাদীরা প্রায় এই রূপ বলেন, কেবল দূর বস্তুর প্রতিবিম্ব গ্রহণের নিমিত্ত বিষয় দেশ পর্য্যন্ত অন্তঃকরণের গতি স্বীকার করেন, দৃষ্টান্ত দেখান—যেমন কোন পার্থিব বস্তুতে (কাষ্ঠে বা প্রস্তরে) বিমর্দ্দ উপস্থিত হইলে তদনুগত তেজঃ পদার্থ অগ্নি রূপ ধারণ করে, সেই প্রকার, কৃষ্ণসার বিষ্টম্ভিত হইবা মাত্র তদনুগত অন্তঃকরণ বৃত্তিমান হয়, অর্থাৎ প্রাণ বায়ু যেমন আয়ত হইয়া আচ্ছন্ন ভাবে বহির্গত হয়, তাহার ন্যায় অন্তঃকরণও বিম্বস্থান পর্য্যন্ত প্রসর্পিত হয়। বৃত্তিবাদীর মত এই টুকু মাত্র অতিরিক্ত, নচেৎ আর সকলই সমান(৮)।

উক্ত প্রকারে অন্তঃকরণের বিষয়াকার প্রাপ্ত হওয়া—আত্ম চৈতন্যে উদ্ভাসিত হওয়া—অনন্তর আত্মার প্রতিফলিত হওয়াকে সাংখ্য শাস্ত্রে প্রমা, জ্ঞান, বোধ, ফল, ইত্যাদি নামে ব্যবহার করা হয়। উক্ত প্রণালীর কোন ব্যাঘাত বা ব্যতিক্রম ঘটিলে জ্ঞান জন্মে না, যদি জন্মে তবে তাহা বিপরীত জ্ঞান, যাহাকে আমরা মিথ্যা জ্ঞান, ভ্রম বা আরোপ, অজ্ঞান বা অবিজ্ঞ বলি। কপিল ও কপিল মতের আচার্য্যেরা এই সকল বিষয় বহু বিস্তার করিয়া বলিয়াছেন, আমরা তদপেক্ষা সংক্ষেপে বলিলাম(৯)।

এস্থলে আরও দুই চারিটি সিদ্ধান্ত বাক্য সংক্ষেপে বলা আবশ্যক হইতেছে। চাক্ষুষ প্রত্যক্ষে বাহ্য-আলোকের সাহায্য অপেক্ষা করে এবং বস্তুতে অভিব্যক্ত রূপ ও বৃহত্ত্ব থাকা আবশ্যক,—কাচ প্রভৃতি স্বচ্ছ পদার্থ ভিন্ন অন্য বস্তু মধ্যে ব্যবধান না থাকা উচিত,—বস্তুর সর্ব্ব শরীর প্রত্যক্ষের বিষয় নহে,—এক অর্দ্ধ প্রত্যক্ষের বিষয়, অপরার্দ্ধ অনুমেয়,—গোলক দুইটি হইলেও ইন্দ্রিয় এক,—অতি দূরত্ব প্রভৃতি নব বিধ প্রতিবন্ধক না থাকাও আবশ্যক।

পক্ষী অতি দূরে উঠিলে [illegible] না, লোচনস্থ অঞ্জন বা নাসা মূল অ[illegible]প্য [illegible]শত প্রত্যক্ষ হয় না, গোলক বা ইন্[illegible]র অবঘাত হইলে প্রত্যক্ষ হয় না, বিমন[illegible]ইলেও উপলব্ধি জন্মে না, পরমাণু অতি [illegible]ক্ষ্ম বলিয়া দেখা যায় না, অস্বচ্ছ বস্তু ব্যবধান থাকিলে দেখা যায় না, সৌরালোকে অভি[illegible]ভূত হয় বলিয়া দিবাতে গ্রহ নক্ষত্রের উপলব্ধি হয় না, স্বজাতীয় বস্তুদ্বয় একত্রি[illegible] হইলে, তাহার প্রত্যেকটি লক্ষ্য হয় না, কা[illegible] মধ্যে অগ্নি আছে, দুগ্ধ মধ্যে দধি আছে, ঘৃতও আছে, কিন্তু যাবৎ না তাহা ব্যক্ত হয়, তাবৎ প্রত্যক্ষ হইবে না। অতএব অতি দূরত্ব, অতি সামীপ্য, ইন্দ্রি[illegible]

(৭) "কৃষ্ণসারার্থয়োঃ সাম্মুখ্যে"—(প্রাচীন)

(৮) "বৃত্তিঃ সম্বন্ধার্থং সর্পতি" (কপিল) "যথা পার্থিবোপষ্টম্ভেন তদনুগতাতৈজসোঽগ্নির্ভবতি এবমেব তত্রত্যতেজআদিভূতোপষ্টম্ভেন তদনুগতাহঙ্কারাঙ্কুরাদীন্দ্রিয়াণি"—(ভাষ্য)

(৯) "যৎসম্বদ্ধং স[illegible]কারোল্লেখি বিজ্ঞানং তৎ প্রত্যক্ষম্" (কপিল) [illegible] দ্বারকবুদ্ধিবৃত্তিশ্চ প্রদীপস্য শিখাতুল্যা, [illegible]বাহ্যাথসন্নিকর্ষানন্তরমেব তদাকারোল্লেখিনী ভবতি" (ভাষ্য)

লকের অবঃস্তি, অমনোযোগ, অতি সূক্ষ্মতা, ব্যবধান, অভিভব, সজাতীয় বস্তুর সম্মিলন, অনভিব্যক্ততা,—চাক্ষুষ জ্ঞানের প্রতি এই নববিধ প্রতিবন্ধক আছে(১০)। এই সকল প্রতিবন্ধক যে কেবল প্রত্যক্ষের নিবৃত্তিজনক এমত নহে, প্রত্যুত স্থল বিশেষে বিপর্য্যয়েরও জনক।

এই রূপ নানা স্থানে নানা প্রকার চাক্ষুষ জ্ঞানের কথা বার্ত্তা আছে। কাচাদি স্বচ্ছ পদার্থ ব্যবধান থাকিলে দেখা যায়, আর মলিন পদার্থ থাকিলে দেখা যায় না, ইহার কারণ কি?—আদর্শে দৃষ্ট বস্তুর দর্শন বিপরীত ক্রমে হয় কেন?—নদী তীরস্থ বৃক্ষকে অধঃশির দৃষ্ট হয় কেন?—চন্দ্র প্রতিবিম্বের ভাসমানতা দর্শন না হইয়া গভীর জলের মধ্যে নিমগ্নের ন্যায় দেখা যায় কেন?—কত দূর, কত সামীপ্য, কত সূক্ষ্ম, কত [illegible] যথার্থ দর্শন হয়, কোথা হইতে [illegible] ক্রম আরম্ভ হয়, এই সকল বিষ[illegible]র স্থানে স্থানে থাকিলেও তাহা ও[illegible] করা অনাবশ্যক বোধে পরিত্যাগ কর[illegible]গেল।

[illegible]াংখ্য মতের চাক্ষুষ প্রমাণ সংক্ষেপে সমাধা করা হইল, এক্ষণে চাক্ষুষ ভ্রমের বিষয় কিছু বলা আবশ্যক।

ব্রহ্ম-সাধন।

[illegible] সকল সাধন অপেক্ষা ব্রহ্ম-সাধন সর্ব্ব-[illegible]ভাবে শ্রেষ্ঠ ও আয়াসসাধ্য। শুদ্ধ [illegible]ই নহে, আর আর সমুদায় সাধনের ফলই [illegible] একমাত্র ব্রহ্ম-সাধনের ফলের মধ্যে [illegible] রহিয়াছে; সুতরাং এই সাধনে কৃতার্থতা লাভ করিতে পারিলে আর কোন প্রকার সাধনেরই প্রয়োজন থাকে না। কি ধন, কি যশঃ, কি বিদ্যা যাহাই যিনি সাধন করুন না কেন, একমাত্র অক্ষুণ্ণ শান্তিই সকলের লক্ষ্য। এই রূপ লক্ষ লক্ষ বিষয় সাধন দ্বারা প্রত্যেক হৃদয়ের শান্তি-স্পৃহা যে পরিমাণে পরিতৃপ্ত হয়, একমাত্র ব্রহ্ম-সাধনে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলেই তাহা তদপেক্ষা অধিকতর রূপে পরিতৃপ্ত না হইয়া থাকিতে পারে না। যাঁহার সত্ত্বাতে সত্ত্বান্বিত হইয়া ভূলোক ও দ্যুলোকের কি মহৎ কি সামান্য সমুদায় পদার্থ ও বিষয়ই প্রকাশ পাইতেছে এবং যাঁহার অভাব হইলে সকলই শূন্যে বিলীন হইয়া যায়, তাঁহার সাধনই যে শ্রেষ্ঠতম ও মূলতম সাধন, তাহা বলিবার প্রয়োজন প্রতি অল্প।

যিনি ওঁকারের প্রতিপাদ্য এবং যিনি সৃষ্টির পূর্ব্বেও বিদ্যমান ছিলেন, পরেও থাকিবেন, তাঁহাকে অবিকৃত জ্ঞান দ্বারা প্রত্যক্ষবৎ জানিয়া তাঁহার নিত্য সহবাস লাভ করিতে পারা সাধনের একমাত্র লক্ষ্য। পৃথিবীর সকল দেশের প্রায় সকল লোকেই ঈশ্বর সাধন করিয়া থাকেন, কিন্তু সকলের সাধন সমান নহে। জ্ঞানের স্ফূর্ত্তি ও অনুষ্ঠানের অভিপ্রায় ভেদে ঈশ্বর সাধনের সোপানকে প্রধানতঃ তিন বিভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে; যথা, ১—স্বার্থ সাধন বিভাগ, ২—প্রীতি বিভাগ এবং ৩—যোগ বিভাগ। যে বিভাগে যে রূপ অনুষ্ঠানের প্রাধান্য অধিকতর দৃষ্ট হয়, তদনুসারে তাহা এস্থলে অভিহিত হইল।

১—**স্বার্থসাধন বিভাগ**।—যাঁহারা সাধন সোপানের এই বিভাগে অবস্থিতি করিতেছেন, তাঁহারা ঈশ্বরের অন্য লক্ষণ অপেক্ষা তাঁহার শক্তি অধিকতর উপলব্ধি করেন। ভয়ই ইহাঁদিগের সকল কার্য্যের মূল। এই [illegible] শ্রিত লোকদিগের অনু-

---

(১০) "অতিদূরাৎ সামীপ্যাদিন্দ্রিয়াবিঘাতান্মনোনবস্থানাৎ। সৌক্ষ্ম্যাৎ ব্যবধানাদভিভবাৎ সমানাভিহারাচ্চ।" (ঈশ্বর কৃষ্ণ)।

ষ্ঠান অতি বিচিত্র। কিন্তু তাঁহাদিগের অর্চ্চনা যে ভাবেই নিষ্পন্ন হউক না কেন, সে অর্চ্চনার লক্ষ্য যে অধম তাহা না বলিয়া থাকা যায় না। যাঁহারা ঈশ্বর সাধনের এই সোপানে অবস্থিত, তাঁহাদিগের বিশ্বাসস্থল দেবতা বা দেবতাদিগের ক্রোধ বিদ্বেষাদি নিবারণ করা এবং তদ্ভাবৎ দ্বারা স্বস্ব সাংসারিক সুখ স্বচ্ছন্দতার বর্দ্ধন ও দুঃখ শোক বিপদাদির বিমোচন সাধন করাইয়া লওয়া ভিন্ন উক্ত অর্চ্চনার আর দ্বিতীয় লক্ষ্য নাই। তাঁহাদিগের সহিত ঈশ্বরের যে সম্বন্ধ, তাহা এই রূপ স্বার্থ সাধন রূপ সূত্রেই গ্রথিত। যেমন চাটুকারগণ কোন মহৎ লোকের সন্নিকর্ষ লাভ করিতে পারিলে বাক্‌চাতুর্য্য প্রভৃতি বিবিধ উপায় দ্বারা তাঁহার মনোরঞ্জন করিয়া তাঁহার দ্বারা কখন আপনাদিগের বিপদুদ্ধার এবং কখন আপনাদিগের সুখ স্বচ্ছন্দতা বর্দ্ধন করাইয়া লয় এবং যেমন স্বার্থ সাধনের ব্যাঘাত জন্মিলে তাহারা আর সেই ব্যক্তির ছায়া দর্শনও করে না, সেই রূপ যাঁহারা সাধনের এই বিভাগের অধিবাসী, তাঁহারা বিবিধরূপ পূজোপহার দ্বারা স্বস্ব বিশ্বাস ভাজন দেবতার তুষ্টি সাধন করিয়া তাঁহার দ্বারা আপনাদিগের বিপদুদ্ধার ও সুখ-স্পৃহা-তৃপ্তি কার্য্যের অসাধ্য অংশ সাধন করাইয়া লইবার চেষ্টা করেন কিন্তু তাহাতে কৃতকার্য্য না হইলে ঈশ্বরের সহিত আর কোন সম্বন্ধ রাখেন না। তাঁহারা কখনই ঈশ্বরের মাহাত্ম্য অনুভব করিয়া তাঁহার প্রতি বিশুদ্ধ প্রীতি স্থাপন করেন না। পূজার্চ্চনা কালে তাঁহারা যে কিঞ্চিৎ ভক্তির ভাব প্রকাশ করেন, তাহা সম্পূর্ণরূপে স্বার্থ সাধনের ব্যাঘাত-ভয়-সম্ভূত। যে প্রীতি স্বার্থ-সমুৎপন্ন তাহা প্রীতিই নহে। এই প্রকার লোকের সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। পৃথিবীতে যত [illegible]—যত ধর্ম্ম সম্প্রদায় আছে, সকলই এই রূপ লোকে প্রায় পরিপূর্ণ।

২—প্রীতি বিভাগ।—যাঁহারা এই বিভাগে বিচরণ করেন, তাঁহারা বাহ্য জগৎ ও আত্মার অন্তর প্রদেশ পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা পরমেশ্বরের সত্ত্বা, কর্ত্তৃত্ব ও মাহাত্ম্য উপলব্ধি করিয়া তাঁহাকে প্রীতি করেন এবং যাহা তাঁহার প্রিয় কার্য্য বলিয়া বুঝিতে পারেন, তাহাই প্রফুল্ল চিত্তে সাধন করেন। যাঁহারা প্রকৃত রূপে এই সোপানে উত্থিত হয়েন, অন্যের ন্যায় তাঁহাদিগেরও সুখ স্পৃহা থাকে বটে, কিন্তু তাহা সকল সত্য, সকল সৌন্দর্য্য ও সকল সম্পদের একমাত্র আধার স্বরূপ ব্রহ্মের সেবা ব্যতীত আর কিছুতেই সমধিক পরিতৃপ্ত হয় না। তাঁহারা যে ব্রহ্মকে প্রীতি করেন, সেবা করেন, তাহাতে স্বার্থের কিছু মাত্র যোগ নাই। সাধারণ দৃষ্টিতে এই কথাটি অসঙ্গত [illegible] বলিয়া প্রতীয়মান হইতে প[illegible] কিন্তু বাস্তবিক ইহা নিতান্ত সত্য। [illegible], বিশুদ্ধ সৌন্দর্য্য এবং বিশুদ্ধ মহত্ত্ব [illegible] করিলেই যদি মানব হৃদয় হইতে নি[illegible] প্রীতি-স্রোত প্রবাহিত হওয়া অসঙ্গত না [illegible], তাহা হইলে এই বিভাগস্থিত লোকদিগের নিঃস্বার্থ ভাবে ব্রহ্মকে প্রীতি ও সেবা করা কিছু মাত্র অসঙ্গত বা অসম্ভব হইতে পারে না; কারণ তাঁহারা ইহ জগৎ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া এক মাত্র ব্রহ্মকেই সকল সত্য, স[illegible] সৌন্দর্য্য ও সকল মহত্ত্বের কেন্দ্র স্বরূপ [illegible]পলব্ধি করেন। এই বিভাগস্থিত [illegible]গণ পূর্ব্বোক্ত স্বার্থসাধনাকাঙ্ক্ষীদিগে[illegible] ঈশ্বরের নিকট কোন প্রকার ফল [illegible] প্রার্থনা করেন না বটে, কিন্তু তাঁহাদিগের নিঃস্বার্থ প্রীতি হইতে যে কোন ফলই উৎপন্ন হয় না, এমত নহে। তাঁহারা ঈশ্বরে প্রীতি স্থাপন করিয়া সততঃ যে রূপ অনুপম

আনন্দ উপভোগ করেন, তাহা বাক্যে প্রকাশ করা সুকঠিন। উক্ত আনন্দ লাভের জন্য তাঁহারা কিছু মাত্র যত্ন না করিলেও তাহা আপনা হইতে আসিয়া তাঁহাদিগের হৃদয় মন প্লাবিত করিতে থাকে। পৃথিবীর অতি অল্প লোক সাধনের এই প্রদেশের সুস্নিগ্ধ সমীরণ উপভোগ করিতে সমর্থ। এই প্রদেশে উত্থিত হওয়া বিস্তর কঠোর সাধন সাপেক্ষ। জ্ঞান পরিমার্জ্জন ও মনের সংসারাসক্তি হ্রাস করিবার জন্য যে সকল কৃচ্ছ্র সাধন আবশ্যক, তত্তাবতের প্রতি যাঁহারা পরাঙ্মুখ, তাঁহারা এই সোপানে উত্থিত হইতে গেলে স্খলিত-পদ হইয়া প্রথম সোপানে তাঁহাদিগকে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেই হয়।

৩—যো[illegible] বিভাগ।—ইহাই ব্রহ্ম সাধনের [illegible] ভাগ। যাঁহারা এই বিভাগে বি[illegible] প্রত্যক্ষ হয় তাঁহারা পরিস্ফুট ও অবিকৃত জ[illegible] সামী [illegible] বাহ্য জগতে, তেমনি স্বস্ব [illegible] পরমাত্মার সাক্ষাৎকার লাভ ক[illegible]রেন। প্রীতি-বিভাগস্থিত ব্যক্তিরাও ইহাঁদিগের ন্যায় বাহ্য জগৎ ও আত্মাতে পরমাত্মার সাক্ষাৎকার লাভ করেন বটে, কিন্তু তাঁহাদিগের দর্শন অপেক্ষা ইহাঁরদিগের দর্শন অনেক গুণে পরিস্ফুট ও বিস্তৃত। যেমন দীপশিখা বা দগ্ধ লৌহপিণ্ডের [illegible] দৃষ্টিপাত করিলে দীপ্তিমান অগ্নি ভিন্ন তৈল-বাষ্প বা লৌহ কিছুই লক্ষিত হয় না, সেইরূপ কি বহির্জ্জগৎ কি অন্তর্জ্জগৎ সর্ব্বত্রই এক মাত্র সুমহান্ ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই ইহাঁদিগের নিকট লক্ষিত হয় না। ফলতঃ ইহাঁরা নিরন্তর ব্রহ্ম সাগরেই নিমগ্ন থাকেন। ইহাঁরা দৃশ্যতঃ পৃথিবীতে বিচরণ করেন, বায়ুতে শ্বাস গ্রহণ ও পরিত্যাগ করেন, পান আহার দ্বারা জীবন ধারণ করেন এবং দর্শন, শ্রবণ, ঘ্রাণ, আস্বাদন প্রভৃতি ই[illegible] দ্বারা বিবিধ বিষয় উপভোগ করেন বটে, কিন্তু ইহাঁরা যখন যাহা করেন, সকলই ব্রহ্মেতে সমর্পিত হয়। ইহাঁদিগের সকল কার্য্যের লক্ষ্য, আশ্রয়, উপায় এক মাত্র ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই নহে। ইহাঁরা এই রূপ ব্রহ্মের সহিত জ্ঞানতঃ ওতপ্রোত ভাবে যুক্ত হইয়া তাঁহাতেই অবস্থিতি করেন।

যাঁহারা এই বিভাগের অধিবাসী, আপনাদিগের সুখ দুঃখ তাঁহাদিগের লক্ষ্য নহে, পরমাত্মার প্রতি প্রীতি বা অপ্রীতি প্রকাশ করাও তাঁহাদিগের লক্ষ্য নহে, কিন্তু তাঁহার সহিত সম্পূর্ণ জ্ঞানযোগই তাঁহাদিগের এক মাত্র লক্ষ্যের বিষয়। পরমাত্মার সহিত তাঁহাদিগের যে অব্যবহিত যোগ, কখন তাহার অভাব ঘটিলেই তাঁহারা কাতর ও ব্যাকুল হয়েন, কিন্তু তাহা লাভ করিলে তাঁহারা হর্ষে স্ফীত হয়েন না। যেমন স্বাস্থ্যের অভাব হইলে সকলেই কাতর ও ব্যাকুল হয়েন, কিন্তু তাহা হস্তগত থাকিলে কেহই তাহা লইয়া কোন প্রকার আনন্দোৎসব করেন না; যেমন নিদ্রিত শিশুর মুখ হইতে মাতৃস্তনাগ্র বাহির করিয়া ফেলিলে সে অমনি ক্রন্দন করিয়া উঠে, কিন্তু তাহা তাহার মুখাভ্যন্তরে থাকিলে, সে হর্ষের কোন চিহ্নই প্রকাশ করে না; এবং যেমন চুম্বক দণ্ডের দুই প্রান্ত পরস্পর অসংযুক্ত থাকিলেই তাহারা লৌহ প্রভৃতিকে আকর্ষণ করিবার জন্য ব্যগ্র হয়, কিন্তু অন্য লৌহ খণ্ড দ্বারা তাহাদিগকে পরস্পর সংযুক্ত করিয়া দিলে তাহাদিগের কোন প্রকার শক্তি স্ফূর্ত্তির আভাস পাওয়া যায় না, সেইরূপ যাঁহারা পরমাত্মার সহিত অব্যবহিত যোগে আবদ্ধ হইয়া থাকেন, তাঁহারা তাহার অভাবেই ব্যাকুল হয়েন, কিন্তু তাঁহার সহবাসে কিছু মাত্র [illegible]ঘান্বিত হয়েন না। এই [illegible]গের অপর্য্যাপ্ত বিম-

লানন্দ লাভ হয় বটে, কিন্তু সেই লাভ তাঁহাদিগের যেমন অযাচিত তেমনি আবার অননুভুত। তাঁহারা নিজের সুখ বা দুঃখের অনুরোধে কোন কার্য্যই করেন না, কিন্তু যাহা আত্মার সর্ব্বস্ব পরমাত্মার সাক্ষাৎ আদেশ বলিয়া উপলব্ধি করেন, তাহাই প্রাণপণে কার্য্যে পরিণত করেন। তাঁহারা অদ্বিতীয় পরমাত্মাকে আদর্শ স্বরূপ জানিয়া তাঁহারই কার্য্য প্রণালী অনুসারে সমুদায় কার্য্য সাধন করেন। পরমাত্মার সহিত ওতপ্রোত ভাবে অবস্থিত যে এই বিশ্ব, ইহার কিছুই তাঁহাদিগের নিকট অপবিত্র বা নীচ বলিয়া প্রতিভাত হয় না। পৃথিবীতে এই রূপ লোকের সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অল্প। এই বিভাগের অধিবাসী হইতে গেলে যার পর নাই কঠিন সাধন সকল আবশ্যক। আত্মার সত্ত্ব গুণের সম্যক্ স্ফূর্ত্তি ব্যতিরেক কেহই এই বিভাগের সীমা মধ্যে পাদক্ষেপ করিতে সমর্থ হয়েন না। রজস্তমের নির্ব্বাণ সাধন করিতে না পারিলে সত্ত্ব গুণের সম্যক্ বিকাশ সাধন করা অসম্ভব; সুতরাং তাহা যে কত দুর বিমল-জ্ঞান-স্ফূর্ত্তিসাপেক্ষ তাহা বলা সুকঠিন।

উল্লিখিত তিনটি সোপানের মধ্যে যেটি সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ, তাহাতে উত্থান করিবার নিমিত্ত কি রূপ উপায় সকল আমাদিগের অবলম্বন করা কর্ত্তব্য, তাহা অতঃপর পর্য্যালোচনা করিয়া দেখা যাইতেছে।

ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

বর্ত্তমান কালে ধর্ম্মভাবের হ্রাস।

সভ্যতার পুরাবৃত্ত পর্য্যালোচনা করিলে প্রতীত হইবে যে, যখন মনুষ্য প্রকৃতির উপরে আধিপত্য অধিক স্থাপন ক[illegible] হয় না, তখন লোকে ধর্ম্মপ[illegible] প্রকৃতির উপর মনুষ্যের আধিপত্য বৃদ্ধি এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে ইন্দ্রিয় সুখের বৃদ্ধি হইতে থাকে, ততই ধর্ম্মের প্রতি তাহার শ্রদ্ধার হ্রাস হয়। ইউরোপ খণ্ডের লোকে এক্ষণে লোকসমাজের এই অবস্থায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। তাঁহাদিগের সভ্যতা ইন্দ্রিয়-সুখ-প্রধান। যতই বাষ্পীয় পোত, লৌহবর্ত্ম, তাড়িত বার্ত্তাবহের শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে, ততই ধর্ম্মের প্রতি লোকের শ্রদ্ধা ক্রমশঃ হ্রাস হইয়া আসিতেছে। সম্প্রতি এক জন ইউরোপীয় গ্রন্থকর্ত্তা লিখিয়াছেন যে ইউরোপ খণ্ডের অনেক স্থানে পূর্ব্বের সঙ্গে তুলনায় অতি অল্প লোকই ঈশ্বরোপাসনার সময় গির্জায় উপস্থিত থাকে। সংশয়বাদীর সংখ্যা এবং ধর্ম্মের প্রতি ঔদাসীন্যভাব অবলম্বনকারী ব্যক্তির সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে। শক্তি, লোক সমাজের অবস্থা যে চিরকাল, জল, থাকিবে এমন বোধ হয় না। ?—[illegible] অবশ্য আসিবে, যখন পৃথিবী[illegible] সভ্যতা অর্থাৎ ধর্ম্ম-প্রধান-সভ্যতার [illegible] হইবে। সে সভ্যতার ভিতর বর্ত্তমান ইন্দ্রিয় সুখসাধক সভ্যতা ভুক্ত থাকিবে কিন্তু ইন্দ্রিয় সুখেচ্ছা ধর্ম্মপ্রবৃত্তির অধীন হইয়া কার্য্য করিবে।

এক্ষণে ইউরোপীয় সভ্যতা ভারতবর্ষে প্রবেশ করিতেছে; সেই সভ্যতার সঙ্গে [illegible] ধর্ম্মের প্রতি ঔদাসীন্য ভাবও প্রবেশ করিতেছে। এক্ষণে শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের মধ্যে ধর্ম্ম ভাবের বিলক্ষণ বিরলতা দৃষ্ট হয়। প্রচলিত ধর্ম্মে তাঁহাদিগের বিশ্বাস শিথিল হইয়াছে কিন্তু শ্রেষ্ঠতর ধর্ম্মে বিশ্বাস তাঁহাদিগের হৃদয়ে সঞ্চারিত হয় নাই। শিক্ষিত দলের মধ্যে প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মে আন্তরিক বিশ্বাস প্রায় কাহারো নাই। যাঁহারা হিন্দু [illegible] চূড়ামণি বলিয়া বিখ্যাত ও খ্যাত্য-

খাদ্য বিষয়ে হিন্দু আচার পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পালন করেন, ইংরাজী শিক্ষার প্রভাবে তাঁহাদিগেরও প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মের দেব দেবীতে বিশ্বাস নাই। খাদ্যাখাদ্য বিষয়ে যাঁহারা হিন্দু আচার পালন করেন, তাহাদিগের কথা আমরা বলিলাম। যাঁহারা খাদ্যাখাদ্য বিষয়ে উক্ত আচার পালন করেন না, তাঁহারদিগের বিশ্বাস ও আচরণ পরস্পর আরো অসঙ্গত। দালানে দেবীর পূজা হইতেছে; এদিকে বৈঠকখানায় অভক্ষ্য ভক্ষণ ও অপেয় পান চলিতেছে। এক্ষণে এমনি দাড়াইয়াছে যে প্রচলিত ধর্ম্মে লোকের আন্তরিক বিশ্বাস না থাকুক কিন্তু বিবাহ শ্রাদ্ধ প্রভৃতি কয়েকটি গুরুতর ক্রিয়া উপলক্ষে নির্দ্দিষ্ট পৌত্তলিক-ক্রিয়া-পদ্ধতি অনুসারে কার্য্য করিলে লোকে আর কিছুই বলে না। যে সমাজ ধর্ম্ম বিষয়ে অসার, সে অন্য সকল বিষয়েতেও অসার হইয়া পড়ে। যে সমাজে ধর্ম্ম বিষয়ে একরূপ অসারতা প্রবেশ করিয়াছে, তাহার সমূহ অমঙ্গল ঘটিবার সম্ভাবনা। বঙ্গদেশে এক্ষণে হিন্দু সমাজ এইরূপ অবস্থায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। এ প্রকার অশুভ অবস্থার একমাত্র ঔষধ পরম পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্ম। এই ব্রাহ্মধর্ম্ম হইতেই আমরা ভারতবর্ষের ভাবী মঙ্গল সম্পূর্ণ রূপে প্রত্যাশা করি কিন্তু ব্রাহ্মদিগের বর্ত্তমান অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে আরো ক্ষোভ প্রাপ্ত হইতে হয়। মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের মৃত্যুর পর যখন ব্রাহ্মধর্ম্মের আন্দোলন পুনরায় আরম্ভ হইল, তখন ব্রাহ্মদিগের এক ভাব ছিল, এখন তাঁহাদিগের আর এক ভাব দাঁড়াইয়াছে। তখন ব্রাহ্মে ব্রাহ্মে পরস্পর সাক্ষাৎ হইলে কেবল ঈশ্বরপ্রসঙ্গ হইত। এক্ষণে ব্রাহ্মে ব্রাহ্মে পরস্পর সাক্ষাৎ হইলে কেবল বিস্বাদ ও বিবাদোত্তেজক সম্বাদপত্রের উক্তি কথা হইয়া থাকে। ভগবদ্গীতাতে উক্ত হইয়াছে যে "মচ্চিত্তা মদ্গতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরং। কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তিচ রমন্তিচ"। "যাঁহারা ঈশ্বরগত-প্রাণ ও ঈশ্বরগত-চিত্ত, তাঁহারা পরস্পরকে ঈশ্বরের স্বরূপ বুঝাইয়া দেন, তাঁহারা তাঁহারই বিষয়ে সর্ব্বদা কথা কহেন, তাঁহাতেই তাঁহাদিগের আনন্দ, তাঁহাতেই তাঁহারা সর্ব্বদা রমণ করেন।" ব্রাহ্মের লক্ষণ এই শ্লোকে কি সুন্দর রূপে বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু এক্ষণে ব্রাহ্মের লক্ষণ অন্য রূপ দাঁড়াইয়াছে। এক্ষণে তাঁহারদিগের চিত্ত ঈশ্বরের প্রতি অর্পিত না হইয়া ধর্ম্মান্দোলন ও ধর্ম্মের বাহ্য আড়ম্বরের প্রতি অর্পিত হইয়া রহিয়াছে। তাঁহারা ঈশ্বরের স্বরূপ পরস্পরকে না বুঝাইয়া ব্রাহ্ম-নেতাদিগের স্বরূপ পরস্পরকে বুঝাইয়া দেন। তাঁহাদিগের বিষয়ে তাঁহারা সর্ব্বদা কথা কহেন; এইরূপ কথাতেই তাঁহাদিগের বিশেষ আহ্লাদ জন্মে; এই রূপ প্রসঙ্গে তাঁহাদিগের চিত্ত সর্ব্বদা রমণ করে। অনেকেই আক্ষেপ করেন যে ব্রাহ্মদিগের ধর্ম্মোৎসাহ স্থায়ী হয় না। অধিকাংশ ব্রাহ্ম সম্বন্ধে এইরূপ দেখা যায় যে তাঁহারা যত দিন অজাতশ্মশ্রু থাকেন, ততদিন ব্রাহ্মধর্ম্মে তাঁহাদিগের শ্রদ্ধা থাকে; শ্মশ্রু বিনির্গত হইলেই সে শ্রদ্ধা অন্তর্হিত হয়। এক সময়ে ব্রাহ্মদিগের মধ্যে কেবলই ধর্ম্ম সঙ্গীত গান, উপাসনার পর উপাসনা ও ধর্ম্মালোচনার পর ধর্ম্মালোচনা দৃষ্ট হয়; কিছু দিন পরে তাহার চিহ্ন মাত্রও দেখা যায় না। ব্রাহ্মদিগের ধর্ম্মোৎসাহের একরূপ হ্রাসের কারণ কি? ইহার দুই কারণ আছে। প্রথমতঃ ব্রাহ্মধর্ম্ম অতি উচ্চ ধর্ম্ম, অতি মহৎ ধর্ম্ম। অবতারবাদ ও পৌত্তলিকতা সম্পর্ক শূন[illegible]ল নিরাকার অতীন্দ্রিয় [illegible]নার জন্য মনের

বল অত্যন্ত আবশ্যক করে। এপ্রকার বল অনেকের নাই। যাঁহারা স্বভাবতঃ দুর্ব্বল,তাঁহাদিগের পক্ষে বলোপার্জ্জনের জন্য ধর্ম্মের প্রাত্যহিক নিয়ম পালন আবশ্যক কিন্তু ব্রাহ্মদিগের মধ্যে এরূপ ধর্ম্মের প্রাত্যহিক নিয়ম পালন দৃষ্ট হয় না। প্রচলিত হিন্দু ধর্ম্মে যাঁহাদিগের আন্তরিক বিশ্বাস আছে, তাঁহারা দেবপূজা না করিয়া জল গ্রহণ করেন না কিন্তু কয় জন ব্রাহ্ম তাঁহাদিগের উপাস্য গৃহদেবতা সম্বন্ধে এরূপ করিয়া থাকেন? ব্রাহ্মদিগের মধ্যে ধর্ম্ম সাধন অপেক্ষা ক্ষণিক ধর্ম্মোন্মত্ততার ভাব অধিক প্রবল। ক্ষীণ লোকে যেমন মদ্যপান করিয়া মত্ত হয় এবং মত্ততার সময় বলের কার্য্য করে কিন্তু সেই মত্ততার ভাব অপগত হইলে পূর্ব্বকার ক্ষীণ অবস্থায় পুনরাবর্ত্তন করে, তেমনি অধিকাংশ ব্রাহ্ম ধর্ম্মোন্মত্ততায় মত্ত হইয়া ভক্তির প্রবলতা প্রদর্শন করেন কিন্তু সেই মত্ততার ভাব বিগত হইলে পূর্ব্বকার আধ্যাত্মিক ক্ষীণ অবস্থায় পুনরাবর্ত্তন করেন।

উভয় প্রচলিত ধর্ম্মাবলম্বীদিগের অবস্থা এবং ব্রাহ্মদিগের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে প্রতীত হইবে যে বঙ্গদেশে এক্ষণে ধর্ম্ম ভাবের বিলক্ষণ হ্রাস হইয়াছে। যে দেশে ধর্ম্ম ভাবের হ্রাস হয়,সে দেশের উন্নতি হওয়া দূরে থাকুক, তাহার সম্বন্ধে সকল প্রকারে অমঙ্গল ঘটিবার সম্ভাবনা। হিন্দু সমাজের এরূপ শোচনীয় অবস্থা আর কত কাল থাকিবে? হে ধর্ম্ম! তুমি আর্য্য জাতির প্রাণ স্বরূপ; তুমি কোথায় অন্তর্হিত হইলে? তুমি ভারতে পুনরায় দর্শন দেও যে ভারত পুনর্জ্জীবিত হউক।

বৈজ্ঞানিক সংবাদ।

ওয়ালটর নোয়েল হার্টলি সাহেব, কিয়ৎ দিবস হইল, "বায়ু ও জীবনের সহিত তাহার সম্বন্ধ" এই বিষয়ক চারিটী বক্তৃতা পাঠ করিয়াছিলেন। তিনি বলেন, যে, পু, ডিবেরিনে, টমসন্ প্রভৃতি সাহেবগণ যে বলেন,যে অক্সিজেন ও নাইট্রোজেনের কোন নির্দ্দিষ্ট অংশের সম্মিলনে বায়ু বিরচিত হয়, তাহা যথার্থ নয়। তিনি বলেন যে বিভিন্ন অবস্থায়, অক্সিজেন ও নাইট্রিজিনের বিভিন্ন অংশ মিশ্রিত হইয়া বায়ু উৎপন্ন হয়। এই দুই উপকরণ কখনই সকল সময়ে এক রূপ নিয়মে মিশ্রিত হয় না। এইরূপ মিশ্রতার তারতম্যের উপর, তদুৎপন্ন বায়ুর গুণাগুণ নির্ভর করে। সমুদ্রের তটের বায়ুর সহিত, কোন জনপূর্ণ লোকালয়ের বায়ুর যে আমরা স্পষ্ট প্রভেদ উপলব্ধি করি, তাহা যে শুদ্ধ আমাদের কল্পনা তাহা নহে। বায়বীয় উপকরণের মিশ্রতার তারতম্যই উহার এক মাত্র কারণ। হার্টলি সাহেব উপকরণের ভিন্ন ভিন্ন অংশ সংযোগে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার বায়ু রচনা করিয়া, তাহাদিগের গুণাগুণ শ্রোতৃবর্গের নিকট বিবৃত করিয়াছিলেন।

আমাদের দেহস্থ স্নায়ু মণ্ডলীর উত্তেজন শীলতা কিসে বর্দ্ধিত ও কিসে প্রশমিত হয়, এতৎ সম্বন্ধে, আচার্য্য রথ্‌ফোর্ড সাহেব সম্প্রতি এক বক্তৃতা করেন। তিনি পরীক্ষা দ্বারা দেখাইয়াছিলেন, যে শৈত্যে, স্নায়ুর উত্তেজন শীলতা প্রশমিত, ও উত্তাপে তাহা বর্দ্ধিত হয়। আরও তিনি বলেন, যে যেমন এক দিকে আহার বন্ধ করিলে স্নায়ু জালের উত্তেজনশীলতা বিনষ্ট হইয়া, অবশেষে পক্ষাঘাত উৎপন্ন করে, সেই রূপ আবার পুষ্টি সাধনের ন্যূনতা উপস্থিত [illegible]ল, স্নায়ুর উত্তেজনশীলতা প্রশমিত না

হইয়া, বরং আরও বৰ্দ্ধিত হয়। অত্যন্ত বলবান্ ব্যক্তিগণকেও, অনাহার, রক্ত হানি, অথবা অতি পরিশ্রম প্রযুক্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িলে, অতিশয় উত্তেজন-প্রবণ হইতে দেখা যায়। চীৎকারে তাঁহাদিগের বিরক্তি জন্মে, উজ্জ্বল আলোকে তাঁহাদিগের চক্ষু পীড়িত হয়, ও তাঁহাদিগের অন্তঃকরণ সহজেই নানা প্রকার ক্লেশ-জনক চিন্তায় অভিভূত হয়। কিন্তু এই প্রকার বৰ্দ্ধিত উত্তেজন-প্রবণতার মূল কারণ—এখনও পর্য্যন্ত অবিদিত রহিয়াছে। ফিক্ সাহেব কৃত শিরাগতি নিরূপক যন্ত্রে কি রূপে শিরা গতির পরিমাণ হয়, তাহাও রথর্ফোর্ড্ সাহেব বক্তৃতা কালীন দেখাইয়াছিলেন। ভেকের স্নায়ুর বেগ এক সেকেণ্ডে ৯০ ফিট্, ও মানবদেহে ছয় স্নায়ুর বেগ এক সেকেণ্ডে প্রায় ১১১ ফিট্ দৃষ্ট হয়। এইরূপ বেগ উত্তাপ দ্বারা বৃদ্ধি ও শৈত্যের দ্বারা হ্রাস হইয়া থাকে এবং ভেক ও মনুষ্য শরীরের শীতোত্তাপের বিভিন্নতা প্রযুক্তই, তাহাদিগের স্নায়ু বেগের এই রূপ হ্রাস বৃদ্ধি দেখিতে পাওয়া যায়। যাহাতেই উত্তেজন-প্রবণতা বৃদ্ধি হয়, তাহাতেই বেগেরও বৃদ্ধি হইয়া থাকে। আলোক, এক সেকেণ্ডে, ১৯৫,০০০ মাইল ও বিদ্যুতীয় পদার্থ, তার যোগে, ৮৭,৫০০ মাইল পরিভ্রমণ করে। ইহাদের তুলনায় স্ন[illegible] বেগের পরিমাণ কত অল্প।

কয়লা খনির গর্ভে এক প্রকার দাহ্য গ্যাস উৎপন্ন হয়, এই গ্যাস্ অগ্নি সংযোগে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলে, তাহা হইতে কার্বনিক অ্যাসিড্ গ্যাস্ নির্গত হয়। অনেক সময় এইরূপ ঘটনা হয় যে যাহারা খনি গর্ভে কার্য্য করে, তাহারা এই গ্যাসে আচ্ছন্ন হওত নিঃশ্বাস রুদ্ধ হইয়া মৃত্যু গ্রাসে পতিত হয়। এই বিপন্ন ব্যক্তিগণকে উদ্ধার করিবার জন্য খনির গভীরতম প্রদেশে প্রবেশ করিতে প্রায়ই অধিক বিলম্ব হইয়া থাকে। যে সকল খনিতে এইরূপ বিষবৎ গ্যাস উৎপন্ন হইবার আশঙ্কা থাকে, সেখানে যাহাতে, আলোক লইয়া, নির্ব্বিঘ্নে ও নির্ভয়ে পরিভ্রমণ করা যাইতে পারে, তাহার জন্য একটী যন্ত্র এক জন ফরাসিস কর্তৃক সম্প্রতি নির্ম্মিত হইয়াছে। যে যুক্তি অনুসারে, ডুবুরিগণ জল গর্ভে প্রবেশ করিবার সময়, এক প্রকার শিরস্ত্রাণ ও বায়ু-নল ব্যবহার করে, ঠিক সেই যুক্তি অবলম্বন করিয়াই এই যন্ত্রের রচনা হইয়াছে। রচয়িতার নাম ডেনেরুজ্। ইনি এক জন ফরাসীস জাতীয় যন্ত্রবিৎ পণ্ডিত। দশ বৎসর পূর্ব্বে রুকোরাল সাহেব যে যন্ত্রের সূত্রপাত করিয়াছিলেন, তাহারই উন্নতি সাধন করিয়া এই যন্ত্র নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহার নাম এয়ীরোফোর্। প্রথমতঃ কতকগুলি লঘু চোঙ্গায় বায়ু পূর্ণ করিবার নিমিত্ত, একটী বায়ু-যন্ত্র ব্যবহৃত হয়, এই যন্ত্রের মধ্যে দুইটী জলের স্তর আছে। এই দুই স্তরের মধ্যে বায়ু আবদ্ধ। বায়ুকে এই দুই জল রাশির মধ্যে দিয়া সঞ্চালিত করিয়া, শীতল ও ঘনীভূত করা হয়। উপরোক্ত, লঘু বহনীয় চোঙ্গা সকল এই ঘনীভূত বায়ুর দ্বারা পূর্ণ করত, খনি গর্ভে নীত হয়। যাহারা খনি গর্ভে থাকে, তাহারা এই চোঙ্গাস্থিত বায়ু ব্যবহার করে। তাহাদিগের মুখে একটী মুখ নল থাকে—এই মুখ নল আর একটী নলের সহিত যুক্ত, —এই নলের সহিত বায়ুর আধারের যোগ। বায়ু-আধারস্থিত সমস্ত ঘনীভূত বায়ু যদি একেবারে, মুখে ও নাসারন্ধ্রের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়, তাহা হইলে সেই বায়ুর বেগ কখনই সহ্য করা যাইতে পারে না। এই জন্য তাহাদিগের পৃষ্ঠ দেশে আর একটী বায়ু-নিয়ামক যন্ত্র স্থাপিত থাকে। এই নিয়ামক যন্ত্রের মধ্যে [illegible] ই যে ইহা ওজনে ৪ সের

মাত্র। এই যন্ত্রের সাহায্যে, পূর্ব্বোক্ত ঐ ঘনীভূত বায়ু নিঃশ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গে, অল্পে অল্পে, মুখে ও নাসারন্ধ্রে প্রবিষ্ট হয়। এতদ্ব্যতীত আর একটী নিয়ামক যন্ত্র আছে। খনিস্থিত ব্যক্তিগণের সঙ্গে যে প্রদীপ থাকে, এই প্রদীপের আলোক পোষণ করিবার জন্য, অল্প অল্প বায়ু, ঐ নিয়ামক যন্ত্রের মধ্য দিয়া সঞ্চালিত করিয়া, প্রদীপের মধ্যে নীত হয়। এই রূপে এই বায়ু-নিয়ামক ও প্রদীপ-নিয়ামক যন্ত্র অবলম্বন করিয়া, মুখে একটী মুখ নল ধারণ পূর্ব্বক আর একটী নলে নাসারন্ধ্র রুদ্ধ করত ও অনিষ্টকর ধূম হইতে চক্ষুকে রক্ষা করিবার জন্য এক প্রকার চস্‌মা ধারণ করত, খনি গর্ভস্থিত অনিষ্টকর বিষবৎ গ্যাসের মধ্যে দিয়া অনায়াসে ও নির্ব্বিঘ্নে বিচরণ করা যাইতে পারে।

পিগ্‌মি নামক এক প্রকার খর্ব্বাকার মনুষ্য জাতির বিবরণ যাহা হোমর প্রভৃতি, গ্রিশীয় কবিদিগের গ্রন্থে পাঠ করা যায়, তাহা নিতান্ত কল্পনা সম্ভূত নয়। সভাইনফর্থ নামক এক জন প্রসিদ্ধ জর্ম্মণ দেশীয় পরিব্রাজক বলেন, যে সম্প্রতি আফ্রিকা দেশের আলবর্ট নিয়ানজা প্রদেশে এক প্রকার খর্ব্বাকার মনুষ্য জাতি তিনি দেখিয়াছেন। ডুসেয়ু নামক এক জন ফরাসীস্ পরিব্রাজকও বলেন যে তিনি একবার এইরূপ খর্ব্বাকার মনুষ্য জাতির সংস্রবে আসিয়াছিলেন। সাধারণতঃ তাহাদিগের শরীরের উচ্চতা ৪ ফিট্ ৭ ইঞ্চি।

কিছু দিন হইল, সর্ জন লবক্ সাহেব, "বোল্‌তা ও মৌমাছির সংস্কার" এই বিষয়ক একটী প্রস্তাব ইংলণ্ডীয় কোন বিজ্ঞান সভায় পাঠ করিয়াছিলেন। হ্যবর্ সাহেব, তাঁহার "পিপীলিকার প্রাকৃতিক ইতিহাস" নামক গ্রন্থে বলেন, যে সঙ্গীগ[illegible] দিবার এক প্রকার প্রথা বোল্‌তাদিগের মধ্যে প্রচলিত আছে, এবং একটী বোল্‌তা কিঞ্চিৎ মধু কিম্বা চিনি সংগ্রহ করিতে পারিলেই অল্পক্ষণের মধ্যেই, আর এক শত বোলতাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া আইসে। কিন্তু লবক্ সাহেব বলেন, এই বিবরণটীর সত্যতা পরীক্ষা দ্বারা সমর্থিত হয় না। তিনি বলেন যে মধুমক্ষিকাগণকে, ঘণ্টায় পাঁচ বার, মধুচক্র হইতে যাতায়াত করিতে তিনি দেখিয়াছেন, কিন্তু তাহাদিগকে অন্য মধুমক্ষিকা সঙ্গে করিয়া আনিতে কখন দেখেন নাই। বোল্‌তাদিগের সম্বন্ধেও তিনি এই রূপ অবলোকন করিয়াছেন। বোলতা ও মধুমক্ষিকাগণের অভ্যাস ও সংস্কার পর্য্যবেক্ষণ করিয়া তিনি আর একটী সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, যে তাহাদিগের কিছু মাত্র শ্রবণ শক্তি নাই; কিন্তু তাহাদিগের বর্ণ চিনিবার শক্তি আছে।

বর্ণ-ভেদ প্রকরণ।

পূর্ব্বোদ্ধৃত সুক্ত সকলের দ্বারা প্রতীত হইবেক যে যাহারা বেদোদিত ধর্ম্মানুষ্ঠানের প্রতি প্রথমে উপেক্ষা করিত, ও ব্রাহ্মণগণের প্রতি যাহাদের সমধিক শ্রদ্ধা ও ভক্তি ছিল না, তাহারাও ক্রমে পুরোহিতবর্গের শাসনাধীন হইতে বাধ্য হইয়াছিল। এইরূপে [illegible]র্য্য সমাজে ব্রাহ্মণবর্গের ক্ষমতা ও প্রাদুর্ভাবের বৃদ্ধি সহকারে তাঁহাদিগের গৌরব, মর্য্যাদা ও সামাজিক অধিকার সকলও স্বভাবত সুবিস্তৃত ও পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল। ব্রাহ্মণের প্রতি অত্যাচার, ব্রহ্মস্ব অপহরণ, ও ব্রাহ্মণ পত্নীর অবমাননা করা ঘোরতর প্রত্যবায় ও অপরাধ স্বরূপ গণ্য হইয়া তজ্জন্য গুরুতর শাস্তি ও প্রতিফলের বিধান সকল ক্রমে প্রচারিত হইল। এই বিষয়ের

উদাহরণ স্থলে ঋগ্বেদ ও অথর্ব্ব বেদের কএ-কটি স্থান হইতে অনুবাদ করা যাইতেছে।

অথর্ব্ব বেদে ব্রাহ্মণের প্রতি অন্যায় আ-চরণ, এবং বল পূর্ব্বক ব্রাহ্মণের গো অপহরণ বা ভক্ষণ বিষয়ে রাজন্যগণকে নিষেধ করণার্থে যেমত লিখিত হইয়াছে, তাহাতে ব্রাহ্মণের প্রভুত্ব, গৌরব, ও স্পর্দ্ধার বিলক্ষণ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। যথা

"হে রাজন্! দেবগণ ভক্ষণার্থে এই গো আপনাকে অর্পণ করেন নাই। ব্রাহ্মণের এই গো ভক্ষণ করিবেন না। অক্ষবিজিত পাপিষ্ঠ ও আত্মঘাতী রাজন্য এই বলিয়া ব্রাহ্মণের গো ভক্ষণ করে, "কল্য যাহা হউক অদ্য জীবিত থাকিতে দেও"। এই চর্ম্মাবৃত গো সর্পের ন্যায় বিষ পূর্ণ; হে রা-জন্য! সাবধান হও, যেন ব্রাহ্মণের গো ভক্ষণ করিও না, তাহা বিস্বাদু এজন্য আ-দরণীয় নহে। ঐ গো প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায় ভূপতির রাজধর্ম্ম, তেজ ও বিক্রম সকলই ধ্বংস করে। যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণকে অ.হার্য্য রূপে জ্ঞান করে, সে ভুজঙ্গের গরল ভক্ষণ করে। যে দেব-দ্বেষ্টা নিরীহ ব্রাহ্ম-ণকে আঘাত করে, এবং নির্ব্বোধের ন্যায় তাহার ধনাকাঙ্ক্ষী হয়, ইন্দ্র তাহার হৃদয়ে অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া দেন, এবং ভূলোক ও দ্যুলোক উভয়ে তাহাকে ঘৃণা করে। নিজ নিজ দেহের প্রতি লোক যেমন হিংসা করে ন' সেই রূপ অগ্নি তুল্য ব্রাহ্মণের প্রতি হিংসা করিবেক না। সোম ইহাঁর আত্মীয় (দায়াদ), ইন্দ্র ইহাঁকে অভিসম্পাত হইতে রক্ষা করেন। যে কাপুরুষ (মল্ল) ব্রাহ্মণের অন্ন সুস্বাদু মনে করিয়া আহার করে, সে পরিপাক শক্তি হীন হইয়া শত শত সুতীক্ষ্ণ কণ্টক ভক্ষণ করে। ব্রাহ্মণের রসনা জ্যা স্বরূপ, তাঁহার স্বর শর স্বরূপ, তাঁহার কণ্ঠা অগ্নি দগ্ধ শরকণ্টক। এই সকল দেব-যোদ্ধা হৃদয়-বিদ্ধকারী ধনু দ্বারা দেব-দ্বেষ্টাকে ব্রাহ্মণ বিদ্ধ করেন। তীক্ষ্ণ ধন্বা সশস্ত্র ব্রা-হ্মণ শরনিক্ষেপে কখনই আপন লক্ষ্যচ্যুত হন না। সতেজে ও সক্রোধে বাণ নিক্ষেপ করিলে অতি দুর হইতেও লক্ষ্যকে বিদ্ধ করেন। সহস্র লোকের শাসন কর্ত্তা বীত-হব্যের সন্তানগণ দশ শত সংখ্যক হইলেও এক ব্রাহ্মণের গো হনন করিয়া অভিভূত হইয়াছিল। যে ব্যক্তি দেব-বন্ধু ব্রাহ্মণকে হিংসা করে,সেই দেব-দ্বেষ্টা গরলাবিষ্ট অস্থি-সার মাত্র হইয়া মর্ত্ত্যলোকে বাস করে, সে পিতৃলোক প্রাপ্ত হয় না। হে রাজন্! বিষ-দিগ্ধ ইষুর ন্যায়,বিষ সর্পের ন্যায়, ব্রাহ্মণের ভয়ানক শর; তদ্দ্বারা তিনি শত্রুকে ধ্বংস করেন *।" অথর্ব্ব ৫-১৮।

"যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণকে পীড়ন করে, তাহার জন্য মিত্রাবরুণ বারি বর্ষণ করেন না, সে যুদ্ধে জয় লাভ করে না সে বন্ধুকে আপন বশে আনিতে পারে না।" অথর্ব্ব ৫-১৯-১৫।

"ব্রাহ্মণই সকলের অধিপতি। যে ক্ষত্রিয় ব্রহ্ম-গবীকে আক্রমণ এবং ব্রাহ্মণকে পীড়ন করে, তাহার সুনৃত, বীর্য্য, পুণ্য, লক্ষ্মী, বল, তেজ, সাহস, বাগ্মিতা, ক্ষমতা, সৌভাগ্য, ধর্ম্ম, বেদ-বিদ্যা, রাজশ্রী, রাষ্ট্র, প্রজা, গৌ-রব, যশ, জ্যোতি, ধন, আয়ু, রূপ, নাম, কীর্ত্তি, অন্নপান, সত্য, পবিত্রতা, সন্ততি; এই সমস্তই অপগত হয়।" অথর্ব্ব ১২-৫।

.উপরের প্রথমোদ্ধৃত অথর্ব্ব বেদীয় শ্লো-কচয়ে ব্রাহ্মণকে "দেব বন্ধু" † ও "অগ্নি সদৃশ"

---

* ইষুরিব দিগ্ধা নৃপতে পৃদাকুরিব গোপতে। সা ব্রাহ্মণস্য ইষুর্ঘোরা তয়া বিধ্যতি পীয়তঃ।

† যো ব্রাহ্মণং দেব-বন্ধুং হিনস্তি, নসপিতৃযানম-প্যেতি লোকং।

পশ্চাতোদ্ধৃত ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ১০৯ সূক্তে ব্রাহ্মণকে দেব সদৃশ এবং ব্রহ্মচারীকে দেবতার অঙ্গ

বলা হইয়াছে, ক্রমে এই ভাবটি পরিণত হইয়া ব্রাহ্মণগণ ভূদেব বা মনুষ্যদেব পদ বাচ্য হইয়াছেন। এই উপাধি শত পথ ব্রাহ্মণে স্পষ্ট রূপে প্রয়োগ হওয়া দৃষ্ট হয়, যথা—

দ্বয়াঃ বৈ দেবাঃ দেবাং অহৈব দেবাঃ অথ যে ব্রাহ্মণাঃ শুশ্রুবাংসোঽনূচানাস্তে মনুষ্যদেবাঃ তেষাং দ্বেধা বিভক্তএব যজ্ঞং আহুতয়ঃ এব দেবানাং দক্ষিণাঃ মনুষ্যদেবানাং ব্রাহ্মণানাং শুশ্রুবুষাং অনূচানানাং। আহুতিভিরেব দেবান্ প্রীণাতি দক্ষিণাভির্মনুষ্যদেবান্ ব্রাহ্মণানাং শুশ্রুবুষোঽনূচানাং। তএনং উভয়ে দেবাঃ প্রীতাঃ সুধায়াং দধাতি। ২ অধ্যায়-২।

দেবতা দুই প্রকার, এক প্রকৃত দেবতা, দ্বিতীয় যে সকল ব্রাহ্মণ বেদ বিদ্যা বিশারদ ইহাঁদিগকে মনুষ্যদেব বলা যায়। এই দুই প্রকার দেবগণের পূজা দ্বিবিধ, প্রকৃত দেবগণের সম্বন্ধে আহুতি, এবং মনুষ্য দেবগণের সম্বন্ধে দক্ষিণাই পূজা। আহুতি দ্বারা দেবগণ প্রীত হন, দক্ষিণা দ্বারা মনুষ্যদেব রূপ বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ সন্তুষ্ট হন। এই উভয় প্রকার দেবতা প্রীত হইলে সুখ ধাম প্রাপ্তি হয়।

উপরোক্ত প্রকার ভাব যজুর্ব্বেদের তৈত্তিরীয় সংহিতায়ও প্রাপ্ত হওয়া যায়, যথা—

পরোক্ষং বৈ অন্যে দেবাঃ ইজ্যন্তে প্রত্যক্ষং অন্যে। যদ্ যজতে যএব দেবাঃ পরোক্ষং ইজ্যন্তে তানেব তদ্ যজতি। যদ্ অন্বাহার্য্যং আহরত্যেতে বৈ দেবাঃ প্রত্যক্ষং যদ্ ব্রাহ্মণাস্তান্ এব তেন প্রীণাতি। অথো দক্ষিণা এবাস্য এষা। অথো যজ্ঞস্যৈব ছিদ্রমপি দধাতি যদ্ বৈ যজ্ঞস্য ক্রূরং যদ্ বিশিষ্টং তদ্ অন্বাহার্য্যেণ অন্বাহরতি। তদন্বাহার্য্যস্য অন্বাহার্য্যত্বং। দেবদূতাঃ বৈ এতে যদ্ ঋত্বিজো যদন্বাহার্য্যং আহরতি দেবদূতানেব প্রীণাতি। ১-৭-৩।

কোন কোন দেবতার পরোক্ষ ভাবে এবং কোন কোন দেবতার প্রত্যক্ষ ভাবে পূজা করা হয়। যে সকল দেবতার পূজা পরোক্ষ ভাবে হয়, যজমানেরা তাঁহাদের উদ্দেশে যজ্ঞাহুতি প্রদান করেন। কিন্তু যে সকল দেবতা প্রত্যক্ষ অর্থা[illegible]

পূজার্থে অন্বাহার্য্য (পক্ব তণ্ডুল) প্রদত্ত হয়। এই অন্বাহার্য্যই ইহাঁদের দক্ষিণা, তদ্দ্বারা যজমান যজ্ঞ সংক্রান্ত ছিদ্র এবং যে কোন অতিরেক দোষ বা ত্রুটি থাকে, তাহা সংশোধন করেন। অন্বাহার্য্যের এই উদ্দেশ্য। ঋত্বিক্‌গণ দেব দুত, ইহাঁদিগকে অন্বাহার্য্য প্রদানে যজমান পরিতুষ্ট করেন।

ব্রাহ্মণবর্গ যখন সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ ও সকলের পূজ্য হইলেন, তখন স্বভাবত ব্রাহ্মণ-পত্নীগণেরও তদনুযায়ী মর্য্যাদা ও গৌরব বৃদ্ধি হইল। আর্য্য সমাজের শৈশবাবস্থায় বৈবাহিক বিধি ও দাম্পত্য ধর্ম্ম অপেক্ষাকৃত শিথিল ছিল। বাস্তবিক একই স্ত্রী পর্য্যায় ক্রমে ভিন্ন ভিন্ন স্বামী কর্ত্তৃক গৃহীত হওয়ার উল্লেখ বেদের স্থানে স্থানে প্রাপ্ত হওয়া যায়। পরাক্রমশালী ক্ষত্রিয় ও নৃপতিগণ স্বেচ্ছামতে পর নারী হরণ করিতে ত্রুটি করিতেন না। সময়ে সময়ে ঋষি ও পুরোহিতকন্যাগণের প্রতিও এই প্রকার অত্যাচার হইত। সুতরাং ব্রাহ্মণগণ আপনাদের সামাজিক আধিপত্য স্থাপনানন্তর স্বকীয় পত্নীগণের সম্ভ্রম ও পবিত্রতা রক্ষার্থে যে বিশেষ রূপে যত্নবান হইতে বাধ্য হইয়াছিলেন, তাহা নিম্ন লিখিত ঋক্ ও অথর্ব্ব বেদীয় বচন সমূহে প্রতীয়মান হইবেক।

দেবাঃ এতস্যামবদন্ত পূর্ব্বে সপ্ত ঋষয়স্তপসে যে নিষেদুঃ। ভীমা জায়া ব্রাহ্মণস্য উপনীতা দুর্ধাং দধাতি পরমে ব্যোমন্। ব্রহ্মচারী চরতি বেবিষদ্ বিষঃ স দেবানাং ভবতি একং অঙ্গং। তেন জায়ামন্ববিন্দদ্ বৃহস্পতিঃ সোমেন নীতাং জুহ্বং ন দেবাঃ। পুনর্বৈ দেবাঃ অদদুঃ পুনর্মনুষ্যা উত। রাজানঃ সত্যং কৃণ্বানাঃ ব্রহ্ম জায়াং পুনর্দদুঃ। পুনর্দায় ব্রহ্মজায়াং কৃত্বী দেবৈর্নিকিল্বিষং। উর্জং পৃথিব্যাঃ ভক্তায় উরুগায়মুপাসতে। ঋ-১০ মণ্ডল-১০৯।

দেবতা স্বরূপ তপশ্চর্য্যা নিষণ্ণ পূর্ব্বতন সপ্তর্ষিগণ এই মত বলিয়াছেন, যে "ব্রাহ্মণ [illegible]যা ভীম রূপা, কোন ব্যক্তি তাঁহাতে

উপগত হইলে তিনি পরম আকাশে বিপ্লব ও বিপর্য্যয় উপস্থিত করেন"। ধর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা ব্রহ্মচারী দেবতাগণের অঙ্গ স্বরূপ হন, তাঁহার দ্বারা বৃহস্পতি স্বীয় পত্নীকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। দেবগণ ব্রহ্ম-জায়াকে প্রত্যর্পণ করিলেন, মানবগণ তাঁহাকে প্রত্যর্পণ করিলেন, সত্যপরায়ণ রাজগণ তাঁহাকে প্রত্যর্পণ করিলেন। ব্রহ্ম-পত্নীকে প্রত্যর্পণ করত দেবতাগণের নিকট নিষ্পাপ হইয়া নৃপতিগণ স্বচ্ছন্দে পৃথিবীর অজস্র উৎপন্ন উপভোগ করেন।

এই সুক্তটি অবলম্বন করিয়া অথর্ব্ব বেদে ব্রহ্ম জায়ার প্রতি অত্যাচারের ফল এই মত লিখিত হইয়াছে, যথা—

"যে রাষ্ট্রে ব্রহ্ম-জায়া অকারণ রুদ্ধ থাকে, তথাকার রাজ-পত্নী কদাপি স্বচ্ছন্দে আপন শয্যায় বিশ্রাম করিতে পারেন না। সে রাজ্যে শোভন কর্ণ ও পরিণত মস্তক সন্তান জন্মে না; তথায় সুবর্ণ কণ্ঠহার সজ্জিত রথী, সেনাগণের অগ্রগামী হয় না, তথায় কৃষ্ণকর্ণ শ্বেত অশ্ব রথ-ধুরী বহন করে না, তথায় ক্ষেত্রস্থ পুষ্করিণী উৎপল শোভিত হয় না, এবং তথায় গো দুগ্ধ দান করে না। যে স্থানে স্বীয় পত্নী হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া ব্রাহ্মণ রাত্রি অতিবাহিত করে, সে রাজ্যে ধেনু কল্যাণযুক্তা হয় না এবং বৃষ যুগ কাষ্ঠ বহন করে না।" অথর্ব্ব-৫-১৭।

আর্য্য সমাজের ব্রাহ্মণগণের সর্ব্ব শ্রেষ্ঠতা ও সামাজিক আধিপত্য স্থাপিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মণ বংশীয় নারীগণের অপর বর্ণের সহিত বিবাহ সহজেই অপ্রচলিত ও নিষিদ্ধ হইয়া আসিল। এবং এই সেমটি বর্ণ-ভেদের সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল, স্থায়ী অলঙ্ঘনীয় বন্ধন স্বরূপ অদ্যাপি বিদ্যমান থাকিয়া হিন্দু সমাজের জাতি বিভাগ ...ককে চির জীবিত রাখিয়াছে।

কিন্তু তৎকালে ব্রাহ্মণবর্গ স্বয়ং অন্যান্য জাতীয় নারীগণের পাণিগ্রহণ করিতে পারিতেন, সে অধিকারটি খর্ব্ব করা দূরে থাকুক বরং তাহা অসম্ভব রূপে প্রশস্ত ছিল।

এই বিষয়ের প্রমাণ নিম্ন-প্রকটিত অথর্ব্ব বেদীয়বচনে প্রকাশ হইবেক, যথা—

উৎযৎপতয়ো দশস্ত্রিয়া পূর্ব্বে অব্রাহ্মণাঃ। ব্রহ্মা চেদ্ হস্তমগ্রহীৎ স এব পতিরেকধা। ব্রাহ্মণ এব পতির্ন রাজন্যোন বৈশ্যঃ। ৫-১৭।

কোন নারীর যদি পূর্ব্বে দশটি পতি হইয়া থাকে, যাহারা ব্রাহ্মণ নহে এবং যদি পরে কোন ব্রাহ্মণ তাহার পাণি গ্রহণ করেন, তবে সেই ব্রাহ্মণই তাহার পতি। এক মাত্র ব্রাহ্মণই পতি, রাজন্য নহে, বৈশ্যও নহে।

ব্রাহ্মাবধূত শ্রীযুক্ত শ্রীনারায়ণ গিরি-স্বামীর ভ্রমণ বৃত্তান্ত।

৩৩৫ সংখ্যক পত্রিকার ২১২ পৃষ্ঠার পর।

মিশর হইতে নিগিরি স্থান চারি ক্রোশ, নিগিরি হইতে পারস্ পাঁচ ক্রোশ, পারস্ হইতে গড়তোপ পাঁচ ক্রোশ। এই গড়তোপ কেবল বাম্বুর সহর। এখানে চীন,তাতার ও ইয়ার কন্দ প্রভৃতি দেশীয় মহাজনেরা বৃহৎ বৃহৎ তাম্বুর মধ্যে লক্ষ লক্ষ টাকার দ্রব্য ক্রয় বিক্রয় করিতেছে। গড়তোপের মধ্য স্থানে কাশী লামাগুরুদিগের একটী উৎকৃষ্ট মঠ আছে, কাশীর সন্ন্যাসীরা বা তদ্দেশীয় লোকেরা আসিয়া তথায় থাকিবার স্থান পাইয়া থাকেন। এখানে প্রজারা অতি সুখে আছে, নানা প্রকার খাদ্য দ্রব্য প্রাপ্ত হওয়া যায়। সহরের নানা প্রকার আশ্চর্য্য ভাব দেখিতে দেখিতে ক্রমশঃ গিয়া রাজভবনে উপস্থিত হইলাম। শত শত অশ্বারোহী সৈন্যগণ ভবন রক্ষক নিযুক্ত রহিয়াছে কিন্তু সন্ন্যাসীর কোন স্থানে যাইতে বারণ নাই। একটী গৃহের চতুর্দ্দিকে বৃহৎ বৃহৎ কুকুর দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, এইটী ধনাগার, কুকুরেরা এই আগার রক্ষা করে। কিয়দ্দূর হইতে দেখিলাম একটী গৃহে সিংহাসনোপরি উপবিষ্ট হইয়া রাজা রাজ কার্য্য করিতেছেন। এখানে রাজাকে ধর্ম্মরাজ ... ব ডাকাইত প্রভৃতি দুষ্ট

লোকের দণ্ড হইতেছে। কাহাকে কশাঘাত করিতেছে, কাহারও অঙ্গ লিতে শলাকা বিদ্ধ করিতেছে, কাহারও হস্ত ছেদন করিয়াদিতেছে। আমি ক্রমশঃ ধর্ম্মরাজের নিকটবর্ত্তী হইয়া দর্শনার্থ প্রার্থনা করিলাম, তাহাতে তাঁহার অনুমতি হইলে আমি কিঞ্চিৎ মিছ্রি দিয়া আশীর্ব্বাদ করাতে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, ইনি কে? দোভাষি লামা কহিলেন, ইনি যোগী লামা গুরু। পরে বসিতে আজ্ঞা হইল, আমি বসিলাম, এবং পান ভোজনের বিষয় জিজ্ঞাসা করাতে কহিলাম, যেমন শ্রদ্ধা হয়। পরে আজ্ঞা দিলেন গুরুকে চা পান করাও, তাহাতে এক ব্যক্তি চা আনিয়া দিলে আমি তাহা পান করিলাম। পরে আমাকে কিছু অর্থ দিতে অনুমতি হইলে এক ব্যক্তি আমাকে দশটা টাকা আনিয়া দিল, আমিও তাহা গ্রহণ করিলাম। তদনন্তর রাণী আসিয়া আমাকে দর্শন করিলেন এবং প্রণাম করিয়া কহিলেন, কাশী লামাগুরুজী আশীর্ব্বাদ করুন, আমি এতদ্দেশীয় ভাষায় কহিলাম, মাতা! তোমার যে প্রকার বিশ্বাস ঈশ্বর তদ্রূপ করুন। পরে রাণীও আমাকে কিছু ভোজন করিতে দিলেন, আমি তাহা ভোজন করিলাম। শেষে রাণী কহিলেন, আপনি নিষ্কল পরমাত্মা। আমি কহিলাম, মাতা! সত্য বচন, আমি অবিদ্যা মায়ামুক্ত শিব শান্ত স্বরূপ, পরম শিব সর্ব্বজ্ঞ নিষ্কল কেবল। ইত্যাদি কথোপকথনান্তর রাণী অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন, তখন অন্যান্য সভাসদ বর্গের সহিত কতক্ষণ আলাপ হইল, পরে রাজ সভা ভঙ্গ হইলে ক্রমশ সকলে স্বস্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন, আমিও তথা হইতে স্থানান্তরে গমন করিলাম।

প্রাপ্ত।

ধ্যান।

নাছিল জগৎ অসংখ্য অপার
কিছুই ছিলনা কেবল আঁধার!
কেমনে হইল ব্রহ্মাণ্ড প্রচার,
সুসজ্জিত সব দেখিতে পাই।
দিগন্ত ব্যাপিয়া জ্যোতিষ্ক মণ্ডল,
অসংখ্য অথচ বৃহৎ বিরল,
অনন্ত আকাশে পাইয়াছে স্থল,
এমন আকাশ তোমাতে স্থায়ী!

অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড! অসীম বিস্তার!
ইচ্ছাতে করিলে স[illegible]
সৃষ্টিকর্ত্তা তুমি সর্ব্ব মূলাধার
নিরাকার নিত্য সত্য সজ্ঞান।
কিছুই ছিলনা করিলে সৃজন,
সৃজন করিয়া করিছ পালন,
সুনিয়মে সব করিয়া রক্ষণ
হইয়া রয়েছ জগৎ প্রাণ।

অনাদি অনন্ত তুমি পরাৎপর,
দেব দেব মহাদেব মহেশ্বর,
আমি তৃণ রেণু কীট সম নর
আমার আত্মাতে বিরাজমান!
জ্ঞান ধর্ম্ম-বুদ্ধি বিবেকাদি সব
দেব সজ্জা এ যে, আত্মাতে উদ্ভব,
এত বাড়াইলে নরের গৌরব
আপনারে প্রভু করিলে দান!

কি ভাগ্য আমার জগতের সার
নিত্য সত্য ধন হৃদয়ে আমার,
শুচি নাহি থাকা উচিত কি আর
হৃদি নিরমল করি এবার।
দূর করি পাপ-চিন্তা আবর্জ্জন,
করি পরিষ্কার হৃদয় আসন,
জ্ঞান ধর্ম্ম-জ্যোতি দিয়া সুশোভন
করি দেবালয় হৃদি আগার।

নিরন্তর থাকি শ্রদ্ধা ভক্তিমান,
প্রীত মনে সদা [illegible] প্রীতি দান,
তব প্রিয় কাজ করি সমাধান,
তোমার প্রেমেতে মগন হই।
গুরু সন্নিধানে শিষ্যের মতন,
মাতার নিকটে সন্তান যেমন,
প্রভুর সকাশে ভৃত্যের সমান,
আজ্ঞার অধীন হইয়া রই।

শুনিব তোমার উপদেশ-সার,
তব স্নেহে পাব আনন্দ অপার,
পালিব মঙ্গল আদেশ তোমার,
পাইব অমৃত আত্ম প্রসাদ।
ছার নর দেহে ইহা হতে আর,
কি সুখ অধিক হইবে আবার,
দেবের দুর্লভ সুখে অধিকার,
ইহাতেও হায় সাধিনু বাদ!!

আপন সারত্ব মহত্ব ভুলিয়ে,
তত্বজ্ঞান নিধি হেলায় হারায়ে,
মোহ অধীনতা শিকল পরিয়ে,
নিরয় নিলয়ে যাইতে আশ!
সদা সাবধান থাকিতে সজ্ঞান,
কৃপা করি প্রভু কর বল দান,
নিজ বলে কভু নাহি পরিত্রাণ,
প্রবৃত্তির স্রোতে মহা বিনাশ।

ভেবেও ভাবিনা জগতের পতি,
আমার আত্মায় করেন বসতি,
নিখিল জগৎ তাঁহার সম্পতি,
আমারো তাহাতে নিজাধিকার।
তাঁর পুত্র কন্যা নর নারীগণ,
নিজ পরিবার ভাবিনা কখন,
নর সুখে সুখী দুখে দুখী মন,
স্বার্থ অন্ধ হেতু হয় না আর।

বিশ্বাস বিহীন হৃদয় আমার,
সদা সঙ্কুচিত দীন হীনাকার,
হও পিতা তুমি সহায় এবার,
ঘুচুক জড়ত্ব লঘুত্ব তার।
আশ্বস্ত হৃদয়ে বিশ্বস্ত হইয়া,
তব আবির্ভাব আত্মাতে দেখিয়া,
তোমার অভয় আশ্রয় পাইয়া,
কভু ৫ তাহা ছাড়িনা আর।

সাধনা করি সদা সাবধান,
থাকি যেন প্রভু কর কৃপাদান,
অমৃত সদনে কর নীয়মান,
অনন্ত মহিমা দেখাও নাথ!
মহিমা দেখিতে করেছ সৃজন,
তত্বজ্ঞানে যেন থাকি নিমগন,
অনন্ত বিশ্বের কৌশল কেমন,
দেখাও রাখিয়া আপন সাথ।

সঙ্গেতে থাকিব মাহাত্ম্য দেখিব,
যতই দেখিব ততই সেবিব,
ততই সুখিত উন্নত হইব,
পূরিবে কি মম এসুখ আশ?
চিরকাল সহচর অনুচর,
করিয়া রাখিবে প্রভু কৃপাকর,
এ আশা কেমনে ছাড়িবে অন্তর,
এখনি হৃদয়ে করিছ বাস।

নূতন পুস্তকের সমালোচন।

১। A Free Enquiry after Truth by Kissori Lal Roy. Calcutta, 1874.

এই গ্রন্থে বগুড়া প্রবাসী কিশোরী বাবু অল্প তর্ক শক্তির পরিচয় প্রদান করেন নাই। এই গ্রন্থে কিশোরী বাবু যুক্তিই সত্য ধর্ম্মের একমাত্র পত্তন ভূমি ও কোন ধর্ম্ম গ্রন্থের সকল অংশ সত্য নহে, ইহা প্রথমে সপ্রমাণ করিয়া ঈশ্বর অসৎ হইতে জগৎ সৃষ্টি করেন নাই, এক নিত্য আদিম জড়পিণ্ড হইতে জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, মনুষ্যের শরীর যেমন জড় হইতে উৎপন্ন হইয়াছে তেমনি সেই বিশ্বাত্মা হইতে সকল আত্মা উৎপন্ন হইতেছে। মনুষ্যের ইচ্ছা স্বাধীন,মনুষ্য পাপ পুণ্যের জন্য দায়ী ও পরকালে নিজ কর্ম্ম জন্য দণ্ড পুরস্কার প্রাপ্ত হয়, পুরাতন আত্মা সকল ঈশ্বরে লয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে, নূতন আত্মা সকল তাঁহা দ্বারা সৃষ্ট হইতেছে, লয়ের অবস্থা সচৈতন্য নিত্যপূর্ণ সুখের অবস্থা, এই সকল মত প্রতিপাদন করিয়াছেন। গ্রন্থের শেষে ব্রাহ্মের প্রতি খৃষ্টানের উক্তি ব্রাহ্মের উত্তর ও তদ্বিষয়ে তৃতীয় ব্যক্তির অভিপ্রায় সন্নিবেশিত হইয়াছে। এই তৃতীয় ব্যক্তি যে নিজে কিশোরী বাবু, তাহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে। কিশোরী বাবু ঈশ্বরকে অন্য সকল বিষয়ে পূর্ণ স্বভাব মানিয়াছেন কিন্তু দুর্দ্ধর্ষ জড়পিণ্ডকে স্বাপনার মঙ্গলাভিপ্রায়ের সম্পূর্ণ বশবর্ত্তী করিতে পারেন নাই, ইহাতে তাঁহার শক্তির অপূর্ণতা প্রকাশ পাইতেছে এমত স্পষ্টই বলিয়াছেন। আমাদিগের মতে যিনি কোন বিষয়ে অপূর্ণ তাঁহাকে আর ঈশ্বর বলিয়া মানা যাইতে পারে না। কিশোরী বাবু গ্রন্থের ভূমিকার প্রারম্ভে যাহা বলিয়াছেন তাহা আমরা হৃদয়ের সহিত অনুমোদন করিতেছি। তিনি বলেন "প্রচলিত হিন্দুধর্ম্ম-মত সকল দোষপূর্ণ এবং তাহার সংস্কার আবশ্যক। ধর্ম্ম সন্নীতির রক্ষক এবং বিশুদ্ধ হওয়া আবশ্যক। অশ্লীল গল্প এবং মদ্যপান ও বলিদানের বিধি উহাতে থাকা কর্ত্তব্য নহে। কিন্তু সমস্ত হিন্দুধর্ম্মকে পরিত্যাগ করাকে সংস্কার বলা যাইতে পারে না, উহাকে বিনাশ বলা যাইতে পারে। হিন্দুধর্ম্ম যে সকল জঞ্জাল দ্বারা আচ্ছাদিত রহিয়াছে তাহা উঠাইয়া ফেলা কর্ত্তব্য কিন্তু উক্ত ধর্ম্মকে নির্ম্মূল করা উচিত হয় না। যদ্যপি সেই মূল সত্য হয় তবে উহার উচ্ছেদের জন্য আমরা কেন যত্নবান হই? একটি সুন্দর বস্তু ভস্মাচ্ছাদিত আছে বলিয়া ভস্মের প্রতি আমরা যেরূপ ব্যবহার করি নিজ সুন্দর বস্তুর প্রতি সেরূপ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য নহে। হিন্দুধর্ম্ম সত্য কি মিথ্যা তাহা উহার অসার অংশ দ্বারা বিবেচনা করা কর্ত্তব্য হয় না, উহার সারাংশ দ্বারা বিবেচনা করা কর্ত্তব্য। যদ্যপি কোন ধর্ম্মের সারাংশ সত্য হয় তবে তাহাকে সত্য ধর্ম্ম বলা কর্ত্তব্য কারণ তাহার অসারাংশ সকল আরোপিত অংশ মাত্র। আরোপিত অংশ সকল যদি অনিষ্টকর হয় তাহা পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য কিন্তু সারাংশ পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য নহে। যে সকল লোক সমকালবর্ত্তী লোকদিগকে সম্মান যোগ্য হইলেও গ্রাহ্য করে না তাহ[illegible]কালের ব্যক্তি সকল অধিকতর

গুণান্বিত না হইলেও আপনাদিগকে তাঁহাদিগের অনুবর্ত্তী বলিয়া আহ্লাদ পূর্ব্বক পরিচয় দেয়। প্রাচীনতা সকল ব্যক্তি দ্বারা পূজিত হইয়া থাকে যদি সৌভাগ্য বশতঃ কোন সত্য ধর্ম্মের এই অমূল্য গুণ থাকে তবে তাহা অত্যন্ত প্রচলিত হইবার সম্ভাবনা।”

২। A Discourse on the Duties of Man, read in the Burrisal Brahmo Samaj Hall. By Babu Chandi Charan Sen. Dacca, East Bengal Press. 1873.

এই পুস্তকে বাবু চণ্ডীচরণ সেন দেখাইয়াছেন যে মনুষ্য অবস্থার অধীন কিন্তু তিনি আপনার অবস্থাকে আত্মপ্রভাবে অনেক পরিমাণে পরিবর্ত্তিত করিতে পারেন। তিনি আরো দেখাইয়াছেন যে স্বভাবের নিয়মানুসারে মনুষ্যের চলা কর্ত্তব্য এবং মনোবৃত্তিদিগের সর্ব্ব সমঞ্জসীভূত কার্য্যকেই ধর্ম্ম বলা যাইতে পারে। এই পুস্তক খানি দেখিতে ভাল নহে। কাগজ অপকৃষ্ট, ছাপাও অপকৃষ্ট, কিন্তু ইহাতে গাঢ় ভাব আছে। ইহা বাঙ্গলাতে লিখিত হইলে অধিক উপকারের সম্ভাবনা ছিল।

৩। Eleventh Annual Report of the Catholic Sunday School. Calcutta, 1873.

এই পুস্তিকা খানি “খ্রিশু খ্রীষ্টের মহা মূল্য শোণিতের নেতৃত্বাধীন যে যুবক সভা এই নগরে সংস্থাপিত হয়, তাহার সভ্যদিগের দ্বারা ধর্ম্মতলাস্থিত খ্রিশুর পবিত্র হৃদয়ের গির্জা মধ্যে যে রবিবাসরিক স্কুল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহার একাদশ সাম্বৎসরিক বিবরণ।” পুস্তিকার আখ্যা পত্রে তাহার যেরূপ বিবরণ লিখিত হইয়াছে তাহা আমরা উপরে অবিকল অনুবাদ করিয়া দিলাম। আমাদিগের পাঠকবর্গ বোধ হয় তাহা সম্যক্ রূপে বুঝিতে পারিবেন না কিন্তু তাঁহাদিগের বিবেচনা করা কর্ত্তব্য যে প্রত্যেক ধর্ম্মাবলম্বীর ভাষা অন্য ধর্ম্মাবলম্বীর নিকট এইরূপে দুর্ব্বোধই হইয়া থাকে। উল্লিখিত স্কুলের দ্বারা অনেক সৎকার্য্য অনুষ্ঠিত হইতেছে। স্কুলের অধ্যক্ষদিগের দ্বারা বয়স্কা দরিদ্র স্ত্রীলোকদিগকে ধর্ম্ম শিক্ষা প্রদত্ত হইয়া থাকে। তাহাদিগকে বস্ত্রও দান করা হয়। এই স্কুলের হিতার্থ একটি পুস্তকালয়ও সংস্থাপিত হইয়াছে। স্কুল কমিটির সভাপতি ফাদর ডিবোঁ। তিনি অন্যান্য রোমাণ কাথোলিক পাদরির ন্যায় বিবাহ না করিয়া ধর্ম্মচর্চ্চায় ও পরোপকারব্রতপালনে সকল সময় ক্ষেপণ করেন। খ্রিস্ট একজন সন্ন্যাসী ছিলেন সন্দেহ নাই। এই বিষয়ে প্রকৃত খ্রিষ্টীয় ভাব যেমন রোমাণ কাথোলিক সম্প্রদায়ের দ্বারা সংরক্ষিত হইয়াছে তেমন প্রোটেষ্টেণ্ট সম্প্রদায়ের দ্বারা হয় নাই। শেষোক্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে বিলাস ও সাংসারিকতা বিলক্ষণ প্রবেশ করিয়াছে।

৪। ভূগোল বৃত্তান্ত। লাহোর। সংবৎ ১৮৩১। এই পুস্তক খানি লাহোরবাসী আমাদিগের মান্যবর মিত্র লালা বিহারী লাল কর্ত্তৃক পঞ্জাবী বালকদিগের পাঠার্থ পঞ্জাবী ভাষায় লিখিত হইয়াছে। আপনার দেশের হিতের জন্য লালা বিহারীলাল যেরূপ প্রভূত পরিশ্রম ও যত্ন করিয়া থাকেন, তা[illegible] পত্রিকার পাঠক মহাশয়েরা অবগত আছেন। তাঁহার প্রণীত অন্যান্য পুস্তকের ন্যায় এই পুস্তক খানিও সেই যত্নসম্ভূত। ইহা লালা বিহারীলালের খ্যাতির উপযুক্ত হইয়াছে।

আয় ব্যয়।

আষাঢ় ১৭৯৬ শক, আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	৩০৩৸৵০
পূর্ব্বকার স্থিত ...	২৭১৸৴১০
সমষ্টি	৫৭৫৷৵১০
ব্যয়	২৫৩৸৴৫
স্থিত	৩২১৸৴৫

আয়

ব্রাহ্মসমাজ	২৮
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ...	১০৮৷৵০
পুস্তকালয়	১১৸৵০
যন্ত্রালয়	১৪২৷০
গচ্ছিত	১২৷৵০
সমষ্টি	৩০৩৸৵০

ব্যয়

ব্রাহ্মসমাজ	৬৪।১৫
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ...	৮৫৴১০
পুস্তকালয়	২০।০
যন্ত্রালয়	৫৬৸৴১০
গচ্ছিত	২৭৴১০
সমষ্টি	২৫৩৸৴৫

দান প্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত বাবু রামলাল গঙ্গোপাধ্যায় ...	১৪
” সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় ...	১০
” লক্ষ্মীনারায়ণ বসু ...	২
” পার্ব্বতীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ...	১
” কাণাইলাল পাইন ...	১
	২৮

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন।

[illegible]ত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা আদি ব্রাহ্মসমাজ হইতে [illegible]তি মাসে প্রকাশিত হয়। মূল্য ছয় আনা। অগ্রিম [illegible]র্ষিক মূল্য তিন টাকা। ডাকমাশুল বার্ষিক ছয় আনা। [illegible]২, ১২৮১। কলিগতাব্দ ৪৯৭৫। ১ ভাদ্র রবিবার।

Registered No 58.

অষ্টম কল্প
চতুর্থ ভাগ
৩৭৩ সংখ্যা আশ্বিন ১৭৯৬ শক ব্রাহ্মসম্বৎ ৪৫

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবাএকমিদমগ্রআসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেক-মেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।
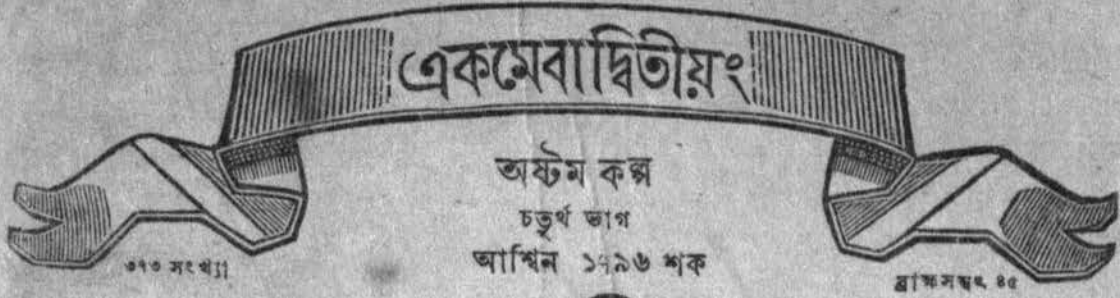
ছান্দোগ্য উপনিষৎ।

প্রথম প্রপাঠক।

তৃতীয় খণ্ড।

অথাধিদৈবতং। যএবাসৌ তপতি তমু-দ্গীথমুপাসীতোদ্যন্বা এষ প্রজাভ্য উদ্গা-যতি। উদ্যংস্তমোভয়মপহন্ত্যপহন্তা হবৈ ভয়স্য তমসো ভবতি যএবং বেদ। ১।

'অথ' অনন্তরং 'অধিদৈবতং' দেবতাবিষয়মুদ্গীথো-পাসনং প্রস্তুতমিত্যর্থঃ। 'যএবাসৌ' আদিত্যঃ 'তপতি' 'তং উদ্গীথং উপাসীত' আদিত্যদৃষ্ট্যা উদ্গীথমুপা-সীত ইত্যর্থঃ। 'উদ্যন্' উদগচ্ছন্ 'বৈ' 'এষঃ' আদিত্যঃ 'প্রজাভ্যঃ' প্রজার্থং 'উদ্গায়তি' ব্রীহ্যাদেঃ পক্তিং সম্পাদয়তি। কিঞ্চ 'উদ্যন্' নৈশং 'তমঃ' তজ্জঞ্চ 'ভয়ং' প্রাণিনাং 'অপহন্তি' তমেবং গুণং সবিতারং 'যঃ বেদ' সঃ 'অপহন্তা' নাশয়িতা 'হ বৈ' 'ভয়স্য' জন্মমর-ণাদিলক্ষণস্য আত্মনঃ 'তমসঃ' চ তৎকারণস্যাজ্ঞান-লক্ষণস্য 'ভবতি'। ১।

অনন্তর দেবতাবিষয়ক উদ্গীথোপাসনা আরম্ভ হইতেছে। যিনি এই উত্তাপ দেন, সেই আদিত্য দৃষ্টিতে উদ্গীথের উপাসনা করিবেক। ইনি উ-দিত হইয়াই প্রজাদিগের অন্ন সম্পাদন করেন এবং উদিত হইয়াই তমোভয় নষ্ট করেন। যিনি এই রূপ জানেন, তিনি তমোভয়ের অপহন্তা হয়েন। ১

সমান উএবায়ঞ্চাসৌ চোষ্ণোয়মুষ্ণোসৌ স্বরইতীমমাচক্ষতে স্বরইতি প্রত্যাস্বরইত্যমুং তস্মাদ্বাএতমিমমমুঞ্চোদ্গীথমুপাসীত। ২।

'সমানঃ উ এব' তুল্যএব গুণতঃ 'অয়ং চ' মুখ্যঃ প্রাণঃ সবিত্রা 'অসৌ চ' সবিতা চ মুখ্যপ্রাণেন, যস্মাৎ 'উষ্ণঃ অয়ং' প্রাণঃ 'উষ্ণঃ অসৌ' সবিতা, কিঞ্চ 'স্বর ইতি ইমং' মুখ্যপ্রাণং 'আচক্ষতে' কথয়ন্তি, তথা 'স্বর ইতি প্রত্যাস্বর ইতি অমুং' সবিতারং আচক্ষতে, স্বরতি গচ্ছতি ইতি স্বরঃ। যস্মাৎ প্রাণঃ স্বরত্যেব ন পুনর্ম্মৃতং প্রত্যাগচ্ছতি, সবিতা স্বস্তমিত্বা পুনরপ্যহন্যহনি প্রত্যা-গচ্ছতি। 'তস্মাৎ' কারণাৎ 'এতমিমং' মুখ্যপ্রাণং 'অমুঞ্চ' আদিত্যং 'উদ্গীথং উপাসীত'। ২।

প্রাণ ও সবিতা উভয়ে সমান, যেহেতু প্রাণও উষ্ণ সবিতাও উষ্ণ, আর প্রাণকে স্বর এবং সবিতাকে স্বর ও প্রত্যাস্বর বলে, সেই হেতু এই মুখ্য প্রাণকে ও আদিত্যকে উদ্গীথ রূপে উপাসনা করিবেক। ২।

অথ খলু ব্যানমেবোদ্গীথমুপাসীত। যদ্বৈ প্রাণিতি সপ্রাণোযদপানিতি সোপানঃ। অথ যঃ প্রাণাপানযোঃ সন্ধিঃ সব্যানো যোব্যানঃ সা বাক্। তস্মাদপ্রাণন্ননপানন্ বাচমভিব্যাহরতি ।৩।

'অথ' অনন্তরং 'খলু' উদ্গীথস্য প্রকারান্তরেণ উপাসনমুচ্যতে। 'ব্যানং এব' বক্ষ্যমাণলক্ষণং 'উদ্-গীথং উপাসীত'। 'যৎ,বৈ' লোকঃ 'প্রাণিতি' বহি-র্নিঃসারয়তি স… অপানিতি' অন্তরাকর্ষতি 'সঃ

অপানঃ' 'অথ যঃ' উভযোঃ 'প্রাণাপানযোঃ সন্ধিঃ' 'সঃ ব্যানঃ'। 'যঃ ব্যানঃ সা বাক্' ব্যানকার্য্যত্বাদ্বাচঃ যস্মাদ্ব্যাননির্ব্বর্ত্ত্যা বাক্ 'তস্মাৎ' 'অপ্রাণন্ অনপানন্' প্রাণাপানব্যাপারমকুর্ব্বন্ 'বাচং' 'অভিব্যাহরতি' উচ্চারযতি লোকঃ। ৩।

অনন্তর প্রকারান্তরে উদ্‌গীথ উপাসনা উক্ত হইতেছে। ব্যানকে উদ্‌গীথ রূপে উপাসনা করিবেক। লোকে নাসিকা দ্বারা যে বায়ু বহির্নিঃস্বরণ করে তাহার নাম প্রাণ, যাহা অন্তরে আকর্ষণ করে তাহাকে অপান বলে, এই উভয়ের মধ্যস্থ যে বায়ু তাহাই ব্যান, এই ব্যান দ্বারাই বাক্য নির্ব্বাহ হয়, অতএব প্রাণ অপান ব্যতীতও বাক্য উচ্চারিত হইয়া থাকে। ৩।

যা বাক্ সর্ক্ তস্মাদপ্রাণন্ননপানন্নৃচমভিব্যাহরতি যর্ক্ তৎসাম তস্মাদপ্রাণন্ননপানন্ সাম গায়তি যৎ সাম সউদ্‌গীথস্তস্মাদপ্রাণন্ননপানন্নুদ্‌গায়তি। ৪।

'যা বাক্ সা ঋক্ তস্মাৎ অপ্রাণন্ অনপানন্ ঋচং অভিব্যাহরতি যা ঋক্ তৎ সাম তস্মাৎ অপ্রাণন্ অনপানন্ সাম গায়তি যৎ সাম সউদ্‌গীথঃ তস্মাৎ অপ্রাণন্ অনপানন্ উদ্‌গায়তি' বাগ্বিশেষাঃ ঋচং ঋক্‌সংস্থঞ্চ সাম সামাবযবঞ্চ উদ্‌গীথং ব্যানেনৈব নির্ব্বর্ত্তযতীত্যভিপ্রায়ঃ। ৪।

যে বাক্য সেই ঋক্, অতএব প্রাণ ও অপান ব্যতীতও ঋক্ উচ্চারিত হয়, যে ঋক্ সেই সাম, অতএব প্রাণ অপান ব্যতীতও সাম গীত হইয়া থাকে, যে সাম সেই উদ্‌গীথ, অতএব প্রাণ অপান ব্যতীতও উদ্‌গীথ নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। ৪।

অতোযান্যন্যানি বীর্য্যবন্তি কর্ম্মাণি যথাগ্নের্ম্মন্থনমাজেঃ সরণং দৃঢ়স্য ধনুষ আযমনমপ্রাণন্ননপানংস্তানি করোত্যেতস্য হেতোর্ব্যানমেবোদ্‌গীথমুপাসীত। ৫।

ন কেবলং বাগাদাভিব্যাহরণং 'অতঃ' অস্মাৎ 'অন্যানি যানি বীর্য্যবন্তি কর্ম্মাণি' প্রযত্নাধিকনির্ব্বর্ত্ত্যানি 'যথা অগ্নের্ম্মন্থনং' 'আজেঃ' মর্য্যাদাযাঃ 'সরণং' ধাবনং 'দৃঢ়স্য ধনুষঃ আযমনং' আকর্ষণং 'অপ্রাণন্ অনপানন্ তানি করোতি' 'এতস্য হেতোঃ' কারণাৎ 'ব্যানমেব উদ্‌গীথং উপাসীত'। ৫।

এতদ্ভিন্ন যে সকল বল-সাধ্য কর্ম্ম যেমন অগ্নি মন্থন, যুদ্ধে গমন, দৃঢ় ধনু আকর্ষণ প্রভৃতি, প্রাণাপান ব্যতীত কেবল ব্যানই তাহা সম্পন্ন করিয়া থাকে, এই হেতু ব্যানকেই উদ্‌গীথ রূপে উপাসনা করিবেক। ৫।

অথ খলূদ্‌গীথাক্ষরাণ্যুপাসীতোদ্‌গীথ ইতি প্রাণএবোৎ প্রাণেন হ্যুত্তিষ্ঠতি বাগ্‌গীর্ব্বাচো হ গির ইত্যাচক্ষতে অন্নং থমন্নে হীদং সর্ব্বং স্থিতং। ৬।

'অথ' অধুনা 'খলু' নিশ্চিতং 'উদ্‌গীথাক্ষরাণি' 'উপাসীত' কানি তানি 'উৎ গী থ ইতি' 'প্রাণএব উৎ' উদিত্যস্মিন্নক্ষরে প্রাণদৃষ্টিঃ 'হি' যস্মাৎ 'প্রাণেন উত্তিষ্ঠতি' অতঃ উদঃ প্রাণস্য চ সাম্যং, 'বাক্ গীঃ' 'বাচঃ হ গিরঃ ইত্যাচক্ষতে' শিষ্টাঃ, 'অন্নং থং' 'অন্নে হি ইদং সর্ব্বং স্থিতং' অতো অন্নস্য থস্যচ সামান্যং। ৬।

অনন্তর উদ্‌গীথের অক্ষর সকলের উপাসনা করিবেক, উৎ গী থ ইতি, প্রাণই উৎ যেহেতু প্রাণ দ্বারাই উঠিতে সমর্থ হয়, বাক্যই গী যেহেতু বাক্যকেই গী বলে, অন্নই থ, যেহেতু অন্নেতেই সকলে স্থিতি করে। ৬।

বেদান্ত-দর্শন।

(কম্‌টির মতের সহিত ঐক্যানৈক্য)

কম্‌টি মানবীয় উন্নতির তিনটি পদ্ধতি নিরূপণ করিয়াছেন, পারমার্থিক, দার্শনিক এবং বৈজ্ঞানিক। তিনি বলেন "কার্য্য সকলের মূল-কারণ এবং চরম অভিসন্ধি অনুসন্ধান করত তাবতের মধ্যে দৈব-কর্ত্তৃত্ব নির্ণয় করা পারমার্থিক পদ্ধতি। দৈব-কর্ত্তৃত্বের পরিবর্ত্তে অধিষ্ঠাত্রী শক্তি, অন্তর্নিহিত তত্ত্ব ইত্যাদি সমুদায়কে কারণ বলিয়া স্থির করা দার্শনিক পদ্ধতি। নিরবচ্ছিন্ন সত্য, জগতের মূলকারণ এবং চরম গতি, জগতীয় ভাব সকলের কারণ, ইত্যাদি বিষয় সকলের অনুসন্ধানে ক্ষান্ত হইয়া উক্ত সকলের নিয়মাবলির আলোচনায় যত্ন সমর্পণ করা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি।

"একমাত্র পরমেশ্বরকে জগতের কারণ-রূপে অবধারণ করা পারমার্থিক পদ্ধতির চরম সীমা। প্রকৃতিকে সমুদায়ের কারণ রূপে প্রতিপাদন করা দার্শনিক পদ্ধতির চরম সীমা। কোন একটি সর্ব্ব-সাধারণ নিয়মের সহিত জগতের যাবতীয় ভানের * যোগ-স্থাপন করা, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির চরম সীমা।"

কম্‌টি এই যে তিনটি পদ্ধতি নিরূপণ করিয়াছেন, ইহার মধ্যে এই এক অন্যায় দেখিতে পাওয়া যায় যে, বিদ্যানুশীলনের পদ্ধতি-নিরূপণ করা যেখানে তাঁহার উদ্দেশ্য, সেখানে তিনি আলোচ্য বিষয়ের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া গোল করিয়াছেন। পারমার্থিক পদ্ধতি কি? না যাহার চরম আলোচ্য বিষয় ঈশ্বর; দার্শনিক পদ্ধতি কি? না যাহার চরম আলোচ্য বিষয় প্রকৃতি; বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি কি? না যাহার চরম আলোচ্য বিষয় যাবতীয় ভানের সার্ব্ব-ভৌমিক নিয়ম †। কিন্তু এমন কি কোন বাধ্য-বাধকতা আছে যে, আলোচ্য বিষয়ও যত গুলি, আলোচনার পদ্ধতিও তত গুলি হইবে? জ্যোতিষ এবং রসায়ন বিদ্যার মধ্যে আলোচ্য বিষয় লইয়া বিস্তর প্রভেদ সত্ত্বেও উভয়ে যখন একই বৈজ্ঞানিক-পদ্ধতি অনুসারে আলোচিত হইতে পারিতেছে, তখন পারমার্থিক, দার্শনিক এবং বৈষয়িক বিদ্যার মধ্যে আলোচ্য-বিষয় লইয়া বহুতর প্রভেদ সত্ত্বেও তাহারা একই বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কেন না আলোচিত হইতে পারিবে? যদি এমন বলিতে পারিতে যে, পারমার্থিক-বিষয়-মাত্রই কাল্পনিক, দার্শনিক-বিষয়-মাত্রই বৈতর্কিক, এবং বৈষয়িক-বিষয়-মাত্রই বৈজ্ঞানিক, তাহা হইলে পারমার্থিক এবং দার্শনিক বিষয়কে বিজ্ঞান-রাজ্য হইতে একেবারে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেও তাহাতে কোন আপত্তির সম্ভাবনা ছিল না; কিন্তু সাধ্য কি যে তাহা বলিতে পার? ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত দ্বারা সপ্রমাণ হইতেছে যে পারমার্থিক এবং দার্শনিক বিষয়ে দেশ-কাল-পাত্র-বিশেষে কাল্পনিকতা এবং তার্কিকতার যেমন প্রাদুর্ভাব দেখিতে পাওয়া যায়, অপারমার্থিক অদার্শনিক বিষয়েও দেশ-কাল-পাত্র-বিশেষে তাহারদিগের তেমনি প্রাদুর্ভাব দেখিতে পাওয়া যায়—তাহার কোন অংশে ন্যূন নহে। দেকার্ত্ত নামক ফরাশিস্ পণ্ডিতের জ্যোতিষ এবং নিউটনের জ্যোতিষ্‌ উভয়ের কোনটিই পারমার্থিক বা দার্শনিক নহে, অথচ পূর্ব্বোক্তের কল্পনাধিক্য দেখিয়া শেষোক্ত মতাবলম্বীরা হাস্য করিয়া থাকেন। যদি বল যে, বৈষয়িক-বিষয়ে কাল্পনিকতা বা তার্কিকতা যে মূলেই থাকিতে পারে না ইহা আমরা বলি না, আমরা কেবল এই বলি যে, বৈষয়িক-বিষয়ে যে-কিছু কাল্পনিকতা এবং তার্কিকতা দেখিতে পাওয়া যায় তাহা স্থায়ী নহে; তবে তাহার উত্তর এই যে, অবশ্য তোমার ওরূপ বলিবার সম্পূর্ণ অধিকার আছে; কিন্তু ইহা মনে করিও না যে, ওরূপ বলিবার অধিকার কেবল তোমারই আছে, আর কাহারো নাই; পারমার্থিক এবং দার্শনিক পণ্ডিতেরও একরূপ বলিবার সম্পূর্ণ অধিকার আছে যে, পারমার্থিক [illegible] দার্শনিক বিদ্যার মধ্যে

* Phenomenon গ্রীক শব্দ, ইহার ইংরাজী প্রতি শব্দ Appearence এই অর্থে সংস্কৃত ভাষায় জগদ্ভাবন শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

† ঈশ্বর এবং প্রকৃতি বিষয়-বিশেষ; কিন্তু নিয়ম কোন একটি বিষয়-বিশেষ নহে কেন না নিয়ম সকল বিষয়েতেই নির্ব্বিশেষে খাটে। স্থতরাং বৈজ্ঞানিক শব্দ পারমার্থিক এবং দার্শনিক শব্দের ন্যায় বিষয়-শূচকতা দোষে দূষিত নহে। এ জন্য ঐ তিনটি শব্দের মধ্যে বৈজ্ঞানিক শব্দটিই নির্দ্দোষ। এজন্য বৈজ্ঞানিক শব্দটির প্রতি আমাদের কোন আপত্তি নাই।

যে কিছু কাল্পনিকতা এবং তার্কিকতা দৃষ্ট হয়, তাহা স্থায়ী নহে। যদি বল যে, পারমার্থিক এবং দার্শনিক বিষয়কে ওরূপ অধিকার দেওয়া যাইতে পারে না, তবে প্রকারান্তরে বলা হয় যে, বিষয়-বিশেষকে বিজ্ঞান চক্ষু দিয়া পর্য্যবেক্ষণ করা নিষিদ্ধ; আপনার ছায়া দেখিতে নাই, উল্কাপাত দেখিতে নাই, এ সকল নিষেধ-বাক্য যেমন কাল্পনিক, পারমার্থিক এবং দার্শনিক বিষয়কে বিজ্ঞান-চক্ষু দিয়া দেখিতে নাই ইহাও সেইরূপ। অনতিবিলম্বে আমরা প্রমাণ করিব যে, কি পারমার্থিক, কি দার্শনিক, কি বৈষয়িক, সকল বিষয়েই কাল্পনিকতা এবং তার্কিকতার দিন দিন হ্রাস হইতেছে; কিন্তু আপাততঃ আমাদের বক্তব্য এই যে আলোচ্য-বিষয়ের প্রভেদানুসারে আলোচনা-পদ্ধতির প্রভেদ নিরূপণ করিতে গেলে যখন নানা দিক্‌ দিয়া নানা প্রতিবাদের উত্থাপন হইতে পারে, এবং স্বপক্ষ সমর্থনে যখন বাদী-প্রতিবাদী উভয়েরই তুল্য অধিকার, তখন গ্রন্থকারের উচিত ছিল যে, কোন আলোচ্য বিষয়ের উপর কটাক্ষপাত না করিয়া আলোচনা-পদ্ধতি বিষয়ে তাঁহার যাহা প্রকৃত মন্তব্য, তাহাই তিনি ব্যক্ত করেন; তাহা না করিয়া আলোচ্য-বিষয় এবং আলোচনা-পদ্ধতি উভয়কেই কম্‌টি এক যোগে নিষ্পন্ন করিবার চেষ্টা পাইয়াছেন। এরূপ করাতে আলোচনা-পদ্ধতির দোষ গুণ আলোচ্য বিষয়ের স্কন্ধে নিপতিত হইয়া একের ভার অন্যের স্কন্ধে আরোপিত হইলে যে-দোষ হয় তাহাই ঘটিয়াছে। অতএব ইহা বলা বাহুল্য যে, এরূপ একটি গোলযোগের পথ খুলিয়া দেওয়া কম্‌টির উচিত ছিল না; এই তাঁহার উচিত ছিল যে, আলোচ্য-বিষয় সম্বন্ধে অগ্রে কোন কথা না বলিয়া শুদ্ধ কেবল আলোচনা-পদ্ধতি বিষয়ে [illegible] ব্যক্ত করেন। পারমার্থিক শব্দের অর্থ ঈশ্বর-বিষয়ক, দার্শনিক শব্দের অর্থ নিগূঢ়-তত্ত্ব-বিষয়ক, কিন্তু বৈজ্ঞানিক শব্দের অর্থ সেরূপ কোন নির্দ্দিষ্ট বিষয়কে অপেক্ষা রাখে না; যে বিষয় হউক না কেন, বিজ্ঞান-পদ্ধতি-অনুসারে আলোচিত হইলেই তাহা বৈজ্ঞানিক শব্দের বাচ্য হইতে পারে। বৈজ্ঞানিক শব্দে যেমন আলোচ্য বিষয়-বিশেষ বুঝায় না, পরন্তু শুদ্ধ কেবল আলোচনার পদ্ধতি-বিশেষ বুঝায়, পারমার্থিক বা দার্শনিক শব্দে তদ্রূপ কোন একটি পদ্ধতি-বিশেষ মাত্র বুঝায় না, প্রত্যুত আলোচনার বিষয় এবং আলোচনার পদ্ধতি উভয়-জড়িত একটি মিশ্র-কাণ্ড বুঝায়। এই গোলযোগটি যাহাতে নিবারিত হয়, অথচ কম্‌টির তাৎপর্য্যের কোন ব্যাঘাত না হয়, এই অভিপ্রায়ে পারমার্থিক এবং দার্শনিক এ দুই শব্দের পরিবর্ত্তে যদি কাল্পনিক এবং বৈতর্কিক এই দুই শব্দ ব্যবহার করা যায়, তাহাতে বিচারতঃ কম্‌টির কোন আপত্তি থাকিতে পারে না। কাল্পনিক বৈতর্কিক এবং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি বিষয়ে বেদান্তের মত কিরূপ দেখা যাউক।

বেদান্তের মত এই যে, মন সংকল্প-বিকল্প ও সংশয়াত্মক, বুদ্ধি বা বিজ্ঞান নিশ্চয়াত্মক। কাল্পনিকতা এবং তার্কিকতা মনের ধর্ম্ম, নিশ্চয়তা বিজ্ঞানের ধর্ম্ম। মানসিক কাল্পনিকতা এবং তার্কিকতাকেই কম্‌টি Theological এবং Metaphysical শব্দে নির্বাচন করিয়াছেন, আর বৈজ্ঞানিক নিশ্চয়তাকেই তিনি Positive নামে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, Theological এবং Metaphysical শব্দ অপ্রাসঙ্গিক হইয়াছে। ঐ দুই শব্দের পরিবর্ত্তে কম্‌টি যদি Imaginative এবং Argumentative অথবা Controversial শব্দ ব্যবহার

করিতেন তাহা হইলে তাঁহার অভিপ্রায় দ্বি-ভাব-দ্বারা দুষিত হইত না ও তাঁহার মূল কথা সর্ব্ববাদিসম্মত হইত। সত্যের আপেক্ষিকতা কম্‌টির মতে অলঙ্ঘনীয়; অর্থাৎ কম্‌টি বলেন যে, সকল সত্যই আপেক্ষিক কোন সত্যই ঐকান্তিক নহে; ইহাতে আপাততঃ মনে হইতে পারে যে, কম্‌টি কোন সত্যকেই ঐকান্তিক সত্য বলিয়া ধার্য্য করেন নাই। কিন্তু যখন দেখা যায় যে, তাঁহার মতে পারমার্থিক বিষয় একান্তই কাল্পনিক, দার্শ-নিক বিষয় একান্তই বৈতর্কিক, তখন মনে হয় যে, ইনি যদি আপেক্ষিকতার ভক্ত হই-লেন, তবে ঐকান্তিকতার ভক্ত কে? স্বমত-সমর্থনের জন্য যত টুকু আপেক্ষিকতার প্রয়োজন, কেবল সেই টুকু আপেক্ষিকতার প্রতি ভক্তি, এবং তদতিরিক্ত আপেক্ষিকতার প্রতি অভক্তি প্রকাশ করা কম্‌টির উ-দ্দেশ্য নহে, কিন্তু ফলে তাহাই দাঁড়াইতেছে। জ্যোতিষ-বিদ্যা কিমীয়-বিদ্যা ইত্যাদি কম্‌টির স্বাভিপ্রেত কতকগুলি বিদ্যা-সম্বন্ধে তিনি বলেন যে, উক্ত বিদ্যা-পরম্পরাতে কাল্পনিকতা ও তার্কিকতা পরিমাণ-বিশেষে আছে এবং বৈজ্ঞানিকতাও পরিমাণ-বি-শেষে আছে; এই স্থলেই কম্‌টি আপেক্ষি-কতা-ভক্ত; কিন্তু অন্য এক দিকে তিনি বলেন যে, পারমার্থিক বিদ্যাতে একান্তই কাল্পনিকতা, দার্শনিক বিদ্যাতে একান্তই তার্কিকতা; এস্থলে কম্‌টি ঐকান্তিকতা-ভক্ত; এইরূপ দেখা যাইতেছে যে কম্‌টি স্থির-প্রতিজ্ঞ নহেন। আর এক দিকে দেখিতে পাওয়া যায় যে, কম্‌টি আবশ্যক মতে দার্শনিক তত্ত্বকে বৈজ্ঞানিক পদবী প্রদান করিতে ঘৃণা বোধ করেন নাই। ইহার কতিপয় দৃষ্টান্ত কম্‌টির পজিটিব্‌ ফিলজফি নামক তাঁহার মূল গ্রন্থের ইংরাজি অনুবাদ হইতে নিম্নে উদাহৃত হইতেছে।

"And thus we have that part of the scale appropriate to modern civilization divided into three great orders;—the Industrial or practical; the Æsthetic or poetic; and the Scientific or philosophical,—of which this is the natural order. All are indispensable in their several ways: they represent *universal*, though not equally pressing needs; and aptitudes also *universal*, though unequally marked. They correspond to the three several aspects under which every subject may be positively regarded—as *good* or beneficial as *beautiful* and as *true*."

এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি যে "সত্য সুন্দর এবং মঙ্গল" মানবীয় উন্নতি-প্রবাহের এই যে তিনটি শ্রেণী-বিভাগ, ইহা কি দার্শনিক তত্ত্ব নহে? প্লেটো নামক গ্রীক-দেশীয় সুবিখ্যাত তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতের যে ওটি প্রধা-নতম সিদ্ধান্ত, ইহা কাহারো অবিদিত নাই। এইরূপ, কম্‌টি নিজে যদি দার্শনিক তত্ত্বকে বৈজ্ঞানিক বলিয়া গ্রহণ করিতে পারেন, তবে দার্শনিক পণ্ডিতেরা আপনারদিগের সুনিশ্চিত তত্ত্ব-সকলকে বৈজ্ঞানিক বলিলে তাঁহার তাহাতে অমত হইবার কারণ কি? কম্‌টি যদি দার্শনিক সিদ্ধান্ত সকলের মধ্য-হইতে কাল্পনিক অংশ এবং বৈতর্কিক অংশ বাদ দিয়া তদীয় বৈজ্ঞানিক অংশ রক্ষা করিবার পথ রাখিতেন, তবে তাহাতে কাহারো কোন আপত্তি থাকিবার সম্ভাবনা ছিল না; কিন্তু তিনি দার্শনিক তত্ত্ব সক-লকে সমূলে নির্ম্মূল করিতে গিয়া এমনি একটি ভ্রমাবর্ত্তে পড়িয়াছেন যে, তথা হইতে নির্গমন করা সুকঠিন। আর এক স্থানে মানব-বিজ্ঞানের আলোচনা-প্রণালীর আ-দর্শ সম্বন্ধে কম্‌টি এইরূপ বলেন।

"This scheme must comprehend, on the one hand, *Humanity* itself in its *existence* [illegible] and on the other

hand the general medium whose permanent influence is an essential element in the whole movement."

Humanity শব্দের প্রতি কম্‌টির যেমন অনুরাগ entity শব্দের প্রতি তাঁহার তেমনি বিরাগ; কিন্তু কেন যে এরূপ, তাহা বুঝা দুষ্কর; কেন না উক্ত দুই শব্দের মধ্যে পরস্পর এরূপ নিকট সম্বন্ধ যে, একটিকে আরেকটির সহোদর বলিলেও বলা যায়। বলিতে কি, "মনুষ্যত্বের অস্তিত্ব এবং কার্য্য", একথা কম্‌টির মুখে কোন ক্রমেই শোভা পায় না। কম্‌টি তবে মনুষ্যত্বের অস্তিত্ব মানেন? তাহা যদি হয় তবে entity শব্দের অপরাধ কি? বস্তুর অস্তিত্ব, মনুষ্যের অস্তিত্ব, ইত্যাদি—এই এক শ্রেণী, এবং বাস্তবিকতার* অস্তিত্ব, মনুষ্যত্বের অস্তিত্ব ইত্যাদি—এ আর এক শ্রেণী। ইংরাজি ভাষায় শেষোক্ত শ্রেণী Scholastic শব্দে উক্ত হয়, বঙ্গীয় সাধু ভাষায় Scholastic শব্দের প্রতিশব্দ সহসা পাওয়া যাইতেছে না কিন্তু ইতর ভাষায় টুলো (টোল-সম্বন্ধীয়) শব্দ তাহার অবিকল প্রতিশব্দ বলিয়া গৃহীত হইতে পারে। বাস্তবিকতার অস্তিত্ব এবং কার্য্য বলিলে কম্‌টির মতে দার্শনিকতা হয়, কিন্তু মনুষ্যত্বের অস্তিত্ব এবং কার্য্য বলিলে দার্শনিকতা হয় না; এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, কম্‌টির মতে চলিতে গেলে, দার্শনিকই বা কি এবং অদার্শনিকই বা কি, ইহা স্থির করিয়া উঠিতে পারা যায় না। কম্‌টির বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির মর্ম্মের প্রতি যদি দৃষ্টি করা যায় তবে বোধ হয় যে "মনুষ্যত্ব" এ শব্দটি তিনি নিতান্তই বল পূর্ব্বক আনয়ন করিয়াছেন। গ্রহত্বের অস্তিত্ব এবং কার্য্য, তাপত্বের অস্তিত্ব এবং কার্য্য, জলত্বের অস্তিত্ব এবং কার্য্য, প্রাণত্বের অস্তিত্ব এবং কার্য্য, এ সকলই কম্‌টির মতে অবৈজ্ঞানিক, কিন্তু মনুষ্যত্বের অস্তিত্ব এবং কার্য্য ইহা তাঁহার মতে বৈজ্ঞানিক—এত বৈজ্ঞানিক যে বিজ্ঞানের সর্ব্বোচ্চ শিখরে স্থান পাইবার যোগ্য! ইহার প্রত্যুত্তরে কম্‌টি বলিবেন যে, মনুষ্যের পরিবর্ত্তে মনুষ্যত্ব শব্দ ব্যবহার করিবার একটি বিশেষ কারণ আছে যথা—মনুষ্য নিজে অস্থায়ী কিন্তু মনুষ্যত্ব চিরস্থায়ী; মনুষ্যের বিদ্যা বুদ্ধি ধর্ম্ম স্বাধীনতা, এসমস্ত মনুষ্যের সঙ্গে সঙ্গে বিনাশ পায় না, প্রত্যুত মনুষ্যত্বের পুষ্টি-সাধন করত উত্তরোত্তর উন্নতি লাভ করিতে থাকে। একজন মনুষ্য বিদ্যার বা ধনের বা ধর্ম্মের যত টুকু বৃদ্ধি করিবার তাহা করিয়া চলিয়া গেলেন; তাহার পরে আর এক জন উঠিলেন; ইনি আর এক গ্রাম উন্নতি-সাধন করিয়া চলিয়া গেলেন, তাহার পরে আর এক জন উঠিলেন; এইরূপ করিয়া বিদ্যা ঐশ্বর্য্য ধর্ম্ম স্বাধীনতা এ সমস্তের বৃদ্ধি হইতে লাগিল, কিন্তু যাঁহারা সেই উন্নতির প্রবর্ত্তক তাঁহারা একে একে অন্তর্হিত হইতে লাগিলেন। এই প্রকার পদ্ধতি অনুসারে মনুষ্যত্বের ক্রমাগতই উন্নতি হইতেছে; মনুষ্যের ক্রমাগতই বিলোপ হইতেছে। অস্থায়ী মনুষ্যের বিষয় আলোচনা করিলে কি হইবে? চিরস্থায়ী এবং চির-বর্দ্ধমান যে মনুষ্যত্ব, তদ্বিষয়ের আলোচনা কর যে, উত্তম জ্ঞান অর্জ্জন করিয়া কৃতার্থ হইবে। কম্‌টির এই যে কথা, শুদ্ধ কেবল ঐহিক বিবেচনা করিলে এ কথা অতীব সত্য কিন্তু কম্‌টির বৈজ্ঞানিক মতের সহিত উহার ঐক্য হয় কি না ইহাই এক্ষণে বিচার্য্য। মনুষ্যত্ব কি এমন কোন একটি পদার্থ যে, তাহার অস্তিত্ব আছে এবং কার্য্য করিবার সামর্থ্য আছে? মনুষ্যত্বকে যদি মরণ-ধর্ম্ম-রহিত রাক্ষস-রূপে কল্পনা করা যায় এবং বিদ্যা বুদ্ধি শ্রী ঐশ্বর্য্য নৈ-

* Entity প্রভৃতি।

পুণ্য ইত্যাদি সম্বলিত মনুষ্যগণকে তাহার ভোজ্য-সামগ্রী রূপে কল্পনা করা যায়, তবে বলা যাইতে পারে যে মনুষ্য-ভোজন দ্বারা মনুষ্যত্ব দিন দিন স্ফীত হইয়া উঠিতেছে; কিন্তু কম্‌টি বলিবেন যে মনুষ্যত্বকে ব্যক্তি বিশেষ বলিয়া ধার্য্য করিলে পারমার্থিকতা হয়, আমরাও বলিব যে, তাহা করিলে কাল্পনিকতা হয়। যদি বলা যায় যে মনুষ্যত্ব একটি নিগূঢ় তত্ত্ব, এবং মনুষ্য তাহার আবির্ভাব বা অভিব্যক্তি, তাহা হইলে কম্‌টির মতে দার্শনিকতা হয় এবং আমারদের মতে তার্কিকতা হয়। তার্কিকতা কেন হয়? না যেহেতু মনুষ্য-ছাড়া মনুষ্যত্ব যে কি তাহা ঠিক করিতে গেলে তর্ক বিতর্কের আর সীমা থাকে না। কিন্তু যদি এরূপ বলা যায় যে মনুষ্যের স্থায়ী এবং চিরোন্নতি-ক্ষম যে-সকল অনন্য-সাধারণ গুণ, মনুষ্যত্ব সেই-সমুদায় গুণের সমষ্টি, তাহা হইলে কাল্পনিকতাও হয় না, তার্কিকতাও হয় না, সুতরাং বিজ্ঞানের কিছু মাত্র বিরোধিতা হয় না। প্রকৃত কথা এই যে, মনুষ্য মাত্রেতেই মনুষ্যত্ব আছে—কোথাও বা, কখনওবা, মনুষ্যত্বের সমুচিত অভিব্যক্তি হয়, কোথাও বা, কখনো বা, মনুষ্যত্ব অনভিব্যক্ত থাকে—এবং উপযুক্ত কাল-সহকারে মনুষ্যত্বের ক্রমশই অভিব্যক্তি হয়।

মনুষ্যত্ব যদি ব্যক্তি-বিশেষ না হইল, মনুষ্যত্ব যদি স্বতন্ত্র সত্তা-বিশেষ না হইল, তবে "মনুষ্যত্বের অভিব্যক্তি" একথার অর্থ কি? এই উহার অর্থ যে, মনুষ্যের যে-সকল অনন্য-সাধারণ গুণ আছে তাহারদেরই অভিব্যক্তি। মনুষ্যের পুরাবৃত্ত অধ্যয়ন করিলে সেই-সমস্ত ক্রমোন্নতি-ক্ষম অনন্য-সাধারণ গুণেরই পরিচয় পাওয়া যায়। মনুষ্যত্ব প্রতি-মনুষ্যেই আছে, কিন্তু তাহার অভিব্যক্তি সকল মনুষ্যে সমান নহে। এজন্য, যে মনুষ্যে মনুষ্যত্বের ভাব অপেক্ষাকৃত অ[illegible] ব্যক্ত হইয়াছে, সেই মনুষ্যের ইতিবৃত্ত অধ্যয়ন করা অপেক্ষাকৃত ফলদায়ক। "মনুষ্যত্বের ইতিবৃত্ত" বলিলে কি বুঝায়? না, যে সকল মনুষ্য স্বস্ব সময়ে মনুষ্য-সমাজের নেতা এবং আদর্শ-স্বরূপ ছিলেন তাঁহারদের সহিত তাৎকালিক অন্যান্য উচ্চ নীচ মনুষ্যগণের এবং তাৎকালিক অবস্থা ও ঘটনাবলির কিরূপ বাধ্য-বাধকতা ছিল; এবং উত্তরোত্তর নূতন নূতন নেতৃগণের উত্থান বশতঃ সেই বাধ্য-বাধকতার ক্রমশ কিরূপ রূপান্তর ঘটিয়া আসিয়াছে, এই সমস্তের ইতিবৃত্ত। এইরূপ দেখা যাইতেছে মনুষ্যত্বের ইতিবৃত্তও যাহাকে বলে, উচ্চ নীচ নেতৃ-মনুষ্যগণের এবং তাঁহারদের আনুসঙ্গিক অন্যান্য মনুষ্যগণের ইতিবৃত্তও তাহাকে বলে; ইহা ভিন্ন মনুষ্যের-ইতিবৃত্ত-ছাড়া যে মনুষ্যত্বের ইতিবৃত্ত, তাহা খ-পুষ্পবৎ নিতান্ত অলীক। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, পূর্ব্ব পূর্ব্ব মনুষ্যগণের যে সকল সমবেত কার্য্য, তাহা কি কেবল অতীত কালের ইতিবৃত্ত মাত্র হইয়াই ক্ষান্ত হইয়াছে, বর্ত্তমান কালের উপর কি তাহারদের কিছু মাত্র অধিকার নাই? পূর্ব্ব পূর্ব্ব সময়ে যে-সকল কার্য্য কৃত হইয়াছে, বর্ত্তমান কালে অবশ্যই তাহার ফল বর্ত্তিয়াছে। সে ফল কি? না মনুষ্যত্বের উচ্চতর অভিব্যক্তি। ইহাতে এই দাঁড়াইতেছে যে, মনুষ্যত্ব-বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিতে হইলে মনুষ্যের পুরাবৃত্ত অধ্যয়ন করা ভিন্ন যে, দ্বিতীয় উপায় নাই, এমন নহে; বর্ত্তমান মনুষ্যের ভাব-গতি প্রণিধান করিয়া দেখিলেও মনুষ্যত্ব-বিষয়ে যথোচিত জ্ঞান লাভ করিতে পারা যায়; কেন না মনুষ্যের যে কিছু পুরাবৃত্ত, (জ্ঞাতই হউক আর অজ্ঞাতই হউক তাহাতে আইসে যায় না) সমুদায়ই বর্ত্তমান মনুষ্যগণের মধ্যে ফল-রূপে অন্তর্ভূত র[illegible] কেবল নয়, ভবিষ্যতে

যাহা ঘটিবে তাহাও বীজরূপে অন্তর্ভূত রহিয়াছে। জ্ঞান, ধর্ম্ম, বিশুদ্ধ প্রীতি ইত্যাদির স্ফূর্ত্তিতেই যে মনুষ্যত্ব, এবং নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির বশীকরণেতেই যে মনুষ্যত্ব, ইহা বিশেষ-রূপে জানিতে হইলে আত্ম-জ্ঞানের যত প্রয়োজন, পুরাবৃত্ত-পাঠের তত প্রয়োজন নাই। বালকেরা প্রথমে অনবরতই কড়ানিয়া শতকিয়া প্রভৃতি মুখস্থ করে, কিন্তু যখন তাহারা ত্রৈরাশিকের নিয়ম অবগত হয় তখন সে কার্য্য হইতে তাহারা অব্যাহতি লাভ করে—কেন না, তখন, কড়ানিয়া প্রভৃতির যে কোন অংশ জানিবার আবশ্যকতা হয় তাহা তাহারা ত্রৈরাশিক গণনা দ্বারাই নিশ্চয় করিতে পারে। এইরূপ যতক্ষণ না আত্মজ্ঞান উদ্বোধিত হয় ততক্ষণই পুরাবৃত্তের নিকট মনুষ্যত্বের সংবাদ জিজ্ঞাসা করা শোভা পায়, পরন্তু আত্মজ্ঞান উদ্বোধিত হইলে অত আয়াস পাইবার কিছু মাত্র আবশ্যকতা থাকে না। কেন না মনুষ্যের আত্মাই মনুষ্যত্বের বাস-স্থান। কমৃটি বলেন যে মনুষ্যত্ব-বিজ্ঞানের কেবল একটি মাত্র পদ্ধতি; কি? না ঐতিবৃত্তিক পদ্ধতি। আমরা বলি যে, তদ্ভিন্ন তাহার আর একটি পদ্ধতি আছে; কি? না দার্শনিক পদ্ধতি। এবং আরো এই বলি যে, ঐতিবৃত্তিক পদ্ধতির ন্যায় দার্শনিক পদ্ধতিও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির অন্তর্গত। কিন্তু কমৃটির মত এই যে আত্মজ্ঞান এক বারেই অসম্ভব। তিনি এইরূপ বলেন যে "Since science has shown the marvellous power of the positive method, modern metaphysics has endeavoured to make its own philosophy congenial with the existing state of the human mind by adopting a logical principle equivalent to that of science,whose conditions were less and less understood. This procedure,very marked fro[illegible] of Locke onward, has now issued in dogmatically sanctioning, under one form or another, the isolation and priority of moral speculation, by representing this supposed philosophy to be, like science itself, founded on a collection of observed facts. This has been done by proposing, as analogous to genuine observation, which must always be external to the observer,that celebrated interior observation which can be only a parody on the other and according to which the ridiculous contradiction would take place, of our reason contemplating itself during the common course of its own acts.

এখানে কমৃটি আত্ম-বিজ্ঞানের প্রতি তিনটি দোষ আরোপ করিয়াছেন; প্রথম দোষ এই যে, আত্মবিজ্ঞান প্রকৃত বিজ্ঞানের এক প্রকার কিম্ভূত অনুকরণ: দ্বিতীয় দোষ এই যে, আত্মবিজ্ঞানের পরীক্ষিত বৃত্তান্ত সকল কৃত্রিম; সেই কৃত্রিম পরীক্ষার বলে ধর্ম্ম-বিষয়ক আলোচনাকে বিজ্ঞানের প্রথানুসারে একটি স্বতন্ত্র এবং অনন্যাপেক্ষ স্থান দেওয়া অবৈধ। তৃতীয় দোষ এই যে, জ্ঞান আপনার প্রতি লক্ষ্য করিলে জ্ঞানের অন্য কার্য্য চলে না, এবং জ্ঞানের কার্য্য-বৈচিত্র্য না থাকিলে জ্ঞান-বিষয়ে জানিবার কিছুই থাকে না; সুতরাং দার্শনিক আত্মজ্ঞান নিতান্তই অসম্ভব। প্রথম দোষ কত দূর সত্য তাহা প্রথমে দেখা যাইতেছে। আত্ম-বিজ্ঞান কি বাস্তবিকই প্রকৃত বিজ্ঞানের এক প্রকার কিম্ভূত অনুকরণ? কমৃটির মতে বেকন এবং দেকার্ত্তের সময়ে প্রকৃত বিজ্ঞানের সূত্রপাত হইয়াছে। বেদান্ত-দর্শন তাহার বহু পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিল। সুতরাং কোন পূর্ব্বতন বেদান্ত-গ্রন্থে যদি বিশিষ্ট রূপ বৈজ্ঞানিক প্রণালী অবলোকন করা যায় (যে প্রণালী উপলক্ষে উপরের উদ্ধৃত ভাগে এইরূপ উক্ত হইয়াছে, "a logical

principle equivalent to that of science') পূর্ব্বতন কোন বেদান্ত-গ্রন্থে যদি ঐরূপ স্পষ্ট বৈজ্ঞানিক প্রণালী পাওয়া যায়, তবে তাহা যে, কোন অংশেই আধুনিক বিজ্ঞানের অনুকরণ নহে, তাহা যে প্রকৃত প্রস্তাবেই বৈজ্ঞানিক, এবিষয়ে আর কাহারো সংশয় থাকিতে পারে না। শাঙ্কর-ভাষ্যের ভূমিকাটি পাঠ করিয়া দেখিলে কেহই এমন বলিতে পারিবেন না যে, তাহা কোন অংশে বৈতর্কিক কিংবা কাল্পনিক—প্রত্যুত সকলকেই বলিতে হইবে যে, সেখানে বিশুদ্ধ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বিত হইয়াছে। উক্ত ভূমিকার তাৎপর্য্য এইরূপ, যথা,—"আমি" এইরূপ জ্ঞানের যিনি গোচর তিনিই বিষয়ী, এবং "তদ্ভিন্ন অন্য" এইরূপ জ্ঞানের যাহা গোচর তাহাই বিষয়; সুতরাং জ্ঞানের সিদ্ধান্তে বিশ্বাস করা যদি উচিত হয় তবে বিষয় এবং বিষয়ী উভয়ের মধ্যে প্রভেদ মানিতে হয়। কিন্তু লৌকিক ব্যবহারের প্রতি দৃষ্টি করিলে এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায় যে, জ্ঞানের সিদ্ধান্তের বিপরীতে বিষয়ের সহিত বিষয়ীকে এবং বিষয়ীর সহিত বিষয়কে জড়িত করিয়া দেখা জনসমাজে আবহমান-কাল প্রচলিত রহিয়াছে। জ্ঞানের সহিত লৌকিক ব্যবহারের এই যে বিরোধিতা ইহারই নাম অবিদ্যা। শঙ্করাচার্য্যের এই যে যুক্তি প্রণালী ইহা যদি বৈজ্ঞানিক না হয় তবে কি যে বৈজ্ঞানিক তাহা স্থির করা দেবতাদিগেরও অসাধ্য হইয়া পড়ে। কম্‌টির মতে যাহা বৈজ্ঞানিক তাহার একটি উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে। রাসায়নিক প্রণালী অনুসারে জলকে বিভাগ করিলে দুইটি মাত্র বাষ্প পাওয়া যায়, তৃতীয় আর কিছুই পাওয়া যায় না। কিন্তু যখন সেই দুইটি বাষ্পকে যথা পরিমাণে একত্র মিলিত করা যায় তখন তদ্দ্বারা জল উদ্ভূত হয় না। "উক্ত দুই বায়ুর সংযোগে জল উদ্ভূত হয় না" ইহা দেখিয়া রাসায়নিক পণ্ডিতেরা এমন কথা বলিবেন না যে, তবে বুঝি উক্ত বাষ্পদ্বয় জলের মূলাংশ না হইবে। কিন্তু তাঁহারা অনুসন্ধান-দ্বারা জানিলেন যে, উক্ত বাষ্পদ্বয় সম্মিলিত করিয়া তন্মধ্যে যদি তাড়িত-প্রবাহ চালনা করা যায়, তাহা হইলে উভয়ে তৎক্ষণাৎ জল রূপে পরিণত হয়। ইহাতে এইরূপ সিদ্ধান্ত হইল যে, উক্ত বায়ুদ্বয় জলের মূলাংশ হইয়াও যে ইতি পূর্ব্বে জলোৎপাদনে অশক্ত হইয়াছিল, তাহার কারণ কেবল তাড়িত প্রবাহের অবর্ত্তমানতা। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে পূর্ব্বোক্ত বেদান্তের যুক্তি-প্রণালী কি শেষোক্ত বৈজ্ঞানিক যুক্তি প্রণালীর অবিকল প্রতিরূপ নহে? রসায়ন-বিদ্যা বলেন যে জলের দুইটি মূলাংশ; বেদান্ত বলেন জ্ঞানের দুইটি মূল-তত্ত্ব, কি? না বিষয় এবং বিষয়ী। রসায়ন-বিদ্যা বলেন যে, তাড়িত-প্রবাহ বশতঃ জলের মূলাংশদ্বয় পরস্পর সংশ্লিষ্ট ভাবে পরিণত হয়, বেদান্ত বলেন যে অবিদ্যা বশতঃ বিষয় এবং বিষয়ী পরস্পর সংশ্লিষ্ট রূপে প্রতিভাত হয়। রসায়ন বিদ্যা এইরূপ প্রমাণ প্রদর্শন করেন যে, দুইটি মূলাংশের মধ্যে একটি কেবল লৌহের সহিত সম্মিলিত হইতে পারে, এবং যখন তাহা লৌহের সহিত সম্মিলিত হয় তখন অপরটি স্বভাবতঃ লৌহের সহিত সম্মিলিত হইতে পারে না বলিয়া স্বাতন্ত্র্য লাভ করে; এইরূপে জলের মধ্য-হইতে দুইটি মূলাংশ পৃথক্‌কৃত হইতে পারে। বেদান্তের প্রমাণ এই যে, জ্ঞানেরই কেবল আপনার প্রতি এইরূপ একটি আকর্ষণ আছে যে, জ্ঞান স্বভাবতঃই আপনাকে অজ্ঞান-হইতে ভিন্ন করিয়া দেখে; এজন্য জ্ঞানের চক্ষে বিষয় এবং বিষয়ী [illegible]ক্ত না হইয়া থাকিতে

পারে না; যেমন উত্তপ্ত লৌহের সন্নিধানে জলের মূলাংশদ্বয় পৃথকৃকৃত না হইয়া থাকিতে পারে না,—সেইরূপ। পুনশ্চ যেমন তাড়িতের প্রভাবে উক্ত মূলাংশদ্বয় জলীভূত হইয়া যায় সেইরূপ অবিদ্যা বা মোহের প্রভাবে বিষয়-বিষয়ী একত্র জড়ীভূত দেখায়; ইহা পরীক্ষা করিলেই জানা যাইতে পারে। কিন্তু কম্‌টির মতে আত্মা নিষিদ্ধ বস্তু; তাঁহার মতে জল-বিষয়ে বিজ্ঞান-প্রয়োগ করিবার কোন বাধা নাই কিন্তু আত্মা-বিষয়ে বিজ্ঞান-প্রয়োগ করিলে বিজ্ঞান কলঙ্কিত হয়। কিন্তু বেদান্তের বিষয় নিষিদ্ধ হউক বা না হউক, এবং বেদান্তের সিদ্ধান্ত ভ্রমাত্মক হউক বা না হউক, বেদান্তের যুক্তি প্রণালী যে কাল্পনিক বা বৈতর্কিক নহে সুতরাং তাহা যে বিশুদ্ধ রূপে বৈজ্ঞানিক, এবং তাহার সে বৈজ্ঞানিকতা যে আধুনিক বৈজ্ঞানিকতার এক প্রকার কিম্ভূত অনুকরণ নহে, প্রত্যুত তাহা বহু পুরাতন, এবিষয়ে এক্ষণে আর সংশয় হইতে পারে না।

পরীক্ষিত বৃত্তান্ত-সকলের কৃত্রিমতা এবং তন্নিবন্ধন—ধর্ম্ম-বিষয়ের যে বিজ্ঞানানুরূপ স্বতন্ত্র এবং অনন্যাপেক্ষ আলোচনা, তাহার অবৈধতা, কম্‌টির মতে, আত্মবিজ্ঞানের দ্বিতীয় দোষ। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, বেদান্তের তাৎপর্য্য উপরে যাহা প্রদর্শিত হইয়াছে তাহার কোন্ স্থানটি কৃত্রিম? বিষয় হইতে বিষয়ী ভিন্ন অর্থাৎ যে জানিতেছে এবং যাহাকে জানিতেছে উভয়ে বিভিন্ন, ইহা কৃত্রিম না লৌকিক ব্যবহার স্থলে বিষয়-বিষয়ীর বিবেক সাধিত হয় না এই যে একটি পরীক্ষিত বৃত্তান্ত, ইহা কৃত্রিম? জ্ঞান আপনাকে জ্ঞান বলিয়া জানে, ইহা কৃত্রিম? না বিষয়কে তদ্বিপরীত বলিয়া জানে; ইহা কৃত্রিম? না মনুষ্য যখন আপনাকে জ্ঞান-বর্জ্জিত জড়-পদ[illegible] স্থির করে, তখন জ্ঞানের প্রতিকূলে চলা হয়, ইহা কৃত্রিম? অপর জিজ্ঞাস্য এই যে, যদি জ্যোতি-র্বিদ্যা,রসায়ন-বিদ্যা ইত্যাদি বিদ্যা-সকল অন্যান্য বিদ্যা হইতে স্বতন্ত্র ও নিরপেক্ষ ভাবে আলোচিত হইতে পারে, তবে আত্মতত্ত্ববিদ্যা সে রূপে আলোচিত হইতে না পারিবে কেন? যে কোন বিদ্যা হউক, চাই তাহাকে স্বতন্ত্র রূপে আলোচনা করি, চাই অন্যান্য বিদ্যার সহিত একত্রে আলোচনা করি, যেমন করিয়াই আলোচনা করি না, তাহাতে তাহার বৈজ্ঞানিকতার কিছুমাত্র হ্রাস বৃদ্ধি হইতে পারে না। চাই সকল ধাতুর বিষয় নির্ব্বিশেষে আলোচনা করি, চাই স্বর্ণ রৌপ্য প্রভৃতির বিষয় পৃথক্ পৃথক্ রূপে আলোচনা করি, তাহাতে ধাতুবিজ্ঞানের বৈজ্ঞানিকতার কিছুমাত্র হ্রাস বৃদ্ধি হয় না। অতএব আত্মতত্ত্ব বিদ্যাকে স্বতন্ত্র এবং অনন্যাপেক্ষ রূপে আলোচনা করাতে তাহার বৈজ্ঞানিকতাতে কোন প্রকার দোষ পৌঁছিতে পারে না।

কম্‌টির মতে আত্মবিজ্ঞানের তৃতীয় দোষ এই যে আত্ম-বিজ্ঞান হইতেই পারে না। তিনি বলেন যে জ্ঞান অন্যান্য-বিষয়ে ব্যাপৃত থাকিলে তাহার আত্ম-চিন্তার সামর্থ্য থাকে না এবং অনান্য বিষয়ে ব্যাপৃত না থাকিলে জ্ঞানের ভিতরে জানিবার বিষয় কিছুই থাকে না, অতএব আত্মজ্ঞান অসম্ভব। ইহার প্রতি বক্তব্য এই যে,"জ্ঞান অন্যান্য বিষয়ে ব্যাপৃত থাকিলে তাহার আত্ম-চিন্তার সামর্থ্য থাকে না" ইহার অর্থ এই যে, জ্ঞান অন্য বিষয়েও নিযুক্ত থাকিবে এবং আত্ম-বিষয়েও নিযুক্ত থাকিবে,এ দুইটি কার্য্য এক সঙ্গে হইতে পারে না। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, "দুই বিষয় এক-সঙ্গে জ্ঞাত হইতে পারে না" এ তথ্যটি কম্‌টি কোথা হইতে পাইলেন? তিনি কি পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া ও-কথা

বলিতেছেন? না স্বতঃসিদ্ধ বিবেচনা করিয়া তাহা পরীক্ষা করিবার আবশ্যকতাই বোধ করিতেছেন না? পরীক্ষাতে ত এই রূপ দেখা যায় যে, নিরবচ্ছিন্ন একটি মাত্র বিষয় চিন্তা করা যত কঠিন, দুই বিরোধী বিষয় একত্রে চিন্তা করা তত কঠিন নহে। আমি যখন একটা অট্টালিকা চিন্তা করি, তখন তাহার বাম-পার্শ্ব এবং দক্ষিণ-পার্শ্ব, তাহার তল-দেশ এবং ছাদ, ইত্যাদি বিপরীত অংশ-সকল যুগপৎ চিন্তা করি; এ অবস্থায় অন্য কোন ব্যক্তি যদি ইহার বিপরীত করিয়া থাকেন, তবে তিনি তাহা ব্যক্ত করিয়া বলুন। স্বীয় পক্ষকে যদি স্বতঃসিদ্ধ বল, তাহাতেও নিস্তার নাই। "দুই বিষয়ের পরস্পর বাধ্য-বাধকতা ভিন্ন কোন বিষয় চিন্তনীয় হয় না" ইহাই আমারদের মতে স্বতঃসিদ্ধ; যদি স্বতঃসিদ্ধ শব্দটি শুনিতে-তীব্র বোধ হয়, তবে "উহা স্বতঃসিদ্ধ" ইহার পরিবর্ত্তে "উহা নিশ্চিত সত্য" এই কথা বসাও, তাহাতে আমারদের কোন আপত্তি নাই। কোন অট্টালিকা ভাবিতে গেলে তাহার পত্তন-ভূমি এবং তাহার ছাদ দুই-ই একত্রে ভাবিতে হয়, কোন ঘটনা ভাবিতে গেলে তাহার অব্যবহিত আদি অব্যবহিত অন্ত দুই-ই যুগপৎ ভাবিতে হয়, কোন ভূমি বিশেষ ভাবিতে গেলে তাহার চতুঃসীমা ভাবিতে হয়, এক কথায় এই যে, বাধ্য-বিষয় ভাবিতে গেলে বাধক-বিষয় ভাবিতে হয়। এক্ষণে প্রকৃত প্রস্তাবের মীমাংসা-জন্য আর অধিক কষ্ট পাইতে হইবে না। বিষয়ী এবং বিষয়ের মধ্যে বাধ্য-বাধক সম্বন্ধ, সুতরাং উভয়কে এক সঙ্গে চিন্তা করিবার কিছুমাত্র বাধা নাই। ছায়া এবং আলোক উভয়কে এক সঙ্গে চিন্তা করিবার কিছু মাত্র বাধা নাই। বাধা দূরে থাকুক, নিরবচ্ছিন্ন আলোক অপেক্ষা ছায়া-পরিবৃত আলোক ভাবনা করা সহজ। আমি যখন কোন বিষয়-বিশেষ ভাবিতেছি তৎকালে আমি অনায়াসে এই তথ্যটির প্রতি মনো-নিবেশ করিতে পারি যে, আমিই এই বিষয়টি ভাবিতেছি; সুতরাং মন যখন বিষয়-বিশেষে ব্যাপৃত আছে, তখনও আত্ম-চিন্তা মনুষ্যের সাধ্যায়ত্ত। তবে কি? না যদিও বাধ্য এবং বাধক রূপ দুই পক্ষ যুগপৎ চিন্তা করা প্রয়োজনীয় কিন্তু যখন যে পক্ষে অধিকতর ভর দেওয়া যাইবে, সেই পক্ষই তখন মুখ্যরূপে এবং অপর পক্ষ গৌণরূপে চিন্তার বিষয় হইবে। যদি আত্ম-পক্ষে অধিকতর ভর দেওয়া যায় তবে আত্মাই চিন্তার মুখ্য বিষয় হয়, এবং যদি বিষয়-পক্ষে অধিকতর ভর দেওয়া যায়, তবে তাহাই চিন্তার মুখ্য বিষয় হয়। এই রূপে আত্মাকে মুখ্য-রূপে চিন্তার বিষয় করাকেই আত্ম-চিন্তা কহে। আত্ম-চিন্তা দ্বারা কি রূপে আত্মতত্ত্ব নির্ণীত হয়, তাহা পরে বিবেচনা করা যাইবে। এক্ষণে কমৃটির "মনুষ্যত্বের অস্তিত্ব এবং কার্য্য" বিষয়ে যাহা চরম বক্তব্য তাহা অগ্রে সমাপন করিয়া পশ্চাৎ বেদান্ত-মতে কাল্পনিকতা বৈতর্কিকতা এবং বৈজ্ঞানিকতা এ তিনের পরস্পর সম্বন্ধ কি রূপ তদ্বিষয়ে আলোচনা করা যাইতেছে।

রসায়ন শাস্ত্রের ইতিহাস।

আধুনিক রসায়ন শাস্ত্রের তত্ত্ব সকল যে কত দূর জ্ঞানস্ফূর্ত্তি-বিধায়ক, তাহা কৃতবিদ্য ব্যক্তি মাত্রের অবিদিত নাই। অধুনা পদার্থ বিজ্ঞান সম্বন্ধে যত বিধ শাস্ত্রের অনুশীলন হইতে দেখা যাইতেছে, তাঁহার মধ্যে রসায়ন শাস্ত্রের সত্য সকল যেরূপ প্রত্যক্ষ পরীক্ষাসিদ্ধ ও তত্ত্বজ্ঞানোদ্দীপক, সেরূপ [illegible] শাস্ত্রই নহে। বাস্ত

জগতের সূক্ষ্ম তত্ত্ব অবগত হইতে না পারিলে যদি অন্তর্জগতের সূক্ষ্মতত্ত্ব উপলব্ধি করা অসম্ভব হয়, তাহা হইলে কেহই রসায়ন শাস্ত্রের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিতে পারেন না। অধুনা অস্মদ্দেশের অনেকেই আগ্রহ সহকারে রসায়ন শাস্ত্রের অনুশীলনে প্রবৃত্ত হইতেছেন দেখিয়া ভরসা হইতেছে যে ইহার সাহায্যে ভৌতিক পদার্থের গূঢ় তত্ত্ব সকল অবগত হইয়া সকলেই ক্রমশঃ অভৌতিক পদার্থের তত্ত্ব লাভে উন্নত হইতে পারিবেন। যে রসায়ন শাস্ত্র আমাদিগকে কিয়দ্দূর উন্নত করিয়াছে এবং যাহা আমাদিগকে চির দিন উন্নত করিবার দৃঢ় আশ্বাস প্রদান করিতেছে, তাহার ইতিবৃত্ত যে কত দূর আদরণীয়, তাহা উক্ত শাস্ত্রের অনুশীলন কারী মাত্রেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন। আমরা তাঁহাদিগের তৃপ্ত্যর্থে অল্প অল্প করিয়া উক্ত শাস্ত্রের প্রথম সূত্রপাত হইতে বর্ত্তমান উন্নতি পর্য্যন্ত সমুদায় বিষয়ের যথাসম্ভব ইতিবৃত্ত প্রকাশ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছি।

মানব জাতির ইতিহাসের ন্যায় প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের ইতিহাসের উপকারিতা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। বিজ্ঞান সমূহের প্রতিদিন যে সকল উন্নতি সাধিত হইতেছে, তাহা লইয়াই যাঁহারা ব্যস্ত, তাঁহারা কোন শাস্ত্রের ভূতকালীয় অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে অবকাশ প্রাপ্ত হয়েন না। ফলতঃ বর্ত্তমান কালে বিজ্ঞানোন্নতির এত দূর প্রাদুর্ভাব হইয়া উঠিয়াছে যে যদি কেহ কোন বিজ্ঞানের অদ্যকার আবিষ্ক্রিয়াদি হইতে দৃষ্টি আকর্ষণ পূর্ব্বক তাহার গত কল্যের অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করেন, তাহা হইলে তাঁহার আর বহমান উন্নতি স্রোতের সহচর হইয়া থাকিবার সম্ভাবনা থাকে না। কালের গতি এইরূপ হইয়া [illegible] সকলেরই

ইহা বিবেচনা করিয়া দেখা আবশ্যক যে, আমাদিগের সামাজিক ও রাজ-নৈতিক ব্যবহার-নিয়ম সকল যেমন বিগত সহস্রাধিক বর্ষের লক্ষ লক্ষ ধী-শক্তি সম্পন্ন লোকের মানসিক শ্রমে গঠিত ও সংশোধিত হইয়াছে, সেইরূপ বিজ্ঞান শাস্ত্র সমূহের বর্ত্তমান উন্নত অবস্থাও ততোধিক বিগত কালের অসংখ্য চিন্তাশীল মহাজনের শ্রম ব্যতিরেকে গঠিত ও পরিমার্জ্জিত হইতে পারে নাই। পৃথিবীতে এপর্য্যন্ত সামাজিক বিপ্লব-সংখ্যা অপেক্ষা, বৈজ্ঞানিক বিপ্লব-সংখ্যা এবং তরবারির সমর-সংখ্যা অপেক্ষা লেখনীর সমর-সংখ্যা কোন অংশেই ন্যূন হয় নাই। কোন সাম্রাজ্যের ধ্বংশ জনিত কোলাহল অপেক্ষা কোন বৈজ্ঞানিক মতের পতন-জনিত কোলাহল-ধ্বনি কোন অংশেই অল্প হয় নাই। অতএব যাঁহারা সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাস পাঠ করিয়া তৃপ্তি লাভ করেন, তাঁহারা বিজ্ঞান শাস্ত্রের ইতিহাস পাঠ করিয়া কোন মতেই অতৃপ্ত হইবেন না।

কোন বিজ্ঞান শাস্ত্রের ইতিবৃত্ত অনুসন্ধান করিতে হইলে পুরাকালীয় লোকদিগের সেই বিজ্ঞান বিষয়ে কত দূর জ্ঞান ছিল তাহাই প্রথমতঃ দেখা আবশ্যক। এই সন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে দেখিতে পাওয়া যায় যে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় প্রায় সমুদায় বিদ্যায়ই তাঁহাদিগের যথা কথঞ্চিৎ সংস্কার ছিল। তাঁহারা বিজ্ঞান মাত্রকে তিন প্রধান ভাগে বিভক্ত করিতেন; যথা, দর্শন বা মনোবিজ্ঞান, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান এবং নীতি বিজ্ঞান। কেহ মনোবিজ্ঞান এবং কেহ বা নীতি বিজ্ঞানকে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিতেন কিন্তু কাহাকেও কখন প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিতে শুনা যায় নাই। কেহ কেহ বিজ্ঞানকে বিহঙ্গাণ্ডের

সহিত তুলনা করিয়া মনোবিজ্ঞানকে তাহার আবরক কোষ স্বরূপ, প্রাকৃতিক বিজ্ঞানকে তাহার লালা স্বরূপ এবং নীতি বিজ্ঞানকে তাহার কুসুম স্বরূপ বলিয়া গিয়াছেন। কেহ কেহ আবার বিজ্ঞানকে মনুষ্যের সহিত উপমা করিয়া মনোবিজ্ঞানকে তাহার অস্থি স্বরূপ, প্রাকৃতিক বিজ্ঞানকে তাহার মাংস স্বরূপ এবং নীতি বিজ্ঞানকে তাহার আত্মা স্বরূপ করিয়া ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন; প্লেটো বলিয়া গিয়াছেন যে মনোবিজ্ঞান আর প্রাকৃতিক বিজ্ঞান দুই পৃথক্ পদার্থ; কারণ যাহা অপরিবর্ত্তনীয় ও অক্ষয়, তাহাই মনোবিজ্ঞানের এবং যাহা নিত্য পরিবর্ত্তন ও ক্ষয়শীল, তাহাই প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়। সিনিক সম্প্রদায়স্থ ব্যক্তিরা * বিজ্ঞান মাত্রকেই নিতান্ত অনর্থক জ্ঞান করিয়া তাহার প্রতি সম্পূর্ণ বিদ্বেষ প্রকাশ করিতেন। ইহ জীবনে সর্ব্ব প্রকার স্বার্থাভিসন্ধি হইতে মুক্ত হওয়াই তাঁহাদিগের পরম ধর্ম্ম। সক্রেটিস্ সর্ব্বাপেক্ষা দর্শন শাস্ত্রেরই অধিকতর অনুরাগী ছিলেন। তিনি বলিতেন যে কিছুমাত্র পর্য্যবেক্ষণ না করিয়াও শুদ্ধ চিন্তা দ্বারাই বাহ্য পদার্থের প্রকৃত তত্ত্ব সকল অবগত হওয়া যাইতে পারে। আত্মতত্ত্ব-জ্ঞানই সকল বিজ্ঞানের যথার্থ লক্ষ্য। তাঁহার উক্তি এই যে বাহ্য পদার্থ পরিদর্শন দ্বারা যে জ্ঞান জন্মে, তাহা অতি অকিঞ্চিৎকর—শস্য ক্ষেত্র ও বৃক্ষাদি পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা মনুষ্যের কিছু মাত্র শিক্ষা করিবার বিষয় নাই সুতরাং [illegible]ণ্যকতাও নাই। কথিত আছে জনৈক [illegible]নুরাগী পণ্ডিত সক্রেটিসের এই রূপ [illegible]বশবর্ত্তী হইয়া স্বীয় চক্ষুর্দ্বয় উৎপাটন [illegible]ফেলিয়াছিলেন। তাঁহার এই রূপ কার্য্যের তাৎপর্য্য এই যে তিনি ঐ উপায় দ্বারা বাহ্য বস্তুর দর্শনাকর্ষণ হইতে বিমুক্ত হইয়া নিরন্তর কেবল চিন্তাতেই নিমগ্ন থাকিতে পারিবেন। এই রূপ অনুষ্ঠানের সহিত গ্যালিলিওর মৃত্যু কালীন বাক্যের কি আশ্চর্য্য বিপরীত সম্বন্ধ! তিনি বলিয়াছিলেন "আমার যে দক্ষিণ চক্ষুর কার্য্য নিচয় হইতে এতাদৃশ মহৎ ফল সকল উৎপন্ন হইয়াছে, তাহার শক্তি এক্ষণে জন্মের মত নির্ব্বাপিত হইল। যে বাম চক্ষুর দর্শন শক্তি বহু দিন হইতে অপটু হইয়া রহিয়াছে, তাহাও অবিরাম ক্রন্দন দ্বারা এক্ষণে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়া গেল"। পুরাকালীয় পণ্ডিতগণের মধ্যে কেহ কেহ আবার বলিতেন যে ক্ষেত্রতত্ত্ব বিদ্যা শুদ্ধ ভূমি পরিমাপন কার্য্যে এবং জ্যোতির্ব্বিদ্যার উন্নতি সাধিত হইলে তাহা কেবল নাবিকগণের পোত পরিচালন কার্য্যেই প্রয়োগ করা যাইতে পারে, এতভিন্ন তদুভয় আর কোন কারণেই মনুষ্যের বিশেষ চিন্তা বা অনুশীলনের বিষয় হইতে পারে না।

এইরূপে ভূত কালের ইতিবৃত্ত পর্য্যালোচনা দ্বারা প্রতীয়মান হইতেছে যে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান সম্বন্ধে তৎকালীন পণ্ডিত দিগের সামান্য সংস্কার অপেক্ষা আর অধিক কিছুই ছিল না। এইক্ষণকার দ্বাদশ বর্ষ বয়স্ক ছাত্রেরা পৃথিবী, জল ও অগ্নি প্রভৃতি পদার্থের যেরূপ তত্ত্ব সকল অবগত হইতে পাইতেছে, তাহা পুরাকালীয় মহাচিন্তা-পরায়ণ পণ্ডিতদিগের প্রণীত গ্রন্থাবলির ত্রিসীমায়ও দেখিতে পাওয়া যায় না। যাহা হউক বর্ত্তমান কালে বিজ্ঞান শাস্ত্রের এরূপ উন্নতি সত্ত্বেও আমরা কোন মতেই প্রাচীন পণ্ডিতগণের প্রতি কিছুমাত্র অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিতে পারি না; কারণ তাঁহারা বহু সত্যে[illegible]ব করিয়া গিয়াছেন।

* [illegible]স্থিনিস্ নামক পণ্ডিত যে সম্প্রদায়ের গুরু [illegible]নিস্ যাহার প্রধান শিষ্য।

আমাদিগকে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে প্লেটো স্বকীয় অসাধারণ ধীশক্তি প্রভাবে উৎকৃষ্ট গ্রীক ভাষার গঠন ও সংস্করণ বিষয়ে অশেষ ক্ষমতা প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং আরিস্টটেলের ন্যায় জ্ঞানী ব্যক্তি পৃথিবীতে অতি অল্পই জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। এইরূপ মহাত্মাদিগের পূর্ব্ববর্ত্তী কাল বা সমকালে যে সকল বৈজ্ঞানিক আবিষ্ক্রিয়া হইয়াছিল, তৎসমুদায়ই তাঁহাদিগের প্রণীত গ্রন্থাবলিতে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে।

প্রাচীন পণ্ডিতেরা বৈজ্ঞানিক বিষয় সম্বন্ধে স্বচ্ছন্দে স্বাধীন ভাবে চিন্তা করিতে পারিতেন বটে, কিন্তু তাঁহারা প্রকাশ্য ভাবে তৎসম্বন্ধীয় পরীক্ষাদি কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পারিতেন না। তাঁহারা যে সকল বিঘ্ন বাধার মধ্যে অবস্থিতি করিয়া বৈজ্ঞানিক সত্য সমুদায়ের আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তাহা অবগত হইলে কেহই তাঁহাদিগকে অন্তরের সহিত শ্রদ্ধা না করিয়া থাকিতে পারেন না। পূর্ব্বে জন-সাধারণ মধ্যে এই রূপ সিদ্ধান্ত প্রচারিত ছিল যে এই জগতের সকলই দেবতাদিগের কার্য্য; তৎসমুদায়ের তত্ত্বানুসন্ধান করা নিতান্ত স্পর্দ্ধা ও পাপ-জনক। এক সময়ে এথেন্স নগরে জিউস্ দেবতার বজ্রাগ্নি মেঘ-ঘর্ষণোৎপন্ন সামান্য অগ্নি রূপে ব্যাখ্যাত হওয়ায় সাধারণ জনগণ মধ্যে মহাকোলাহল উপস্থিত হইল। জিউস্ দেবতা অস্মদ্দেশীয় ইন্দ্রের ন্যায় বায়ু ও মেঘাদির অধিপতি এবং তিনিই বজ্রপাত করেন বলিয়া গ্রীকেরা বিশ্বাস করিতেন, সুতরাং ঐরূপ ব্যাখ্যান দ্বারা উক্ত দেবতার অবমাননা হইল জ্ঞান করিয়া এথেন্সের লোকেরা ব্যাখ্যান কর্ত্তার প্রতি খড়্গহস্ত হইয়া উঠিল।

এই রূপ উপধর্ম্ম সম্বন্ধীয় সহস্রবিধ প্রতিবন্ধকতা বশতঃ প্রায় সকল দেশেই বহুকাল পর্য্যন্ত বৈজ্ঞানি[illegible]ষণা-স্রোত একেবারে রুদ্ধ হইয়া গিয়াছিল। ঐ সময়ে অধিকাংশ লোকেই বিস্ময় ও শ্রদ্ধা সহকারে প্রাকৃতিক পদার্থাদির পূজা করিতেন; সুতরাং তৎকালে যাঁহারা তত্ত্বানুসন্ধান দ্বারা ঐরূপ পদার্থ সকলকে সামান্য ভৌতিক পদার্থ বলিয়া অন্তরে বিশ্বাস করিতেন, তাঁহারা লোক-ভয়ে তৎসম্বন্ধে কিছুই প্রকাশ করিতে সাহস পাইতেন না। কলম্বস্ ও গ্যালিলিওর সময় পর্য্যন্তও যে বিজ্ঞান বিষয়ে মনের গতি এই রূপ ছিল তাহা অনেকেই অবগত আছেন। স্যালামানকা নিবাসী যে সকল পণ্ডিতাভিমানী ব্যক্তি কলম্বসের নিকট আটলাণ্টিক মহাসমুদ্র পারস্থ ভূভাগের অস্তিত্ব সম্বন্ধে অসংখ্য প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন এবং ইটালি দেশস্থ ধর্ম্মাধিকরণের যে সকল বিচারপতি গ্যালিলিওর বৈজ্ঞানিক মত সমুদায় পরীক্ষা করিয়াছিলেন, তাঁহারা পুরাকাল প্রচলিত উপধর্ম্মের কুসংস্কার পরতন্ত্র হইয়া উক্ত দুই ব্যক্তিকে যে কত দূর নির্যাতন করিয়াছিলেন তাহা বলা বাহুল্য।

উক্ত রূপ উপধর্ম্মের প্রতিবন্ধকতা ভিন্ন পূর্ব্ব কালে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের উন্নতি সম্বন্ধে আরও অনেক প্রকার বাধা ছিল। তৎকালে পৃথিবীতে যত সভ্য জাতি ছিল, তাহার মধ্যে কেহই প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের উন্নতি সাধনের উপযুক্ত হইতে পারেন নাই। গ্রীক জাতির মন প্রথমাবধি দর্শন শাস্ত্রের অনুশীলনেই সাতিশয় উন্মুখ হইয়া উঠিয়াছিল বলিয়া তাহা প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের পর্য্যালোচনায় ধাবিত হইতে পারে নাই। তাঁহাদি[illegible] মধ্যে যাঁহারা কখন কখন এই বিজ্ঞ[illegible] অনুশীলনে প্রবৃত্ত হইতেন, তাঁহারা [illegible] বৈজ্ঞানিক পরিদর্শন বা পরীক্ষা[illegible] যোগী যন্ত্রাদির অভাবে প্রায়ই কে[illegible] আবিষ্ক্রিয়া করিতে পারিতেন না।

তাঁহারা দুই একটি মাত্র নৈসর্গিক ঘটনা পর্য্যবেক্ষণ করিয়াই তদ্দ্বারা একেবারে বৃহৎ বৃহৎ প্রাকৃতিক নিয়ম সকল অবধারণ করিতে কিছু মাত্র সঙ্কুচিত হইতেন না। কালডিয়া ও পারস্য দেশীয় লোকেরাও পূর্ব্ব কালে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের বিশেষ কোন উন্নতি সাধন করিতে পারেন নাই। তাঁহারাও তত্তদ্দেশীয় ফলিত জ্যোতিষ্, যাদু বিদ্যা এবং অন্যান্য বিবিধ রূপ কুসংস্কারাত্মক রীতির অনুবর্ত্তী লোকদিগের সার্ব্বক্ষণিক প্রতিবন্ধকতা বশতঃ কিছুই করিতে পারেন নাই। প্রাচীন কালে অস্মদ্দেশীয় আর্য্যগণ আধ্যাত্মিক উন্নতি ও দর্শন শাস্ত্রীয় বিবিধ মতের বিরোধ লইয়া এত দূর ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন যে তাঁহারাও প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের উন্নতি সাধনার্থে মনোনিবেশ করিতে অবকাশ প্রাপ্ত হয়েন নাই। পুরাকালে মিসর দেশে উক্ত বিজ্ঞানের যতটুকু উন্নতি হইয়াছিল, তাহা তদ্দেশীয় ধর্ম্ম-যাজকগণ এত দূর প্রচ্ছন্ন ভাবে নিজ হস্তে রক্ষা করিতেন যে অন্যের তাহা জানিবার কিছু মাত্র উপায় ছিল না। পরবর্ত্তী কালে গ্রীকেরা কৌশল ক্রমে ঐ দেশ হইতে অনেক বিষয়ের শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহারা যে ঐ দেশের কোন্ ব্যক্তি বা কোন্ গ্রন্থ হইতে তাহা লাভ করেন, তাহার কিছুই সন্ধান পাওয়া যায় না। গ্রীকেরা ফিনিশীয়দিগের নিকট হইতেও বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় অনেক বিষয় শিক্ষা করিয়াছিলেন, কিন্তু তৎসম্বন্ধেও কিছু মাত্র নিশ্চিত সন্ধান পাওয়া যায় না। যাহা হউক অতঃপর পূর্ব্ব কালে কোন জাতি প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের রসায়ন বিভাগে কত দূর উন্নত হইয়াছিলেন, তাহা বিস্তারিত রূপে পর্য্যালোচনা করিয়া দেখা যাইতেছে।

ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

তড়িতের কি আশ্চর্য্য লীলা।

এই রহস্যময় জগতের সকলই মহৎ, সকলই বিস্ময় জনক। ইহাঁর যে পদার্থ গত কল্য যার পর নাই সামান্য বলিয়া প্রতীয়মান হইয়াছিল, অদ্য তাহা কোন কোন তত্ত্বদর্শীর নিকটে অসীম রহস্য-পূর্ণ বলিয়া প্রতিভাত হইতেছে, এবং অদ্য যাহা অকিঞ্চিৎকর বলিয়া সাধারণের প্রতীতি হইতেছে, হয় ত কল্যই তাহার নিগূঢ় তাৎপর্য্য সকল পরিজ্ঞাত হইয়া কোন তত্ত্বানুসন্ধায়ি ব্যক্তি অনির্ব্বচনীয় আনন্দে নৃত্য করিতে থাকিবেন। ফলতঃ যিনি এই জগতের কিছুই সামান্য বোধে পরিত্যাগ না করিয়া সকলেরই স্থূল তত্ত্ব সকল অবলম্বন পূর্ব্বক ক্রমাগত সূক্ষ্ম তত্ত্বের অনুসন্ধানে ধাবিত হইতেছেন, তাঁহার আনন্দোৎস গোমুখীর ন্যায় কখনই শুষ্ক হইবার নহে। অদ্য আমরা যে ভৌতিক পদার্থের অত্যাশ্চর্য্য কার্য্য বিশেষ বর্ণনা করিবার সঙ্কল্প করিয়াছি, পূর্ব্বে সকলেই তাহাকে আকাশস্থিত মেঘোৎপন্ন বস্তু বিশেষ বলিয়া নির্ণয় করিয়া তাহার তত্ত্বানুসন্ধানে সম্পূর্ণ রূপে বিরত ছিলেন! সকলেরই এই রূপ প্রত্যয় ছিল যে উহার তত্ত্বানুসন্ধান মানব-শক্তির অতীত; সুতরাং সম্পূর্ণ রূপে পরিত্যাজ্য। পরে যখন কেহ কেহ পরীক্ষা দ্বারা দেখিলেন যে কাচ লাক্ষা প্রভৃতি পদার্থ, রেশম বস্ত্রাদি দ্বারা ঘর্ষণ করিলে মেঘোৎপন্ন তড়িতের ন্যায় তড়িৎ-স্ফুলিঙ্গ প্রকাশমান হয়, তখন ইহা কেবল লোকের কৌতুক বর্দ্ধনের নিমিত্তই ব্যবহৃত হইত। তৎকালে সকলেই ইহার বাহ্য চাকচিক্য প্রভৃতি সন্দর্শন করিয়াই পরিতৃপ্ত হইতেন কিন্তু কেহ স্বপ্নেও জানিতে পারেন নাই যে ইহা দ্বারা মানবকুলের [illegible] বিবর্ত্তিত হইয়া ক্রমশঃ

দেবশ্রী ধারণ করিবে। কিন্তু যিনি আমাদিগকে ক্রমে উন্নত হইতে উন্নততর অবস্থায় লইয়া যাইবেন বলিয়া সৃষ্টি কালেই সঙ্কল্প করিয়াছেন, তাঁহার এমনই ইচ্ছা যে যাঁহারা পার্থিব পদার্থের মধ্য হইতে তড়িৎ প্রকাশ করিবার সন্ধান পাইলেন, তাঁহারা অধিক কাল তাহাকে লোকের প্রমোদ ক্ষেত্রের সহচর ভাবে রাখিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলেন না। তাঁহারা অনতিকাল বিলম্বেই তদ্দ্বারা বিবিধ প্রয়োজন সাধন করাইবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইলেন এবং ক্রমে পরীক্ষা দ্বারা জানিতে লাগিলেন যে যাহাকে তাঁহারা প্রথমে দুর্লভ, ভয়ানক ও পরিত্যাজ্য এবং তৎপরে কৌতুকাবহ খেলনা স্বরূপ জ্ঞান করিতেন, ভৌতিক পদার্থের মধ্যে তাহার তুল্য পরম হিতকারী মিত্র পৃথিবীতে আর নাই। তড়িৎ আবিষ্কৃত হইবার পর হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত তাহার দ্বারা মানব কুলের যে সকল প্রয়োজন সাধিত হইয়াছে, তাহা এরূপ সঙ্কীর্ণ প্রস্তাবে উল্লেখ করিয়া শেষ করা যায় না। এস্থলে এই মাত্র বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে যে ইহার সাহায্যে দেশ কালের ব্যবধান ঘটিত বাধা অতিক্রম করিয়া পৃথিবীর সকল দেশের লোকেই এক্ষণে ইচ্ছা ক্রমে সকল সময়ে পরস্পর কথোপকথন করিতেছেন, ইহার সাহায্যে ভৌতিক পদার্থ সমূহের অসাধ্য সংযোগ বিয়োগ সকল সাধিত হওয়ায় রসায়ন শাস্ত্রের সুতরাং মানব জাতির শ্রীসমৃদ্ধি দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে, ইহার সাহায্যে মানব শরীরের অসাধ্য ব্যাধি সকল অনায়াসে অপনীত হইতেছে, ইহার সাহায্যে ভীষণতম পতনোন্মুখ বজ্র নিবারিত হইতেছে এবং ইহার সাহায্যে শিল্প বাণিজ্যের প্রতিদিন নব নব উন্নতি সাধিত হইতেছে। আমরা এপর্য্যন্ত এই তড়িৎ-রূপী পরম [illegible] সুহৃদের নিকট হইতে যে সকল উপকার প্রাপ্ত হইয়াছি, কালক্রমে যে তাহা হইতে শ্রেষ্ঠতর উপকার সকল প্রাপ্ত হইতে পারিব, তাহাতে আর কিছু মাত্র সংশয় নাই। আমরা যে ভবিষ্যতে তড়িতের সাহায্যে শ্রেষ্ঠতর প্রয়োজন সকল অনায়াসে সিদ্ধ করিতে সমর্থ হইব, তাহা শুদ্ধ অনুমানের উপর নির্ভর করিয়াই বলিতেছি না—এক্ষণেই তাহার স্পষ্ট সূত্রপাত দেখা যাইতেছে। অল্প দিন হইল সংবাদ পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল, জর্ম্মণ দেশীয় জনৈক বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত তড়িৎ সাহায্যে দীর্ঘ কালের মৃত দেহে পুনর্ব্বার জীবন সঞ্চার করিয়াছেন এবং প্রসিদ্ধ নামা এণ্ড্রু জ্যাক্‌সন্ ডেবিসের হারমোণিয়া নামক গ্রন্থে তড়িতের সাহায্যে বৃষ্টির পতন নিবারণ সম্বন্ধে যেরূপ যুক্তি ও প্রক্রিয়া লিখিত আছে, তদ্দ্বারা সকলের মনে তড়িতের ভাবী ফলাফল বিষয়ে কিরূপ অনুমান হইতে পারে? যদিও অদ্যাপি পরীক্ষান্তর দ্বারা এই দুইটি বৃহদ্ব্যাপারের সত্যতা সুনিশ্চিত হয় নাই, তথাপি কেহই বোধ হয় এণ্ড্রুভয়কে অন্ততঃ তড়িতের ভাবী অলৌকিক কার্য্য সমুদায়ের সূত্রপাত না বলিয়া থাকিতে পারেন না। সম্প্রতি তড়িতের আর একটি অদ্ভুত কার্য্য দেখা যাইতেছে; তাহা অবশ্যই তদীয় কোন বৃহদনুষ্ঠানের সূত্রপাত, তাহাতে আর কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। সকলেই জানেন যে এক স্থানের তড়িৎ ধাতু-তার সহযোগে অন্য স্থানে যাইয়া তত্রত্য যন্ত্রস্থিত সূচির প্রান্ত স্পন্দন দ্বারা যে সকল সাঙ্কেতিক চিহ্ন প্রকাশ করে, তাহাতেই এক স্থানের সংবাদ অন্য স্থানে থাকিয়া জানিতে পাওয়া যায়। কতিপয় বৎসরাবধি বিবিধ পরীক্ষা দ্বারা নিশ্চিত রূপে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে, তড়িৎ দ্বারা শুদ্ধ যে এক স্থানের সংবাদ স্থানান্তরে প্রেরণ করা যাইতে পারে এমত